বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার।

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত কর্ত্তৃক

প্রণীত।

চতুর্থ বার মুদ্রিত।
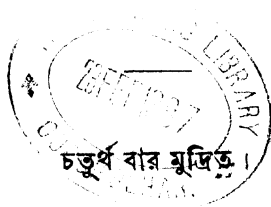
কলিকাতা

সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯২২।

বিজ্ঞাপন।

"বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার" বিষয়ক পুস্তক সমাপ্ত হইল। অতএব, স্বদেশীয় লোকের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন, তাঁহারা পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই পুস্তক সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিবেন, এবং ইহাতে যে সমুদায় অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়াছে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সচেষ্টিত হইবেন। যিনি যে পরিমাণে প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষা করিবেন, তিনি যেন তাহা লোকদিগকে, বিশেষতঃ বালকদিগকে, শিক্ষা দিতে যত্ন করেন। যে সকল মহাশয় কোন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। যখন বালকদিগের বিদ্যাধ্যয়নের ভার তাঁহাদের উপর সমর্পিত রহিয়াছে, তখন তাঁহারা আপনারা যথোচিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত ও সদাচারী করিবার চেষ্টা করিলে, এতদ্দেশীয় লোকের সুখসৌভাগ্য সাধনের পথ অনেক পরিষ্কার করিয়া দিতে পারেন, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন, আপনার, আপন পরিবারের ও অপর সাধারণ সকলের জ্ঞান, ধর্ম্ম, ও সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সেইরূপ, রাজারও

প্রজাদিগের বিদ্যাভ্যাসের ভার গ্রহণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অন্যের সহিত যে বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই, সে বিষয়ে সকলেই আপন আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু অন্যের সহিত যে বিষয়ের সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়ে যাহাতে ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার না হয়, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার উপায় করা বিধেয়; কারণ, এক ব্যক্তির কুব্যবহার দ্বারা অন্যের অপকার হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহার প্রতিবিধান করা রাজনিয়মের প্রধান উদ্দেশ্য। শারীরিক নিয়ম না জানিলে শরীর ভগ্ন হইয়া সামাজিক-কার্য্য-সাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে তদ্দ্বারা নানা প্রকারে প্রতিবাসীদিগেরও পীড়া হইবার সম্ভাবনা; অতএব, যাহাতে প্রত্যেক প্রজা শারীরিক নিয়ম অবগত হইতে পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যাঁহার রিপু সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আয়ত্ত না থাকে, তাঁহা কর্ত্তৃক সংসারের অশেষপ্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব প্রজাদিগের প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় সংযত করিবার নিমিত্তে, প্রজাদিগকে রীতিমত ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দেওয়া ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্যক। শিল্পবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, লোক-যাত্রাবিধান প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা শিক্ষা করিলে উত্তমোত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমাজের দুঃখ-মোচন ও সুখ-সচ্ছন্দতা-সাধন করিতে পারা যায়,

তাহার অধ্যয়ন অধ্যাপনা সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য। এই সমস্ত সদ্বিদ্যা শিক্ষার উপায় করিয়া না দিলে, রাজা ও রাজপুরুষেরা প্রজার ঋণ হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। যদি দুষ্টদমনার্থে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখা রাজার পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে যাহাতে প্রজাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি দমন ও সৎপ্রবৃত্তি বর্দ্ধন হয়, তাহার উপায় করা কেন না কর্ত্তব্য হইবে? প্রজাদিগের শারীরিক-সুস্থতা-সম্পাদনার্থে, নগর পরিষ্কার, নির্ম্মল-জল-প্রাপ্তির সুবিধা, জঞ্জাল ও দুর্গন্ধ বস্তু দূরীকরণ প্রভৃতির বিধান করা যদি রাজার উচিত হয়, তবে যাহাতে প্রজারা স্বয়ং ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম অবগত হইয়া পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন থাকিতে এবং অন্যান্য শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তাহার উপায় করা রাজনিয়মের উদ্দেশ্য কেন না হয়? অতএব প্রজাদিগকে পূর্ব্বোক্ত সমুদায় বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্ত করা ও তাহার উপায় করিয়া দেওয়া রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তাহারা কাব্য অলঙ্কার শিক্ষা করুক আর না করুক, সে তাহাদের স্বেচ্ছাধীন, রাজনিয়ম দ্বারা সে বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করা তাদৃশ আবশ্যক নহে। যদি ভারতবর্ষের রাজপুরুষেরা এই সমস্ত পরম মঙ্গল-দায়ক অভিপ্রায়ের অনুগত হইয়া অপর সাধারণ সকল লোককে পূর্ব্বোক্তপ্রকার শিক্ষা প্রদান করিতে একান্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমাদের সৌভাগ্যের সীমা কি! যে যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, ভৌতিক, শারী-

রিক, ও মানসিক নিয়ম অবগত হওয়া যায়, রাজ-সংক্রান্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে তাহার অধ্যাপনা সংস্থাপন করা, এবং যাহাতে সর্ব্বসাধারণে তাহা শিক্ষা করিতে ও শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার উপায় করা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করা উচিত।

অধিক-কাল-ব্যাপী অতিরিক্ত পরিশ্রম করিলে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় না, এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনার্থে অবকাশ পাওয়া যায় না। অতএব, যে সকল সাংসারিক রীতি প্রচলিত থাকাতে, লোকে বহু কাল ব্যাপিয়া কায় ক্লেশ করিতে বাধ্য হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ কাল পায় না, রাজনিয়ম দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এক্ষণে যেপ্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, তাহাতে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই প্রবল হইতে পারে। ধনোপার্জ্জন ও বিষয় বৃদ্ধির যেপ্রকার রীতি বলবতী আছে, তাহাতে লোকের অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তি দিন দিন সতেজ হইয়া উঠিতেছে। বংশ-মর্য্যাদা ও কৃত্রিম উপাধি থাকাতে, অভিমান ও অহঙ্কার বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইতেছে। যুদ্ধ-ব্যবসায় ও যুদ্ধ-কার্য্য দ্বারা জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবল হইতেছে। মদিরা পান ও অন্যান্য মাদক সেবনের প্রথা প্রবল হইয়া লোকের চিত্ত-ভূমিস্থ ধর্ম্মাঙ্কুর সকল সমূলে নির্ম্মূল করিতেছে।

শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরুরা সহস্র প্রকারেই উপদেশ করুন, যত দিন ঐ সমস্ত দূষিত রীতি প্রচলিত থাকিবে, তত দিন তাঁহাদের উপদেশ সম্যক্ রূপে সফল হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপদেশপ্রদান ব্যতিরেকে উপায়ও নাই। মনুষ্যের প্রকৃতি, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এবং সেই সম্বন্ধানুযায়ী অনুষ্ঠানের উপরে যে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল নির্ভর করে, এই সমস্ত বিষয় উপদেশ দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত বিষয়ে উপদিষ্ট হইলে, লোকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম ও আপনার সুখ সচ্ছন্দতার যথার্থ পথ অবগত হইবে, এবং অবগত হইয়া তদনুযায়ী সাংসারিক নিয়ম সংস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইবে।

ব্রাহ্মগণ যে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও পুনঃপুনঃ পর্য্যালোচনা করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পরমেশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যে সমস্ত কার্য্য আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রীতিকর, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াও তাহা সাধন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন্ কোন্ কার্য্য তাঁহার প্রীতিকর তাহা না জানিলে, তৎসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। এ পর্য্যন্ত কতপ্রকার

নিয়ম অবধারিত হইয়াছে এবং কি রূপেই বা সে সকল নিয়ম শিক্ষা করিতে সমর্থ হওয়া যায়, তাহা এই পুস্তকে যথাসাধ্য প্রদর্শিত হইল। অতএব, এ গ্রন্থ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্ম-শিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী। এই গ্রন্থোক্ত অভি-প্রায় সকল অবলম্বনপূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে ও অন্য লোকদিগকে তৎসমুদায়ের উপদেশ প্রদান করিতে যত্নবান্ থাকা প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই উচিত।

এ গ্রন্থে যে সমস্ত সর্ব্বশুভদায়ক বিষয়ের বিবরণ করা গেল, যখন বিদ্যালয় সমুদায় সেই সকল বিষয় অধ্যয়ন অধ্যাপনার স্থান হইবে, যখন ধর্ম্মোপদেশকেরা পরমেশ্বরের সেই সমস্ত প্রিয় কার্য্যকে তাঁহার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া উপদেশ প্রদান করিবেন, এবং সাংসারিক ব্যবহার ও বিষয়-চেষ্টা নিরবচ্ছিন্ন নৈসর্গিক নিয়মানু-সারে সম্পন্ন হইয়া বিষয়-কার্য্য এবং জ্ঞান ও ধর্ম্মানুষ্ঠান একীভূত হইয়া যাইবে; তখন মনুষ্যনামের গৌরব রক্ষা পাইয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পূর্ণাবস্থা সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।

কলিকাতা।

শকাব্দাঃ ১৭৭৪। ১০ মাঘ।

সূচীপত্র

বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যের কত দুঃখ হয় তাহার বিচার।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে মনুষ্যের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘনের ফলাফল বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাই-তেছে। প্রধান প্রধান নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের পরস্পর মত-ভেদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। একাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণার্থে কতই তর্ক বিতর্ক উৎপন্ন হইয়াছে, কত মতামতই বা প্রকাশিত হইয়াছে এবং দেশ-ভেদে ও কাল-ভেদে কত শত ধর্ম্ম-শাস্ত্রই বা কল্পিত হইয়াছে। বোধ হয়, শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের পরস্পর জ্ঞানের তারতম্য ও প্রকৃতির ইতর বিশেষই এইরূপ মত-ভেদের প্রধান কারণ।

প্রথমে সকলজাতীয় মনুষ্যেরাই ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন ছিলেন, এবং তন্নিমিত্তে এই সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর বিশ্ব-যন্ত্রের মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে সমর্থ না হইয়া এই সংসারকে কতকগুলি অসম্বদ্ধ বস্তু-রাশি মাত্র বোধ করিতেন। যে বস্তুর অসামান্য প্রভাব ও বিশেষ উপকারিতা-গুণ দৃষ্টি করিতেন, তাহারই দেবত্ব ও স্বপ্রধানত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহারা গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ নদী; মেঘ, বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি বিস্তৃত পদার্থ; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্নি প্রভৃতি তেজস্বী বস্তু; ইত্যাদি যে যে পদার্থের সমধিক শক্তি, প্রভাব, তেজঃ ও হিতকারিতা-গুণ স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেন, শক্তি, প্রভাব ও মঙ্গলের অদ্বিতীয় আকর স্বরূপ পরমেশ্বরের জ্ঞানলাভে অসমর্থতা প্রযুক্ত সেই সেই বস্তুরই অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। প্রথমে সর্ব্ব দেশেই এইরূপ ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছিল। পরে লোকের বুদ্ধিবৃত্তি যেরূপ মার্জ্জিত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সেইরূপ উৎকৃষ্টতর ধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিল। ভক্তি প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি ধর্ম্মোৎপত্তির মূল কারণ, তাহা সকল কালে সকল ব্যক্তিতেই থাকে; যথোচিত বুদ্ধি-পরিপাক না হইলে, সকল-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরে নিয়োজিত হয় না।

ধর্ম্ম-প্রয়োজক পণ্ডিতদিগের প্রকৃতির ইতর বিশেষ পরস্পর মত-ভেদের দ্বিতীয় কারণ। যাঁহার জিঘাংসা, আশ্চর্য্য ও সাবধানতা বৃত্তি স্বভাবতঃ প্রবল, এবং

উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষীণ, তিনি উপাস্য দেবতার ভীষণ স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া লোকদিগকে অতিশয় সভয় চিত্তে উপাসনা করিবার বিধি দিতে পারেন, কিন্তু উপাস্য ও উপাসকের দয়া ও ন্যায়পরতা গুণ বিষয়ে তাঁহার সম্যক্ দৃষ্টি থাকা সম্ভাবিত বোধ হয় না। এমন ব্যক্তিই ইষ্টদেবতার তুষ্ট্যর্থে বলিদান দিবার উপদেশ দিতে পারেন, এবং কহিতে পারেন, বিবিধ উপচারে উপাস্য দেবের অর্চ্চনা করিলেই, তিনি সমুদায় দোষ মার্জ্জনা করেন, ও সকল অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্র-প্রকাশকদিগের কাম, জিঘাংসা, ও বুভুক্ষা বৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু যাঁহার ভক্তি, উপচিকীর্ষা, ও ন্যায়পরতা বৃত্তি তেজস্বিনী থাকে, ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় তাহাদের বশবর্ত্তিনী হয, তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র অবশ্যই অন্যপ্রকার হইয়া থাকে।

পরমেশ্বর আমাদিগের মানসিক প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, আমাদিগের কোন মনোবৃত্তি নিরর্থক স্রষ্ট হয় নাই। সমুদয় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা করিয়া, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিলে, সুখী ও স্বচ্ছন্দ থাকা যায়, আর তাহার অন্যথাচরণ করিলে, অশেষবিধ বিষম ক্লেশে পতিত হইতে হয়। যে স্থলে অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত

প্রকার, ধর্ম্মরূপ নির্ম্মল নীরে চিত্তকে ধৌত করিয়া ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, ইতর ব্যক্তি সেরূপ কখনই পারে না। কারণ তাহার অশুচি চিত্ত অধর্ম্মরূপ রোগে আক্রান্ত হইয়া চির জীবন অসুস্থ হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যেরা আপনাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন নাই, সুতরাং তাহা পালন করিলে কি পর্য্যন্ত সুখোৎপত্তি হইতে পারে, ও লঙ্ঘন করিলেই বা কত সুখে বঞ্চিত হইতে হয় তাহা জ্ঞাত হইতে সমর্থ হন নাই। তাহা সম্যক্ রূপে জ্ঞাত হইতে হইলে, আপন প্রকৃতি, বাহ্য বিষয়ের স্বভাব, ঐ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ, এবং পরমেশ্বরের সহিত আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, এই সমস্ত শিক্ষা করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে যে সমস্ত যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি ও দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিলে, আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায় স্ফূর্ত্তি সহকারে অপ্রতিহত ভাবে স্ব স্ব বিষয় ভোগে সচেষ্ট হইতে সমর্থ হয় না, এবং আপনাদের চরিতার্থতা সাধনের যথেষ্ট স্থলও প্রাপ্ত হয় না। লোকের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতে কোন দেশে মরক উপস্থিত হইলে, তথাকার অজ্ঞানী মনুষ্যেরা, তাহা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল বিবেচনা না করিয়া, তাঁহার অনির্দ্দেশ্য বিড়ম্বনার ফল মনে করে। এই দুর্ঘটনার কারণ ও তৎপ্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া, তাহাদের

বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষুব্ধ থাকে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে সংশয় জন্মিয়া ভক্তি-বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের ব্যতি-ক্রম ঘটে, এবং বিশ্বাধিপের বিশ্ব-রাজ্যের শাসন-প্রণালীতে নানাপ্রকার অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা কল্পনা করিয়া ন্যায়-পরতা-বৃত্তি অতৃপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা জগদীশ্বরের সুকৌশল-সম্পন্ন পরম সুন্দর নিয়ম সমুদায় শিক্ষা না করিয়াছে, এবং তাহা পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন করিয়া তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, ও যাহারা আপনাদিগের উপাস্য দেবতাদিগকে বিকটাকার ও ক্রুদ্ধস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করে, পরমেশ্বরের অসীম করুণা বিষয়ে তাহাদিগের প্রত্যয় হওয়া কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপ জানিলে, এবং তাঁহার নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, মনুষ্যের জ্ঞান ও ধর্ম্ম রূপ গভীর উৎস হইতে যে কত সুখধারা নিঃ-সারিত হইতে পারে, তাহারা তাহার আভাসও পায় না। কিন্তু তাহাদিগের এ বোধ নাই বলিয়া, কদাপি ঐশিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। জন্মান্ধ ব্যক্তিদিগের দর্শন-শক্তি নাই বলিয়া, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি-দিগের দৃষ্টি-সুখ-সম্ভোগের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না।

জগদীশ্বরের নিয়ম না জানিলে, তাঁহার নিয়মানু-যায়ী কার্য্য করা সম্ভব হয় না এ কথা বলা বাহুল্য। এই অখিল সংসার রূপ ভ্রম-শূন্য প্রগাঢ় গ্রন্থের আলোচনাই পরমেশ্বরের স্বরূপ ও নিয়ম বিষয়ক জ্ঞান লাভের অদ্বি-তীয় উপায়। অতএব, তিনি যে সকল নিয়ম সংস্থাপন

করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাঁহার বিশ্ব-কার্য্যের পর্য্যালোচনা দ্বারা সে সমুদায় বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করা আবশ্যক। যাহারা ঘোরতর অজ্ঞান-তিমিরে আবৃত থাকিয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত পরম শুভকর নিয়ম সমুদায় অহরহঃ লঙ্ঘন করিয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের যথার্থ স্বরূপ পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। প্রত্যুত, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত জ্ঞানাপন্ন হইয়া তাঁহার নিয়ম পরিপালন পূর্ব্বক দুঃখ-বর্জ্জন ও সুখোপার্জ্জন করেন, পরম-মঙ্গলালয় পরমেশ্বরের অপার মাহাত্ম্য ও নির্ম্মল স্বরূপে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রত্যয় জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। যৎ-পরিমাণে বিশ্বস্রষ্টার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহাকে মহৎ ও পূর্ণ স্বরূপ বলিয়া সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে থাকিবে। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ লোকে এখানকার প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে পরমেশ্বরকে অতি পরিচ্ছিন্ন ও অপূর্ণস্বভাব স্থির করিয়া এইপ্রকার বিশ্বাস করেন, যে তিনি মনুষ্যের ন্যায় মূর্ত্তিমান্, ভূলোকের ভার বিমোচনার্থে মধ্যে মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, অবতীর্ণ হইয়া কখন কখন পাপাসক্ত মনুষ্যের ন্যায় অসদাচরণে প্রবৃত্ত হন, জঘন্য দুষ্কর্ম্ম করিয়াও তাঁহার পূজা ও স্তুতি পাঠ করিলে তিনি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা করেন, ও তাঁহার অর্চ্চনা না করিলে, কোপান্বিত হইয়া অশেষ ক্লেশ প্রদান করেন। ইত্যাকার নানা-

প্রকার অপবাদ দিয়া যে তাঁহারা পরাৎপর পরমেশ্বরের নিষ্কলঙ্ক স্বরূপে দোষারোপ করেন, ইহাতে তাঁহাদের বিবেচনারই ত্রুটি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে বিবিধ বিদ্যার অনুশীলন দ্বারা লোকের জ্ঞানোদ্রেক হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। শীঘ্র বা কালবিলম্বে অজ্ঞান রূপ তামসী নিশার অবসান হইবার উপক্রম হইতেছে। জগদীশ্বরপ্রসাদে যৎপরিমাণে বিদ্যা-জ্যোতি বিকীর্ণ ও মানব-প্রকৃতির সহিত বাহ্য বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হইবে, তৎপরিমাণে তাঁহার পরাৎপর পরিশুদ্ধ নিষ্কলঙ্ক স্বরূপ স্পষ্ট রূপে প্রকাশ পাইবে, এবং তৎপরিমাণে তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন নিবারিত হইয়া লোকের দুঃখ হ্রাস ও সুখোন্নতি সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

অনেকে পরমেশ্বরের বিশিষ্টরূপ প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় সকল আশ্রমের সারভূত সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে যে পরম পিতা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার নিকট অপরাধী হইতে হয়, ইহা তাঁহারা বিবেচনা করেন না। মনুষ্যের মানসিক প্রকৃতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, তাঁহার যত মনোবৃত্তি আছে, তাহার অধিকাংশ কেবল পৃথিবীর কার্য্য সাধনার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বুভুক্ষা, কাম, অপত্যস্নেহ, প্রতিবিধিৎসা, নির্ম্মিৎসা, অর্জ্জনস্পৃহা, জুগোপিষা, সাবধানতা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, এবং পরিমিতি, আকারানুভাবকতা, কালানুভাবকতা, স্বরানু-

ভাবকতা, এবং সংখ্যা ও ভাষাশক্তি প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত ভূমণ্ডলের অতিনৈকট্য অখণ্ড্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। শরীর-রক্ষার্থে বুভুক্ষা, জীব-প্রবাহ রক্ষার্থে কাম, সন্তান প্রতিপালনার্থে অপত্যস্নেহ, বিপদুদ্ধার ও প্রতিবন্ধক নিবারণার্থে প্রতিবিধিৎসা, গৃহ নির্ম্মাণ ও বস্ত্র বয়নাদির নিমিত্ত নির্ম্মিৎসা, নিবাস নিরূপণার্থে বিবৎসা, ভাবী দুর্ঘটনা নিবারণার্থে সাবধানতা ইত্যাকার সকল মনোবৃত্তিই, ভূলোকের এক এক কার্য্য সাধনার্থে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং এই পৃথিবীতেই তাহাদের সম্যক্ উপযোগিতা দৃষ্ট হইতেছে। অতএব, এই পৃথিবীতে তাহাদিগকে যথোচিত চরিতার্থ করিবার চেষ্টা না পাইয়া অন্যথাচরণ করিলে, জগদীশ্বরের অনুমতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। আমাদের আশা, ভক্তি, উপচিকীর্ষা, শোভানুভাবকতা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি কতিপয় উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি পরলোকেও চরিতার্থ হইতে পারে, এবং কোন ভাবী অবস্থাতেও তাহাদের উপযোগিতা থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর ইহলোকেও লোকের দুঃখ নিবারণার্থ ও ভূমণ্ডলকে বিমল সুখের আস্পদ করিবার নিমিত্ত যে তাহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তদনুসারে এই অবনিমণ্ডলেও যে তাহাদের অত্যন্ত উপযোগিতা আছে, তাহার কোন সংশয় নাই। যৎপরিমাণে আমাদের মানব-প্রকৃতি ও বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে, তৎপরিমাণে পৃথিবীর সহিত আমাদের মনোবৃত্তি সমুদায়ের সামঞ্জস্য-বিষয়ক জ্ঞানেরও

আধিক্য হইতে থাকিবে, এবং তৎপরিমাণে আমরা পরাৎপর পরমেশ্বরের পরমোৎকৃষ্ট পরিশুদ্ধ স্বরূপ অবগত হইয়া আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে চরিতার্থ করিতে থাকিব। ফলতঃ, যখন চক্ষুর সহিত জ্যোতির্ব্বিষয়ক নিয়মের, এবং কর্ণের সহিত বায়ু-বিষয়ক নিয়মের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে, তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুরূপ ঐক্য না থাকা কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না।

সমুদায় মনোবৃত্তিরই স্বভাব এই যে, সমধিক তেজস্বী হইয়া উৎসাহ সহকারে চালিত হইলেই প্রচুর সুখ প্রদান করে; নিস্তেজ ও নিশ্চেষ্ট হইলে সেরূপ সুখোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অতএব, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় মনোবৃত্তিরও তেজোবাহুল্য এবং ঔৎসুক্য সহকারে চালনা এই উভয়ই আমাদের সুখের কারণ। স্বরানুভাবকতা-শক্তির স্বাভাবিক অল্পতা বশতঃ যাহার কিছুমাত্র স্বর-জ্ঞান ও রাগরাগিণী-বোধ নাই, তাহার সুখ-প্রাপ্তির এক প্রধান পথ রুদ্ধ রহিয়াছে। যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি স্বভাবতঃ তেজস্বিনী থাকে ও বিদ্যানুশীলন দ্বারা উত্তমরূপ মার্জ্জিত হয়, তিনি তাহা উৎসাহিত চিত্তে পরিচালন করিয়া যেরূপ অসামান্য আনন্দ অনুভব করেন, নিশ্চেষ্ট মন্দ-বুদ্ধি ব্যক্তিরা তাদৃশ সুখের স্বাদগ্রহে কদাচ সমর্থ হয় না। তাহারা স্বীয় প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণে অসমর্থতা বশতঃ শারীরিক ও মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া,

তাহার প্রতিফল স্বরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, এবং বুদ্ধিবৃত্তি-চালনার অভ্যাস না থাকাতে, বিবিধপ্রকার বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হয়। সৃষ্টি-ক্রিয়ার আলোচনা করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপ নিরূপণ করাও মহীয়সী বুদ্ধি-বৃত্তির কার্য্য। অতএব যাহারা বিদ্যানুশীলন-বিরহে আপনাদের বুদ্ধিকে অমার্জ্জিত রাখে, এবং সুতরাং পরম সুন্দর বিশ্ব-কৌশল প্রতীতি করিতে, এবং তদ্দ্বারা বিশ্বাধিপের অত্যুৎকৃষ্ট আশ্চর্য্য মহিমার আলোচনা করিতে অসমর্থ হয়, তাহাদিগকে অশেষ-বিধ বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিতে হয়। পরমেশ্বর-পরায়ণ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিরা এই অখিল সংসার রূপ মহারাজ্যের এক এক পরম শুভকর সুচারু নিয়ম অবগত হইয়া যে রূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত হন, কুসংস্কারাবিষ্ট মূঢ় লোকের ভাগ্যে তাহা কখনই ঘটে না। তাহারা শাস্ত্র-বিশেষের প্রমাণানুসারে কাল্পনিক দেবতাদিগের কল্পিত চরিত্র শ্রবণেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ড রূপ অখণ্ড্য অভ্রান্ত শাস্ত্রে অধিকারী হয় না, সুতরাং তাহার আলোচনায় যে অপার আনন্দের উদ্ভব হয়, তাহার আস্বাদন মাত্রও প্রাপ্ত হয় না। পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহার কতক বৃত্তি এ অংশে বিফলে যায়।

যে সমস্ত পাপানুরক্ত নরাধম ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন করিয়া অন্যথাচরণ করে, তাহাদিগের

যে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালনার ফল স্বরূপ পবিত্র সুখা-স্বাদনে অধিকার হয় না, ইহাও তাহাদের সামান্য শাস্তি নহে। সুচরিত্র সাধু ব্যক্তি আপনাকে নিষ্পাপ জানিয়া যেরূপ আত্ম-প্রসাদ ও শান্তি-সুখ লাভ করেন, পরমেশ্বর-পরায়ণ জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তি জগদীশ্বরের বিচিত্র শক্তি, আশ্চর্য্য জ্ঞান ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায়ের আলোচনায় অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করেন, এবং পর-হিতার্থী দয়াশীল ব্যক্তি দুঃখীকে অন্ন দান, রোগীকে ঔষধ প্রদান, এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান করিয়া যেরূপ প্রগাঢ় প্রমোদ প্রাপ্ত হন, তাহার স্বাদ-গ্রহণের সামর্থ্য না থাকা কি সামান্য দুঃখের বিষয়! যখন কোন নিরাশ্রয় অনাথ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইয়া হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক সেই দয়াবান্ দাতাকে একান্ত মনে আশীর্ব্বাদ করে, অথবা অতি-দীন পিতৃহীন বালক তাঁহার কৃপা-বিন্দু লাভ করিয়া আপনার মলিন মুখের মধুর হাস্য দ্বারা মনের পরিতোষ প্রকাশ করে ও আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নয়ন-যুগল সজল করিয়া তাঁহার সমক্ষে দণ্ডায়মান থাকে, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে কি অনুপম মনোরম সুখেরই উদয় হয়! যিনি চির-জীবন মধ্যে উক্তরূপ একটীও পুণ্যকর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার সুখ-সরোবর কখনও নিঃশেষে শুষ্ক হয় না। তিনি যখন তাহা স্মরণ করেন, তখনই তাঁহার হৃদয়-ক্ষেত্র সুধামৃত-রসে অভিষিক্ত হয়। স্বহস্ত-রোপিত-বৃক্ষ-সদৃশ, নিতান্ত প্রতিপালিত, আশ্রিত ব্যক্তির মঙ্গল বার্ত্তা

শ্রবণ করিলে কতই আহ্লাদ হয়! যিনি স্বয়ং জল-তরঙ্গে পতিত হইয়া তথা হইতে কোন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়াছেন, বা দাহ্যমান গৃহে প্রবেশ করিয়া কাহারও প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার মুখাবলোকন করিলে তাঁহার কতই আনন্দ জন্মে! পুণ্য-ক্রিয়ার সঙ্কল্পে সুখ, অনুষ্ঠানে সুখ, অনুষ্ঠান করিলে পরে তাহার আলোচনাতেও সুখোদয় হয়। যে সমস্ত পাপাসক্ত দুরাচার এতাদৃশ সুখ-ভাণ্ডারের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদিগের কর্ম্মানুরূপ শাস্তি প্রাপ্তির আর কত অবশিষ্ট আছে?

ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সমুদায় পালন করিলে, সাংসারিক উপকার দর্শে, এবং লঙ্ঘন করিলে, অশেষ-প্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মাচরণে যে সাংসারিক সুখের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা বাহুল্য। দেখ, স্বপরিবারস্থ সকল ব্যক্তির সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, কেমন প্রীতি-পাত্র ও সমাদর-ভাজন হওয়া যায়! যদি আমরা পুত্র ভৃত্যাদির প্রতি স্নেহ, দয়া ও বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করি, তবে তাহারা আপনা হইতেই আমাদের প্রতি অকপট প্রীতি প্রদর্শন করে, এবং প্রফুল্ল মনে আগ্রহ সহকারে আমাদের অনুজ্ঞা-পরিপালনে যত্নবান্ হয়। এপ্রকার পিতা বা প্রভু কখনই অন্যায় ও অসাধ্য কর্ম্মে অনুমতি করেন না, সুতরাং তাঁহার কার্য্য-সাধনে তাহাদের বিরক্তি হয় না। ধর্ম্মশীল মিত্রের আদেশের সীমা কি? তাঁহার মিত্রেরা তাঁহার প্রেমামৃত-রসে আর্দ্র হয়,

তাঁহাকে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া বিশ্বাস করিতে পারে, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও সদালাপ করিয়া অতুল আনন্দ অনুভব করে। বৈদ্য, বণিক্ ও রাজকীয় কর্ম্মচারীদিগের বুদ্ধি-সম্মত ও ধর্ম্মানুগত বিশুদ্ধাচরণ অভ্যাস পাওয়া অশেষ উপকারের হেতু। তাহা হইলে, তাঁহারা লোকের বিশ্বস্ত ও আদরণীয় হইতে পারেন, এবং তাঁহাদের স্বীয় ব্যবসায়েরও গৌরব ও উন্নতি হইতে পারে।

পরমেশ্বর এক এক ব্যক্তির এক এক বুদ্ধিবৃত্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন। অতএব, প্রত্যেকে এক এক প্রকার কর্ম্ম সাধনে নিযুক্ত থাকিলেই, সংসারের সমুদায় কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। এই পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক নিয়মই ভূলোকে বিবিধপ্রকার ব্যবসায় সংস্থাপিত হইবার মূল কারণ। “আমি মনুষ্যবর্গের প্রয়োজন সাধন ও দুঃখ দূরীকরণার্থে পরিশ্রম করিতেছি” এই বিবেচনা করিয়া যে কৃষক ও যে শিল্পকার কার্য্য করে, এবং “ক্রেতাদিগের অনিষ্ট না হয় ও তুষ্টি-সাধন হয়” এই অভিসন্ধি রাখিয়া যে পর-হিতৈষী বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, তাহাদেরই বুদ্ধিসম্মত ও ধর্ম্মানুগত কার্য্য করা হয়, এবং তাহাদেরই সম্যক্প্রকার সুখ, সন্তোষ ও সচ্ছন্দতা লব্ধ হইয়া থাকে। উক্তরূপ কৃষক ও বণিকের অর্জ্জনস্পৃহাবৃত্তিও বিশিষ্টরূপ চরিতার্থ হইতে পারে। বৈদ্য প্রভৃতি সকলেরই প্রতি ঐ ব্যবস্থা। বৈদ্য যদি রোগীর রোগ-শান্তি মাত্রের

উদ্দেশে সমনস্ক হইয়া চিকিৎসা করেন, এবং উকীল যদি নিয়োগকর্ত্তার মঙ্গল মাত্র অভিসন্ধি করিয়া একান্ত যত্নে তাঁহার কর্ম্ম সম্পন্ন করেন, তবে ঐ উকীল ও বৈদ্য স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রভৃতির চরিতার্থতা-জনিত বিশুদ্ধ আনন্দ উপভোগ করেন, এবং যথেষ্ট সমাদর, নির্ম্মল যশ ও পরিশ্রমের পারিতোষিক স্বরূপ প্রচুর ধন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুগত পশ্চাল্লিখিত নিয়ম-ত্রয় পালন করিতে যত্ন করা সকলেরই পক্ষে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—যে ব্যবসায় লোকের হিতকারী, তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ।—যে পরিমাণ পরিশ্রম করিলে লোকের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সেই পরিমাণে পরিশ্রম করা আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ।—যাঁহার যে বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতা ও অনুরাগ থাকে, তাঁহার সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।

যদি কোন ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ সুস্থ ও উৎকৃষ্ট হয়, এবং তিনি যাবজ্জীবন ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায় প্রতি-পালন করিয়া আইসেন, তবে অনায়াসেই এ কথা বলিতে পারা যায় যে, জগদীশ্বর তাঁহার সমুদায় সাংসা-রিক প্রয়োজন সাধনের যথেষ্ট উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া

দিয়াছেন, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার মনোবৃত্তি চালনার সামর্থ্য দিয়া তন্নিবন্ধন পবিত্র সুখ সম্ভোগে বিশিষ্টরূপ অধিকারী করিয়াছেন।

পরমেশ্বরের নিয়ম-প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহা শিক্ষা করা উচিত। অতএব, যেমন ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম জানিতে হইলে, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে হয়, সেইরূপ, কোন্ কোন্ ব্যবসায় মনুষ্যের যথার্থ উপকারী, এবং কোন্ বিষয়ে কত পরিশ্রম করিলে তাহার যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সমুদায় অবগত হইবার নিমিত্ত লোকযাত্রাবিধান বিদ্যাও * অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই বিদ্যা ব্যবসায়ীরা যেমন ধনোপার্জ্জনের পথ প্রদর্শন করেন, সেইরূপ, তাঁহাদের এরূপ উপদেশও প্রদান করা উচিত, যে, কেবল ধন মাত্রই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ নহে, এবং কেবল ধনেই যে সর্ব্বসাধারণ লোকের সুখ-লাভ হয় তাহাও নয়; জ্ঞান এবং ধর্ম্মই স্থায়ী সুখের মূল। লোক-যাত্রা-বিধান-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে দারিদ্র-দুঃখের উৎপত্তি হয় এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, সেই দুঃখের কত দূর বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহাও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অপত্যোৎপাদন-বিষয়ক নিয়মের লঙ্ঘন হওয়াতে, আয় অপেক্ষা সন্তানের সংখ্যা অধিক হইলে, দুঃস্থতা এবং তৎপরে দুর্ভিক্ষ পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহা দুঃখী লোক-

* আয়-ব্যয়-বিষয়ক বিধি-দর্শন শাস্ত্র।

দিগের নিজ কার্য্যের ফল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগের সেই দুঃখ রূপ দাবানলে সাধ্যমত বারিসেচন করা ধনাঢ্যদিগের অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেওয়া উচিত। কেবল উপস্থিত দুঃখের প্রতীকার করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যাহাতে উত্তর কালে তদনুরূপ ক্লেশ-ঘটনা আর না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ, মনুষ্যের সকল অবস্থাতেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করাই শ্রেয়ঃ। তদ্ব্যতিরেকে সুখ-বৃদ্ধির উপায়ান্তর নাই।

এক্ষণে প্রায় সকল-দেশীয় লোকেরই এইপ্রকার সংস্কার আছে যে, কেবল ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভাতেই সুখোৎপত্তি হয়। যদিও কেহ কেহ জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া অন্যপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, কিন্তু কার্য্য-কালে ধনাদি-লাভই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া চলেন। কিন্তু ধন, প্রভুত্ব ও বাহ্য শোভা আমাদের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিষয়, অতএব তদ্দ্বারা কখনও প্রকৃতরূপ সুখ-প্রাপ্তি হইতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তির উপদেশানুযায়ী কার্য্য না করিলে, সর্ব্বতোভাবে সুখী হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। অনেকেই কেবল ধন ও প্রভুত্ব লাভের উদ্দেশে বিষয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রবৃত্ত হইয়া অশেষ-প্রকার অন্যায় আচরণ করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। ইহাতে, তাহারা জ্ঞান ও ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে বঞ্চিত হইয়া লোকের নিকট অবিশ্বস্ত ও অনাদৃত হয়, ক্রমাগত চৌর্য্য ও প্রতারণায়

প্রবৃত্ত থাকিলে, একবার না একবার ধৃত হইয়া রাজ-দণ্ডেও দণ্ডিত হয়, এবং কেহ কেহ আপনার অধর্ম্ম ও অবিবেচনা-দোষে গত-সর্ব্বস্ব হইয়া দৈন্য-দশায় পতিত হয়। এতদ্দেশীয় ভদ্র লোকদিগের মধ্যে অনেকে-রই যেমন আয়-বিষয়ে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবে-চনা নাই, সেইরূপ, তাঁহাদের ব্যয়-বিষয়েও দূরদৃষ্টি ও ন্যায্যান্যায্য বিচার থাকে না। তাঁহারা অপহরণ, উৎকোচ-গ্রহণ ও প্রতারণাদি অশেষবিধ অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং সুখ্যাতি-লাভ ও ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগার্থে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া অকাতরে ব্যয় ব্যসন করেন ও উপার্জ্জিত অর্থ অপেক্ষায় অধিক ব্যয় করাতে, অবশেষে ঋণ-গ্রস্ত হইয়া নানা মতে ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ঋণ-গ্রস্ত হইলে অবিলম্বে লোকের নিকট লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। প্রথমে মূর্খতা ও প্রতারণা, পরে ঋণ ও যাতনা, এই চারি শব্দেই তাঁহাদের চরিত্র-বর্ণনা পর্য্যবসিত হয়। প্রথমে তাঁহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন, শেষে তাহার সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন।

সংসারের সমুদায় দুঃখই সাংসারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল; অতএব যাঁহারা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অভিমত ফল-লাভ করিতে না পারেন, পশ্চাল্লিখিত দুই বিষয় তাঁহাদের কৃতকার্য্য না হইবার প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই। হয়, তাঁহারা যে ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাঁহাদের তদ্বিষয়ের ক্ষমতা না থাকিবে; নয়,

কোন কোন অতিপ্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাঁহাদের উপজীবিকা-বিষয়ক সমুদায় কার্য্যের প্রয়োজক হইয়া থাকিবে। যদি উকীলদিগের প্রবলতর বাক্-শক্তি ও তর্ক-শক্তি না থাকে, তবে তাঁহারা কখনই স্বীয় ব্যবসায়ে কৃত-কার্য্য হইতে পারেন না, এবং যে গায়কের উত্তমরূপ কালানুভাবকতা-শক্তি নাই, ও যে চিত্রকরের বর্ণানুভাবকতা, শোভানুভাবকতা, নির্ম্মিৎসা ও অনুচিকীর্ষা বৃত্তি তেজস্বিনী নহে, তাহারা নিজ নিজ ব্যবসায় দ্বারা সমধিক অর্থ উপার্জ্জন ও যথোচিত খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তদ্ভিন্ন, যাহাদিগের শারীরিক প্রকৃতি কেবল শ্লেষ্ম-প্রধান, তাহারা কোন বিষয়ে অভিনিবেশ পূর্ব্বক তৎপর হইয়া কার্য্য করিতে পারে না, সুতরাং কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, লাভ করিতেও সক্ষম হয় না। স্বার্থ-সাধন মাত্র আমাদের ব্যবসায়-নির্ব্বাহের উদ্দেশ্য হইলেও, ঐরূপ অনিষ্ট হইতে পারে। যে চিকিৎসক কেবল মুদ্রা-সংখ্যার উপর দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন, সুতরাং যে স্থানে যত-গুলি মুদ্রা হস্তগত হয়, সে স্থানে সেই প্রমাণ যত্ন প্রকাশ করেন, আর যে চিকিৎসক ন্যায়পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া রোগীর রোগ-প্রতীকার উদ্দেশে চিকিৎসা করেন, রোগী ব্যক্তি এই উভয়ের গুণাগুণ এক কটাক্ষেই বুঝিতে পারেন। তিনি দেখিতে পান, চিকিৎসক, উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় দ্বারা নিয়োজিত হইলে, রোগীর শরীরের ভাবাদি যেমন স্পষ্টরূপ

বুঝিতে পারে, কেবল অর্জ্জন-স্পৃহাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলে, সেরূপ কখনই পারে না। অতএব, পীড়িত ব্যক্তি ন্যায়বান্ পরোপকারী চিকিৎসককে নিযুক্ত করিতে পারিলে, স্বার্থ-পরায়ণ কুটিল-স্বভাব বৈদ্যকে কখন চাহেন না।

এই সমুদায় উদাহরণ দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে, ব্যবসায়ের হানি হওয়াও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। কিন্তু সংসারের স্বরূপ এইরূপ যে, একের দোষে অনেকের পদে পদে অপকার হইয়া থাকে। বণিক্‌দিগের আপনার অনৈপুণ্য ও অবিবেচনা এবং অংশী ও কর্ম্মচারীদিগের অপটুতা ও বিশ্বাসঘাতকা, উভয় কারণেই ক্ষতি ও অসম্ভ্রম হইতে পারে। জনসমাজে অনেকে একত্র মিলিত হইয়া বিস্তর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। যে সমস্ত নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে সে সমুদায় সম্পন্ন করা উচিত, তাহার নাম সামাজিক নিয়ম। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেপ্রকার অনিষ্ট ঘটনা হয়, সংক্ষেপে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

সামাজিক নিয়ম।

মনুষ্যদিগের পরস্পর সাপেক্ষতা বিস্তর সুখের মূল। গৃহ-নির্ম্মাণ, শস্যোৎপাদন, নৌকা-গঠন, বস্ত্র-বয়ন, ইত্যাদি যে সমস্ত সুখ-জনক কর্ম্ম লোকের সমবেত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহা এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত

হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। তদ্ভিন্ন, সমাজ-বদ্ধ হইয়া বসতি করাতে আমাদের অনেকানেক মনোবৃত্তি সম্যক্ চরিতার্থ হইয়া অশেষবিধ সুখ সমুৎপাদন করে। কাম, অপত্য-স্নেহ, আসঙ্গ-লিপ্সা, উপচিকীর্ষা, ন্যায়-পরতা, লোকানুরাগ-প্রিয়তা প্রভৃতি অতিশুভকরী বৃত্তি সমুদায় জন-সমাজে অপর্য্যাপ্ত উপভোগ প্রাপ্ত হইয়া সততই চরিতার্থ হয় ও নিয়তই সুখোৎপাদন করে। বিশেষতঃ, মনুষ্যবর্গকে একত্র সংগ্রহ করিয়া সমাজবদ্ধ করাই আসঙ্গ-লিপ্সা-বৃত্তির এক মাত্র উদ্দেশ্য। অতএব যিনি আমাদিগকে এই সুখকরী বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগের গৃহস্থ ও জন-সমাজস্থ হওয়া যে তাঁহার নিতান্ত অভিপ্রেত তাহার কোন সন্দেহ নাই। মনুষ্যের এই বৃত্তি থাকাতে, স্বভাবতই অন্য-সংসর্গে প্রবৃত্তি হয়। শিশুগণ মাতৃ বা ধাত্রী ক্রোড়ে গমন করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হয়! বালকেরা স্বীয় বয়স্যদিগের সংসর্গী হইবার নিমিত্তই বা কেমন উৎসুক হয়! আর প্রাপ্ত-বয়স্ক ব্যক্তিরা স্বকীয় মিত্র-মণ্ডলীর সহবাসে মধুরালাপে কাল-যাপন করিতে পারিলেই বা কেমন প্রফুল্ল থাকেন! আমরা অন্যের সহিত মিত্রতা করিয়া, অন্যের প্রিয় পাত্র হইয়া ও অন্যের উপকার করিয়া যে সকল পরম পবিত্র স্বর্গোচিত সুখ সম্ভোগ করি, লোক সংসর্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিজনে বাস করিলে, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, যদি আমরা নিঃসঙ্গ হইয়া একাকী

নির্জ্জনে বসতি করি, তবে আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের অধিকাংশই স্ব স্ব বিষয় প্রাপ্ত না হওয়াতে, অকৃতার্থ থাকে, এবং সুতরাং স্ব স্ব সাধ্যানুরূপ সুখোৎপাদনে এক বারেই অসমর্থ হয়। এপ্রকার অবস্থায় থাকিলে, পশুদিগের সহিত মনুষ্যদিগের কিছুমাত্র বিভিন্নতা থাকিত না; বরং তাঁহাদিগের অবস্থা পশুদিগের অবস্থা অপেক্ষাও অপকৃষ্ট হইত। পশুদিগের আত্ম-রক্ষার্থে যেরূপ নখ, শৃঙ্গ, লোমাদি নানা উপায় আছে, মনুষ্যের তদনুরূপ উপায় না থাকাতে, অতি সামান্য হেতুতেই প্রাণবিয়োগ হইত। অতএব, পরস্পর-সাপেক্ষতা আমাদিগের সকল সম্পদের মূল, এবং যিনি এই পরম শুভকরী সামাজিক ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন, তিনি সকল মঙ্গলের আকর। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক সামাজিক নিয়ম শিক্ষা করা ও শিক্ষা করিয়া পালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

একাকী নৌকা চালনা করিয়া অধিক দূর গমন করা সম্ভাবিত নহে, অনেকের সমবেত চেষ্টার অপেক্ষা রাখে। যাহাদিগকে নৌকা চালন করিতে হয়, তাহাদিগের তদ্বিষয়ক নিয়ম, জলের গতি, নদী ও সমুদ্রের আবর্ত্ত, গুপ্ত চর, বায়ুর প্রভাবানুসারে পাল-নিয়োজন, পথের গুণাগুণ ইত্যাকার সমস্ত ব্যাপার সম্যক শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে নাবিক এই সমুদয় বিষয়ে সুদক্ষ, সদা সতর্ক ও স্বকর্ত্তব্য-সাধনে তৎপর, এবং ব্যসনে ও মাদক-সেবনে একে বারেই বিরত তাহার নৌকায় আরোহণ

করিলে, নির্ব্বিঘ্নে উদ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু যে নাবিকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল, এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি ক্ষীণ, সুতরাং নৌকা-পরিচালন-কার্য্যের অনুপযুক্ত, এবং যে সর্ব্বদাই প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া থাকে, তাহার নৌকায় আরোহণ করিলে, জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিয়োগ হইতে অব্যাজ। যে সকল পোত-বাহক কোন অনুপযুক্ত কর্ণধারের দোষ গুণ পরীক্ষা না করিয়া তাহার কার্য্যে নিযুক্ত হয়, তাহাদের বিস্তর ক্লেশ প্রাপ্তি হইয়া মৃত্যু-ঘটনা পর্য্যন্ত হইতে পারে।

আপনার কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে সহকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলে, শ্রম-লাঘব হয় বটে, নির্ব্বোধ দুর্ব্বৃত্ত লোক নিযুক্ত করিলে, তাহার ভ্রম, প্রমাদ, চৌর্য্য ও প্রতারণা দ্বারা কর্ম্ম-ক্ষতি, ধন-ক্ষয় ও আপনার বা আত্মীয় ব্যক্তিদিগের প্রাণের উপরেও আঘাত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকে পরস্পর অংশী স্বরূপে বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত হইলে, বাহুল্যরূপ ব্যবসায় ও যথেষ্ট অর্থ-লাভ হইতে পারে; কিন্তু প্রত্যেকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম অবগত থাকা ও তৎ-প্রতিপালনে যত্নবান্ হওয়া উচিত। যদি কোন বাণিজ্যাগারের এক অংশী কলিকাতায় ও অন্য এক অংশী লণ্ডন নগরে থাকেন, তবে লণ্ডন-নগরস্থ অংশীর ভ্রম, অনবধান, অথবা প্রতারণায় কলিকাতাস্থ অংশীর সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সমবেত বাণিজ্য সামাজিক নিয়ম-সিদ্ধ বটে, কিন্তু সামাজিক নিয়ম অবলম্বন করিতে হইলে, তৎপরিপালনার্থে যে

যে প্রকরণ করিতে হয়, তাহার অন্যথাচরণ করিলেই অনিষ্ট ঘটে। যাহাদিগের সহিত বিষয়-ঘটিত সংস্রব রাখিতে হয় তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বশীভূত থাকিয়া কার্য্য করিবার চেষ্টা ও ক্ষমতা আছে কি না, তাহা বিশিষ্ট রূপে অনুসন্ধান করা উচিত। সামাজিক নিয়ম পালন বিষয়ে এই গুরুতর তত্ত্বে দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সামাজিক নিয়মের স্বরূপ ও তৎপ্রতিপালনের রীতি নির্দ্দেশ করা গেল। এক্ষণে, তাহা লঙ্ঘন করিলে কিরূপ অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহার আর দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

মনুষ্যের মনোবৃত্তি সমুদায়ের পরস্পর সমঞ্জীভূত থাকিয়া চরিতার্থ হওয়া যদি পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হয়, এবং যদি সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত তাহাদের ঐক্য থাকে, তবে কোন জন-সম্প্রদায়ের লোকে সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে ক্রমাগত চরিতার্থ করিলে ও উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের চরিতার্থতা-সাধনে সযত্ন না হইলে, অবশ্যই ক্লেশ পায় তাহার সংশয় নাই। এতদ্দেশীয় লোকের অবস্থা দৃষ্টি করিলেই, এ বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১।—যে দেশে অন্ন অপেক্ষা লোকের সংখ্যা অধিক, সে দেশের লোকের সমূহ ক্লেশ উৎপন্ন হয়; অতএব, আপন আপন অবস্থানুসারে অপত্যোৎপাদিকা শক্তির সংযম করা উচিত। যাবৎ পরিবার-প্রতিপালন ও সন্তান-

গণের শিক্ষা-সংসাধনের উপযোগী অর্থ সঙ্কলন বা অর্থ-সঙ্কলনের উপায় অবধারণ করিতে না পারা যায়, তাবৎ বিবাহ করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। যদি কোন বহু-লোক-সমাকীর্ণ জনপদের মনুষ্যেরা এই নিয়ম অবহেলন করিয়া অল্প বয়সে স্ত্রীপরিগ্রহ করে ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে পর্য্যাপ্ত রূপে চরিতার্থ করে, তবে দারিদ্র্য ও অনশন নিমিত্তক অকালমৃত্যু দ্বারা সে দেশের লোক-সংখ্যার হ্রাস হইতে থাকে। এতদ্দেশীয় লোক এই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ করিতেছে। অনেক ব্যক্তি কতকগুলি কুপোষ্য পুত্র কন্যা লইয়া এরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হয়, যে তাহা বর্ণন করা যায় না। ঐ কুপোষ্যগণের ভরণ পোষণের ভার যাঁহার উপর সমর্পিত আছে, তিনি তদুপযোগী ধনের চতুর্থাংশও উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ নিতান্ত নিরু-পায় হইয়া অন্ন-চিন্তায় ব্যাকুল হন, এবং ঋণ-গ্রস্ত হইয়া কোন ক্রমে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করেন। কত কত সদ্বংশ-জাত ভদ্র লোক অন্নাভাবে মৃত-প্রায় হইয়া অবশেষে ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করে। কেহ কেহ বিষয়কর্ম্মের চেষ্টায় অর্দ্ধ আয়ুঃ শেষ করিয়া, অবশেষে নিতান্ত নিরাশ হইয়া, পরিবার পরিত্যাগ পূর্ব্বক দেশত্যাগ করে। যাহাদের উদর-পূর্ত্তি হওয়া দুঃসাধ্য, তাহাদের জ্ঞানচর্চ্চাই বা কোথায়? ধর্ম্ম-চিন্তাই বা কোথায়? এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ-রাশি উদ্বাহ,

অপত্যোৎপাদন ও অন্যান্য নানাবিষয়সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল।

এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে মানব-প্রকৃতির যেপ্রকার বিবরণ করা গিয়াছে, তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের সমুদয় মনোবৃত্তি যথোচিত সংযত করা উচিত। অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি অতিমাত্র বলবতী হইলে, অর্থাপহরণে আসক্তি হয়। অপত্যস্নেহ বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ্য হইলে, সন্তানদিগের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনে বিরত হইয়া তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে অনুরাগ হয়। উপ-চিকীর্ষা-বৃত্তি ন্যায়পরতার বল অতিক্রম করিয়া উঠিলে, অপরাধীকে নিরপরাধবৎ নিষ্কৃতি দিয়া বিচারস্থলে অবিচার করিতে প্রবৃত্তি হয়। অতএব, যখন অন্যান্য সমুদায় মনোবৃত্তিকে যথোচিত দমন করা উচিত, তখন কেবল অপত্যোৎপাদিকা শক্তিকে এ নিয়মের বহির্ভূত বিবেচনা করা কোন ক্রমেই যুক্তি-সিদ্ধ নহে। পরমেশ্বর আমাদের রিপু-দমন ক্রিয়াকে কর্ত্তব্যের মধ্যে গণিত করিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও তদুপযোগিনী সুশৃঙ্খলা করিয়া আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের দেশীয় লোকেরা এই সমস্ত পরম শুভকর নিয়মের নিগূঢ় তাৎপর্য্য অবগত না থাকাতে, ক্রমাগতই তদ্বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেছেন ও তাহার প্রতিফলস্বরূপ যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিয়া আসিতেছেন। পরিবার-প্রতি-পালনের উপায় ধার্য্য না করিয়া যে বিবাহ করা উচিত

নহে, ইহা এতদ্দেশীয় লোকের অন্তঃকরণে কস্মিন্ কালে উদয় হয় নাই। কেহ কেহ বহু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারের দুঃখ-স্রোতঃ ও পাপ-প্রবাহ প্রবল হইবার মুখ্য কারণ হইতেছেন। এই অধিবেদন-বিষয়িণী প্রথা যে পর্য্যন্ত অপকারিণী, তাহা বলিবার অপেক্ষা নাই। এ দেশের লোক স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাঁহারা অধিবেদন ও তৎপ্রযোজক কৌলীন্য-মর্য্যাদা এই উভয় রীতি প্রচলিত রাখাতে, জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছেন কি না? এবং তদ্দ্বারা আপনাদিগের দৈন্য দশা বৃদ্ধি করিয়া পাপানল প্রবল করিতেছেন কি না?

২।-বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সকলকে তাহাদের বশ-বর্ত্তিনী রাখিয়া, কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে অনিষ্ট-নিবারণ ও ইষ্ট-সাধন হইয়া দুঃখ নিবৃত্তি ও সুখ বৃদ্ধি হইতে থাকে। জগদীশ্বর আমাদিগকে অতি-বিস্তৃত উর্ব্বরা ভূমি প্রদান করিয়াছেন, আমরা যদি অত্যুৎকৃষ্ট ইয়ুরোপীয় হলযন্ত্র দ্বারা তাহা কর্ষণ করি, এবং উত্তমোত্তম বাষ্পীয় যন্ত্র দ্বারা কৃষ্যুৎপন্ন দ্রব্যে পরিধেয় ও অপরাপর ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করি, তবে প্রতিদিবস অল্প ক্ষণ পরিশ্রম করিলেই, প্রয়োজনোপ-যোগী সমুদায় সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে। লোকে যদি উপজীবিকা-নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত কর্ম্ম করিয়া কায়িক পরিশ্রমে নিরস্ত হয়, এবং অবশিষ্ট কাল বুদ্ধি-

বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনায় ক্ষেপণ করে, তবে তাহাদের সর্ব্ব প্রকারেই সুখোৎপত্তি হয় তাহার সন্দেহ নাই। লোকের ভরণ পোষণ ও সুখ সচ্ছন্দতা সমাধানার্থ যেপ্রমাণ সামগ্রী আবশ্যক, সেইপ্রমাণমাত্র প্রস্তুত হইলে, তাহার উচিত মূল্য অবধারিত থাকে, সুতরাং প্রস্তুতকারকেরা স্বীয় পরিশ্রমের যথোচিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় বিহিত বিধানে চালনা করিলে, সমুদায় মনোবৃত্তি পরস্পর সমঞ্জসীভূত ও স্ব স্ব বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়া যেরূপ আনন্দ উদ্ভাবন করে, সেরূপ আনন্দ আর কিছুতেই হয় না। যে দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোক উল্লিখিতরূপ আচরণ করিয়া কাল-হরণ করিতে পারে, সে দেশে জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে তাহার সন্দেহ নাই। ঐ সকল লোকের সন্তানেরা, পৈতৃক ও মাতৃক গুণ অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করাতে, পুরুষে পুরুষে উৎকৃষ্ট স্বভাব প্রাপ্ত হইতে পারে। তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষায় কেবল অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারে এমত নহে, তদপেক্ষায় তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় লাভ করিতে সমর্থ হয়, এবং তাহা জন-সমাজের কল্যাণার্থে নিয়োজন করিয়া সাংসারিক সুখ-সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়।

আমাদিগের দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এ সমুদায় অভিপ্রায় সম্পন্ন

হওয়া স্বপ্ন-কল্পিত ব্যাপারের ন্যায় অসম্ভাবিত বোধ হয়। এ দেশে কৃষিকার্য্য যাহাদের উপজীবিকা, তাহারা সকলেই বিদ্যা-বিহীন ইতর লোক। তাহারা কৃষি-বিদ্যায় সুশিক্ষিত নহে, সুতরাং উৎকৃষ্ট প্রণালীক্রমে কৃষিকার্য্য-সম্পাদনে সমর্থ হয় না। * ভদ্র লোকেরা এ বৃত্তি অবলম্বন করা অপমানের বিষয় বোধ করে। এতদ্দেশে যেরূপ রীতি ক্রমে কৃষি-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাতে কৃষকদিগকে একাদিক্রমে অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে হয়। এনিমিত্ত যদিও তাহারা বিদ্যা ও ধর্ম্মের অনুশীলন করণার্থে অবসর না পায়, তথাচ এত শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে, যে তদ্দ্বারা স্বীয় পরিবারের ভরণ পোষণ করিয়া স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে পারে। কিন্তু এ দেশের কতকগুলি ভূস্বামী এবং তাহাদের অনুচরেরা যেরূপ প্রজা-পীড়ন করিয়া অর্থাপহরণ করেন, তাহাতে প্রজাদিগের উদরান্ন সম্পন্ন

* বারাসত গ্রামে একটী কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তথায় ভদ্র লোকের সন্তানেরা কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিতেছে। এই বিষয়ের অনুষ্ঠান অত্যন্ত শুভ-সূচক। এবং যাঁহারা ইহার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাঁহারা বিশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন। স্থানে স্থানে কৃষি-বিদ্যালয় ও শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত না হইলে, এ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হওয়া কোন মতেই সম্ভব নহে।

এই পুস্তক প্রথম বার মুদ্রিত হইবার পর, কলিকাতায় একটি সুচারু শিল্প-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ঐ বিদ্যালয়ের সূত্রপাত এতদ্দেশের অশেষ কল্যাণের সূত্রপাত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

হওয়া দুঃসাধ্য। প্রজারাও জ্ঞানবান্ ও ক্ষমতাবান্ নহে, সুতরাং এ বিষয়ের প্রতীকার চেষ্টা করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান-বল ও ধর্ম্ম-বলই প্রধান বল; যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহাদিগকে অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আর ঐ সকল নিষ্ঠুর-স্বভাব দুর্দ্দান্ত ভূস্বামীও অবিহিত আচরণ দ্বারা আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে অত্যন্ত প্রবল করাতে তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতেছেন। তাঁহাদের কুব্যবহারে প্রজাদিগের কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং তন্মধ্যে যাহারা কিছু ক্ষমতাপন্ন, তাহারা তাঁহাদিগের অত্যাচার নিবারণার্থ বিশিষ্ট রূপে সচেষ্টিত হয়। এই হেতু, মধ্যে মধ্যে প্রজায় ও ভূস্বামীতে ঘোরতর বিবাদ-ঘটনার বিষয় শ্রুত হওয়া যায়। প্রজার সহিত বিবাদ করিয়া অনেকানেক ভূস্বামীকে রাজ-দ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছে, এবং চিরজীবনের মত অপ্রকাশ থাকিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। তাঁহারা প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া যত অর্থ সংগ্রহ করেন, এইরূপ মোকদ্দমাদি উপলক্ষেই যে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়, বরং কখন কখন ঋণজালে বদ্ধ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতে হয়, ইহাও তাঁহাদের অত্যাচারের প্রতিফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। তাঁহারা প্রজাগণের নিষ্পীড়ন করাতে, তাহাদিগের অনাদর-ভাজন হইতেছেন, তদ্বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়েও বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশ অবহেলন

করিয়া সর্ব্বদা বিরক্তি, উৎকণ্ঠা, অপমান ও ধনক্ষয়রূপ অশেষ শাস্তি ভোগ করিতেছেন, এবং বোধ হয়, উক্তরূপ অত্যাচার করণে নিবৃত্ত না হইলে, উত্তর কালে এতদপেক্ষায়ও গুরুতর প্রতিফল প্রাপ্ত হইবেন। যদি কোন দেশের কোন ভূস্বামী স্বয়ং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লোকের সহিত তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন, এবং তাঁহার অধিকারস্থ প্রজা সকল জ্ঞানাপন্ন ও ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া ন্যায়ানুগত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে তিনি অন্তরে ও বাহিরে কেবল সুখের ব্যাপারই দৃষ্টি করেন তাহার সন্দেহ নাই। সমঞ্জসীভূত মনোবৃত্তি সকলকে চরিতার্থ করিয়া, স্বীয় অধিকারস্থ জনপদ সকল স্বর্গোপম সুখ-ধাম দৃষ্টি করিয়া—জ্ঞানবান্ পুণ্যাত্মা প্রজাদিগের প্রীতি-ভাজন ও সমাদর-ভাজন হইয়া—বিবাদ বিসংবাদ এবং অজ্ঞান ও অধর্ম্ম জনিত দুঃখ-রাশি হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিয়া—আপনাকে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের অনুমতি পরিপালনে সমর্থ জানিয়া, তিনি যেপ্রকার অনুপম সুখ সম্ভোগ পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, এতদ্দেশীয় দুঃশীল ভূস্বামীরা তাহার স্বাদ-গ্রহেও সমর্থ নহেন। ভূমণ্ডলে এরূপ অথবা তদনুরূপ সুখ-ব্যাপারের ঘটনা হওয়া এক্ষণে অসম্ভাবিত বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন জগদীশ্বর আমাদের শুভাভিপ্রায়েই সমুদায় বাহ্য বিষয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে তাহার সম্যক্ উপযোগিতা

রাখিয়াছেন, তখন শীঘ্র না হউক, কাল-বিলম্বেও তাঁহার শুভকর অভিপ্রায় সম্পন্ন হইয়া ভূমণ্ডল অপর্য্যাপ্ত আনন্দ-রসে পরিপ্লুত হইবে তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমাদিগের দেশীয় লোকের মধ্যে যাহারা প্রাকৃতিক নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতেছেন, তাঁহাদিগের স্বদেশের দুরবস্থা-বিমোচনার্থে লোকদিগকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে উপদেশ দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে এতদ্দেশস্থ সর্ব্বসাধারণ লোকে আপনাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির প্রাধান্য বুঝিয়া ও অপরাপর বৃত্তি সমুদায়কে তাহাদের বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, তদনুযায়ী সাংসারিক ব্যবহার প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

৩।—শরীরের স্থূলতা, দীর্ঘতা, বলবত্তা ও অন্যান্য বিষয়ে মনুষ্যদিগের যেমন পরস্পর বিভিন্নতা আছে, তাঁহাদের মানসিক প্রকৃতি বিষয়েও সেইরূপ দৃষ্টি করা যায়। যখন পরমেশ্বর ব্যক্তি বিশেষের মনোবৃত্তি-বিশেষ অপেক্ষাকৃত প্রবল করিয়াছেন, তখন সকলেরই এক ব্যবসায় অবলম্বন করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আপনার স্বাভাবিক শক্তি ও স্বদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তদপযুক্ত ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, জন-সমাজেরও কার্য্য-সাধন হয়, এবং আপনারও অনায়াসে জীবিকা-নির্ব্বাহ ও সুখ-প্রাপ্তি হয়। আমাদিগের এই বিবেচনা না থাকাতে, এ দেশ দারিদ্র্য রূপ দাবানলে

দগ্ধ হইতেছে। এ দেশের ভদ্র লোকেরা কেবল রাজকীয় কর্ম্ম ও লিপিকর-ব্যবসায় ভিন্ন অন্য অন্য সমুদায় ব্যবসায়কে হেয় ও অপমান-জনক বোধ করেন, অল্প বাণিজ্যকে উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া ঘৃণা করেন, এবং সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কার্য্য কেবল ইতর লোকেরই কর্ত্তব্য বলিয়া তদ্বিষয়ে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এই কুসংস্কার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমত নহে। যদ্দ্বারা লোকের সুখোৎপত্তি ও দুঃখ-নিবৃত্তির ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা কখনই এই সমুদায় প্রধান মনোবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। অতএব, উক্ত কুসংস্কারের অনুগত হইয়া চলিলে, ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়, এবং নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। এ দেশের যে অংশে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই অংশেই এই নিয়ম লঙ্ঘনের সমুচিত প্রতিফল দৃষ্টিগোচর হয়। ভদ্র লোকের মধ্যে অধিকাংশে কেবল লিপিকর-ব্যবসায় অবলম্বনেরই চেষ্টা করেন। বহু লোকে এক ব্যবসায় অবলম্বনার্থ সচেষ্ট হইলে, সহজেই কর্ম্ম অপেক্ষায় কর্ম্মার্থীর সংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, এবং তাহা হইলে সুতরাং কতক লোককে কর্ম্মাভাবে নিরবলম্ব থাকিয়া অন্নাভাবে কষ্ট পাইতে হয়। এ দেশের ভদ্র লোকদিগের অবিকল এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। তাঁহারা রাজকীয় কার্য্যালয়ে, প্রধান প্রধান বণিক্‌দিগের বাণিজ্যাগারে, বা ভূস্বামীদিগের অধিকারে কোন কর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্তেই অনন্য মনে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ ক্রমা-

গত ১০। ১২ বৎসর বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় পথে পথে ও দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, তথাপি ব্যবসায়ান্তর অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হন না। তাঁহাদের এ ভ্রম কত দিনে দূরীকৃত হইবে? তাঁহাদের কি বিপরীত বুদ্ধিই উপস্থিত হইয়াছে! তাঁহারা দাসত্বকে পরম-সুখকর বলিয়া বিবেচনা করেন, আর কৃষি-কার্য্য, শিল্প-কার্য্য, বাণিজ্য প্রভৃতি যে সকল ব্যবসায়ে প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি চালনার বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে, এবং যাহা অবলম্বন করিলে, আপনার মান, সম্ভ্রম ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া মনের সুখে অক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়, তাহা, অপকর্ম্ম ও উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। কিন্তু তাঁহাদের ভ্রম জন্মিয়াছে বলিয়া বাহ্য বিষয়ের অন্যথাভাব ও পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-প্রণালীর ব্যতিক্রম হইতে পারে না। অতএব, তাঁহারা বিশ্বাধিপের অনভিপ্রেত কার্য্য করাতে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিতেছেন। যদিও প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথাচরণ ও লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতিরোধ করা কখনই কর্ত্তব্য নহে, তথাচ পূর্ব্বে যখন এক এক বর্ণের এক এক প্রকার বৃত্তি নিরূপিত ছিল, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যজন যাজনাদি, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ ও রাজকার্য্য, বৈশ্যের বাণিজ্যাদি, বৈদ্যের চিকিৎসা, কায়স্থের লিপিকরতা, ও অন্যান্য লোকের অন্যান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল, তখন এতাদৃশ দুঃসহ ক্লেশ ঘটনার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু

এক্ষণে ব্রাহ্মণ বৈদ্যাদি ভদ্র লোক ও বণিক তন্তুবায়াদি ইতর লোক সকলেই লিপিকর হইবার জন্য ব্যগ্র। পূর্ব্বে যাহা কেবল কায়স্থের বৃত্তি ছিল, এক্ষণে সকল বর্ণেই সেই বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। যে অন্নে এক জন মাত্রের উদর-পূর্ত্তি হওয়া সম্ভব, তাহাতে দশ জনের ক্ষুধা-নিবৃত্তি কি প্রকারে হইতে পারে? একারণ, ভদ্র লোকের পরিবার প্রতিপালন ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভদ্র লোকেরা শিল্পকর্ম্ম করিতে চাহেন না, অথচ ইতর লোকে ভদ্র লোকের বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে, এপ্রযুক্ত শিল্পকর্ম্ম অপেক্ষা শিল্পী লোকের সংখ্যা অল্প হওয়াতে, অক্লেশে লোক-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবারও ব্যতিক্রম ঘটিতেছে। এই রূপে এতদ্দেশীয় লোকের দুঃখানল দিন দিন প্রজ্বলিত হইতেছে। কি রূপে কত কালে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে পরমেশ্বর-প্রসাদে দুঃখের একশেষ হইলে সুখের প্রারম্ভ হয়, এই আশায় নির্ভর করিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়, কখন না কখন আমাদের দুঃখ-রাশি দূরীকৃত হইবে। দুঃখ-ভোগই সুখ-চেষ্টার প্রবর্ত্তক হইবে ও বিদ্যা-প্রচার দ্বারা লোকের কুসংস্কার সকল বিনষ্ট হইয়া এক্ষণকার অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর আচার ব্যবহার প্রচলিত হইতে পারিবে। কিন্তু এ দেশের লোক যে কত কালে এই সমস্ত যথার্থ তত্ত্বে আদর করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা এক্ষণে অনুমানেও উপস্থিত হয় না।

৪।—ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে কিপ্রকার সাংসারিক অমঙ্গলের ঘটনা হয়, ১৭৬৯ শকের বাণিজ্য-ঘটিত বিপত্তি তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অসম্ভ্রম ঘটনাই যে তাহার প্রধান কারণ ও ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষদিগের সাতিশয় স্বার্থপরতাই যে ঐ অসম্ভ্রম-ঘটনার অদ্বিতীয় হেতু, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। প্রধান প্রধান বাণিজ্যাগারের যে সকল অংশী ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষতা-পদে অধিরূঢ় ছিলেন তাঁহারাই তাহার সর্ব্বনাশ করেন। তাঁহারা সাধারণের ধন পর্য্যবেক্ষণ ও তদ্বিষয়ক মঙ্গল-চিন্তনার্থে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপন আপন লোভানলে আহুতি-দানার্থেই তাহা নিয়োজন করেন।

কলিকাতাস্থ ইংরেজ বণিকেরা যেরূপ ব্যবসায় অবলম্বন করেন ও যেরূপ ব্যয় ব্যসনাদি করিয়া কাল হরণ করেন, অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ই তাহার প্রবর্ত্তক তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা অত্যল্প মূল ধন লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন, এখানকার অদূরদর্শী মনুষ্য-দিগের নিকট হইতে বিনা প্রতিভূ ও বিনা মূল্যে ধন ও পণ্য গ্রহণ করেন; তদ্দ্বারা ছলে কলে কৌশলে নিজ নিজ বাণিজ্য-কার্য্য বিস্তারিত করিতে থাকেন ও আপনারা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া অশেষবিধ ইন্দ্রিয়োপ-ভোগ সমাধান বিষয়ে সম্ভবাতীত ব্যয় করিয়া থাকেন। উত্তম অট্টালিকা, বহুমূল্য সুদৃশ্য যান, শোভমান পরিচ্ছদ, বহু-সমৃদ্ধি-সাধ্য আহার বিহার ইত্যাদি বিষয়েই

তাঁহাদের সমুদায় অর্থ ব্যয় হয়, সুতরাং অবিলম্বেই ব্যবসায়ে ক্ষতি হইয়া অসম্ভ্রম ঘটিয়া উঠে। এই সকল ইয়ুরোপীয় বণিক্ কেবল ধনই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে অনুরাগী হন না, এবং অপযশ হইলেও লজ্জা বোধ করেন না। অসম্ভ্রম হইলে, ইঁহারা ইন্সালেবেন্ট কোর্টের আশ্রয় লইয়া মহাজনদিগকে বঞ্চিত করেন, এবং অম্লান বদনে অধর্ম্ম-নিয়োজিত পূর্ব্বরূপ বাণিজ্যে পুনর্ব্বার প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরাও এই শ্রেণীস্থ লোক। অতএব, তাঁহারা স্বার্থ-পরবশ হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে লোভরূপ জলধি-জলে বিসর্জ্জন দিলেন, আপনাদিগের অর্থ সামর্থ্য অনুসারে যেরূপ ব্যবসায় সম্ভব তদপেক্ষায় বাহুল্যরূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত হইলেন, এবং স্বীয় ধনে সেরূপ ব্যবসায় সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব দেখিয়া ঋণাদান-ব্রত অবলম্বন করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের নীলব্যবসায়ই সর্ব্বনাশের হেতু হইল। তাঁহারা নীলব্যবসায় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত ব্যাঙ্ক হইতে রাশি রাশি মুদ্রা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহা সহজেই হস্তগত করিতে সমর্থ হওয়াতে, অতিশয় স্বচ্ছন্দ রূপে ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলেরই এক প্রয়োজন। আপনার লোভ-রিপুকে চরিতার্থ করা সকলেরই উদ্দেশ্য। অতএব, যিনি যখন উত্তান হস্তে উপস্থিত হইয়া আত্ম অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন, অন্যান্য সকলে একমত হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ করেন। পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ ব্যয়ের বিষয়ে

সবিশেষ বিবেচনা না থাকাতে, নীল প্রস্তুত করিতে বহু ব্যয় হইতে লাগিল, অনেকে নীলের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়াতে, তাহার মূল্য ন্যূন হইয়া আসিল, কোন বৎসর বা নীলোৎপত্তির ব্যাঘাত হওয়াতে, বণিক্‌দিগের অত্যন্ত ক্ষতি হইতে লাগিল। এই রূপে, বর্ষে বর্ষে যত ক্ষতি হয়, তাঁহারা কেবল ব্যাঙ্কের ধন লইয়া তাহা পূরণ করেন। ইহাতে ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের যে কোটি টাকা মূলধন ছিল, তাহার প্রায় সমুদায়ই কয় জন বিখ্যাত বণিকের হস্তগত হইয়া এক বারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল।

১৬৬৯ শকে কলিকাতা নগরে যেপ্রকার বাণিজ্য-বিষয়ক বিপত্তি-ঘটনা হয়, তাহার মূল কারণ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত হইল, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রকাশ পায়, যে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্যই ইহার এক মাত্র হেতু। ইউনিয়ন্ ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষেরা অর্থলোভে বিমূঢ় হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির শাসন অবহেলন পূর্ব্বক অতি প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করাতেই, এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল, এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকেও স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদিগের অসম্ভ্রম ও মানভ্রংশ হইল, সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইল, এবং স্ব স্ব বাণিজ্যাগারের কর্ম্ম বন্ধ হইয়া, তাঁহারা জনসমাজে প্রবঞ্চক ও বিশ্বাস-ঘাতক বলিয়া পরিচিত হইয়া সকলের অনাদরণীয় ও অবিশ্বস্ত হইলেন। যদি তাঁহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-

প্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ গ্রহণ করিয়া ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে তাহাদের বশবর্ত্তিনী রাখিয়া, স্ব স্ব অর্থ সামর্থ্য ও আয় ব্যয় বিবেচনা পূর্ব্বক বাণিজ্য-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং নিঃস্বার্থ ও লোক-হিতার্থী হইয়া যথানিয়মে ব্যাঙ্কের কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিতেন, তবে এপ্রকার দুর্ঘটনা কখনই ঘটিত না, এবং তাঁহাদিগকেও এরূপ লজ্জা ও ক্লেশ কদাচ প্রাপ্ত হইতে হইত না।

যখন জগদীশ্বর আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সমুদায়কে ঐ সকল প্রধান বৃত্তির চরিতার্থতা সাধনের অনুকূল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং যখন উহাদিগের উপদেশানুযায়ী কাৰ্য্য করিলেই সুখোৎপত্তি ও তাহা না করিলেই অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তখন লোক-যাত্রা-নির্ব্বাহার্থে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির অনুমোদিত নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু যে দেশের সর্ব্ব সাধারণ লোকের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তি যথানিয়মে মার্জ্জিত ও উন্নত না হয়, তথায় সুবিবেচনা-সিদ্ধ ব্যবহার-প্রণালী সংস্থাপিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। মূঢ়দিগের সমাজে বাস করিলে, পরম ধাৰ্ম্মিক জ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিও তাহাদের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া স্বাভিমত কার্য্য সাধনে অপারগ হন। কত কত পরম ধাৰ্ম্মিক সাধু ব্যক্তি স্বদেশস্থ কুসংস্কারাবিষ্ট মূর্খদিগের অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়া থাকেন পূর্ব্বে এ কথার প্রসঙ্গ

করা গিয়াছে, এবং এক্ষণেও দুই চারি উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিলেই এ বিষয়ে পাঠক-বর্গের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিবে।

যদি কোন ব্যক্তি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়া অবস্থিতি করেন, এবং তথায় বিশিষ্ট রূপে বিদ্যালোচনা করিতে বাসনা করেন, তবে তিনি সে স্থানে আপনার প্রয়োজনোপযোগী পুস্তক না পাইয়া সাতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইবেন। হয় ত, আপনার অভিলষিত বিষয় সুসিদ্ধ হওয়া দুঃসাধ্য দেখিয়া সে স্থান একেবারেই পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইবেন। যদি তত্রস্থ লোকেরা সুচারুরূপ শিক্ষা পাইত, এবং তদ্দ্বারা বিদ্যার মর্য্যাদা অবগত হইয়া তাহার অনু-শীলনার্থে উত্তমোত্তম পুস্তকালয় স্থাপন করিত, তবে বিদ্যার্থীরা তথায় বাস করিলে, জ্ঞান-তৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে পারিতেন।

পল্লীগ্রামে যে উৎকৃষ্টরূপ বিদ্যা শিক্ষার উপায় নাই ইহা প্রসিদ্ধই আছে। কলিকাতাস্থ বিদ্যালয় সমুদায়েও যেপ্রকার প্রণালীক্রমে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্পন্ন হয়, তাহাও উত্তম নহে; তাহাতেও বিস্তর দোষ আছে। ঐ সমুদয় বিদ্যালয়েও বালকদিগের সমুদায় মনোবৃত্তি যথানিয়মে চালিত, বর্দ্ধিত ও নিয়োজিত হয় না, এবং অনেকানেক সর্ব্ব-লোক-শিক্ষণীয় পরম-শুভ-দায়ক অত্যাবশ্যক বিজ্ঞানশাস্ত্রও উপদিষ্ট হয় না। যদি এতদ্দেশীয় কোন মার্জ্জিত-বুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তি তদ-

পেক্ষায় উৎকৃষ্ট রীতিক্রমে স্বীয় সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিতে অভিলাষ করেন, তবে যত দিন অন্যান্য লোকে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানাপন্ন হইয়া আপন আপন পুত্রদিগের পূর্ব্বোক্তপ্রকার শিক্ষা সাধনার্থ তদুপযোগী বিদ্যালয় সকল সংস্থাপন না করিবেন, তত দিন তিনি কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। বাস্তবিকও, এক্ষণে কোন কোন ব্যক্তিকে এতদ্দেশীয় বালকদিগের উৎকৃষ্ট-রূপ শিক্ষা লাভের অনুপায় চিন্তা করিয়া আক্ষেপ করিতে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। বহু লোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতিরেকে এতাদৃশ বিষয় কোন ক্রমেই সম্পন্ন হইতে পারে না।

এ দেশে যে সকল কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে ও অত্রত্য লোকদিগের অশেষ-প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়া অহরহ যেরূপ অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা এত-দ্দেশীয় ইংলণ্ডীয়ভাষাধ্যায়ী অনেকানেক ব্যক্তি সবি-শেষ অবগত আছেন। কৌলীন্য-মর্য্যাদা, অল্প বয়সে বিবাহ, বিধবাদিগের পুনঃ-সংস্কার-প্রতিষেধ ইত্যাদি কুপ্রথা দ্বারা যেপ্রকার পাপানল প্রজ্বলিত ও প্রভূত দুঃখ উৎপাদিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তথাপি লোকভয়ে ঐ সকল কুরীতির উচ্ছেদ-সাধনে সমর্থ হইতেছেন না।

কোন কোন দেশের লোকে সুরা অহিফেণ প্রভৃতি মাদক-সেবনে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে, আপনাদের বিশিষ্টরূপ অনিষ্ট উৎপাদন করিতেছে। কোন সদ্বুদ্ধি-

শালী স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি স্বদেশীয় লোকের এই বিষম বিগর্হিত কুব্যবহার রহিত করিবার মানস করিলে, কোন মতেই কৃতকার্য্য হইবেন না। বরং তাঁহার স্বীয় সন্তানদিগকেও এ বিষয়ে নিরস্ত রাখা সুকঠিন হইবে। তাহারা চতুর্দ্দিকে কুদৃষ্টান্ত দৃষ্টি করিয়া, হয় ত, অবিলম্বেই তাহার অনুবর্ত্তী হইবে। যত দিন তত্তদ্দেশীয় লোকের সেই দুষ্ট দেশাচারকে অধর্ম্ম-জনক ও দুঃখ-দায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম না হইবে, তত দিন তাহা রহিত হইবার সম্ভাবনা নাই।* অতএব, সর্ব্ব সাধারণ লোকে বিহিত বিধানে বিদ্যানুশীলন পূর্ব্বক ভৌতিক, শারীরিক ও ধর্ম্মবিষয়ক নিয়ম শিক্ষা না করিলে, কোন ক্রমেই কোন দেশের সমধিক কল্যাণ হইবার উপায় নাই।

কিন্তু এক্ষণে সর্ব্ব-দেশীয় লোকের যেপ্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে ও সর্ব্ব দেশেই যেরূপ রীতিবর্ত্ম প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে এই পরম-শুভ-দায়ক অভিপ্রায় সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য বোধ হইতেছে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে লোকে কেবল অর্থ উপার্জ্জন মাত্র শরীর-ধারণের প্রধান প্রয়োজন ও জীবনের সার কার্য্য বিবেচনা করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করে। জন-সমাজের

* এতদ্দেশীয় যুবক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সুরাপান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না, বরং গুণকারী বোধ করেন। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয় বিচার করা যাইবে।

অধিক লোক কেবল ধন-লালসাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তেই ব্যগ্র; মানব-জন্মের সার্থক্য-সাধক প্রধান প্রধান বৃত্তিদিগকে চালনা করা যে অত্যন্ত আবশ্যক, ইহা ভ্রমেও এক বার চিন্তা করে না। যাহারা স্বাবকাশ ও সদুপায় থাকিতে জ্ঞানচর্চ্চা ও ধর্ম্মানুশীলন না করে, তাহাদের অপরাধের আর পরিসীমা নাই। কিন্তু শ্রমোপজীবী সামান্য লোক প্রভৃতি যাহাদিগকে সমস্ত দিবসই শারীরিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিতে হয়, তাহাদের যথানিয়মে বিদ্যালোচনা করিবার সম্ভাবনা নাই। যাহাদিগকে সমস্ত দিবস কায়ক্লেশ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার্থে কিছুমাত্র অবসর থাকে না, এবং ১০। ১২ ঘন্টা শারীরিক পরিশ্রমের পরে বুদ্ধিবৃত্তি-চালনারও সামর্থ্য থাকে না। যে সকল ব্যবসায়ী লোকে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল বা রাত্রি ৯। ১০ ঘন্টা পর্য্যন্ত বিষয়-ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে, তাহাদের জ্ঞানানুশীলনের অবকাশই বা কোথায়? যোগ্যতাই বা কোথায়? ফলতঃ, প্রচলিত সাংসারিক নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া শারীরিক পরিশ্রমের হ্রাস না করিলে, অপর সাধারণ সকল লোকের যথোচিত বিদ্যা শিক্ষায় সমর্থ হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সমুদায় অভিপ্রায় পাঠ করিয়া কেহ যেন এরূপ বোধ না করেন, যে কিছুমাত্র শারীরিক পরিশ্রমের আবশ্যকতা নাই। প্রত্যুত, তাহা অত্যন্ত উপকারী ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। শরীর চালনা

করিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য লাভ, দেহের লঘুতা-বোধ, চিত্ত-স্ফূর্ত্তি ও অতিপবিত্র সুখানুভব হয়। বিশেষতঃ, কেবল শারীরিক সুস্থতা মাত্রের উদ্দেশে অঙ্গ চালনা করা অপেক্ষায় সাংসারিক প্রয়োজন সাধনার্থে পরিশ্রম করিলে, শরীরের অধিক সুস্থতা ও মনের অধিক সুখ উৎপন্ন হয়। অনতিদীর্ঘ কাল পরিমিত পরিশ্রম করা অতি উপকারক ও সকলের পক্ষেই বিধেয়। পরিশ্রম মাত্রকে অনিষ্টকর জ্ঞান করা মূর্খতার কর্ম্ম; কেবল তাহার আতিশয্যই অপকারক ও নিন্দনীয়। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নিয়মাতীত প্রগাঢ়রূপ পরিশ্রম করিলে, বীর্য্যক্ষয় ও ক্লেশানুভব হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি চালনায় অপারগ হইতে হয়।

পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে যে সকল প্রধান বিষয়ে অধিকারী করিয়াছেন, তৎসম্পাদনার্থে সচেষ্টিত থাকাই তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। তবে শরীর রক্ষা করিতে হইলেই অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান আবশ্যক; এপ্রযুক্ত তাঁহারা সেই সমুদয় বস্তু আহরণ ও প্রস্তুত করণের উপযোগী বুদ্ধি, বল ও শিল্প-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব, এই সকল নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যাদি ব্যবসায়ে নিযুক্ত হওয়া নিন্দনীয় নহে। কিন্তু নিকৃষ্ট বিষয় সাধনার্থে উৎকৃষ্ট বিষয়ে অবহেলা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়। সর্ব্বদেশীয় ধনীদিগেরই বাসনা এই যে, আপনারা ঐশ্বর্য্যভোগে মগ্ন থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন করেন, আর অন্য লোকে কেবল

তাঁহাদের ইন্দ্রিয়-সেবা-সাধনার্থে নিযুক্ত থাকিয়া কষ্ট-সৃষ্টে দিনপাত করে। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করা ঘোরতর অজ্ঞান ও সাতিশয় স্বার্থপরতার কার্য্য। যাহারা পরমেশ্বরের নিয়ম অনুসন্ধান করিয়াছেন ও তদর্থে মানব-প্রকৃতির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত মতে কোন মতেই সম্মত হইতে পারেন না। কোন দেশের কোন-শ্রেণীস্থ লোকে কেবল কায়িক ক্লেশ করিয়া আয়ুঃশেষ করিবার নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই। পরমেশ্বর ধনী মধ্যবর্ত্তী নির্দ্ধন সকল-শ্রেণীস্থ লোককেই বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং ঐ সমুদায়ই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি তাহাও সকলের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছেন। ধনহীন ইতর লোকদিগের ঐ সকল বৃত্তি যে বিফলে যাইবে, ইহা কখনই সর্ব্ব-লোক-পালক পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যদি তাহারা ভার-বাহ পশুদিগের ন্যায় কেবল গলদ্‌ঘর্ম্ম কলেবরে কায়িক ক্লেশ করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইত, তবে তিনি তাহাদিগকে ঐ সমুদায় মহীয়সী মনোবৃত্তি কদাচ প্রদান করিতেন না। অতএব, সর্ব্ব-সাধারণেরই স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া প্রতিদিন কিছু কিছু সময় জ্ঞান ও ধর্ম্মচর্চ্চায় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। সামান্য লোকদিগের এরূপ ব্যবহার করা যাহাতে সুগম ও সুসাধ্য হয়, ধনী ও জ্ঞানী দিগের তদর্থে চেষ্টা করা এবং রাজা ও রাজপুরুষদিগের তদনুকূল নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এক্ষণে কর্ম্মোপজীবী লোকদিগকে দিবসের অধিক ভাগ বিষয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয় বলিয়া এপ্রকার অবধারণ করা উচিত নহে, যে, চির কালই মনুষ্যদিগকে এইরূপ কুরীতি-পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবে। পরমেশ্বর সৃষ্টিকালেই এ আশঙ্কার সম্ভাবনা নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যাঁহাদিগের জ্ঞানানুশীলনে অনুরাগ ও উৎসাহ আছে, তাঁহারা এক্ষণেও তদর্থে উপায় ও অবকাশ করিয়া লয়েন। এক্ষণে যাহাদিগকে ক্লান্তিকর প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে অবকাশ পাওয়া দুষ্কর বটে; কিন্তু ইদানীং বিজ্ঞানশাস্ত্রের, বিশেষতঃ শিল্পবিদ্যার যেরূপ উন্নতি হইয়া উঠিতেছে, তাহা দেখিয়া বোধ হয়, উত্তর কালে মনুষ্য-জাতির কায়িক শ্রমের লাঘব হইয়া অল্প কালে সংসার-নির্ব্বাহের উপযোগী সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিবে। পরমেশ্বর মনুষ্যকে যদর্থে যে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তিনি তদর্থে তাহা নিয়োজন না করাতেই, অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। ইংলণ্ডাদি যে সমস্ত দেশে শিল্পবিদ্যার বিশিষ্টরূপ উন্নতি হইয়া নানাবিধ শিল্প-যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে, তথাকার ধনলোভী লোকেরা তদ্দ্বারা স্বাবকাশ লাভের চেষ্টা না করিয়া কেবল অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জনেরই পন্থা দেখেন। তাঁহাদের অতিপ্রবল অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভূত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর কি এই নিমিত্তে আমাদিগকে বাষ্পের অদ্ভুত প্রভাব প্রকাশ ও বাষ্পীয় যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন যে, আমরা তৎসহকারে পূর্ব্বাপেক্ষায় অধিক পরিমাণে ভোজ্য ও ব্যবহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত করণার্থেই যাবৎ কাল নিযুক্ত থাকিব? তিনি কি কেবল এই নিমিত্তে আমাদিগকে জড় পদার্থ বিশেষের অসাধারণ গুণ ও আশ্চর্য্য শক্তি নিরূপণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন যে, ভূরি ভূরি গৃহনির্ম্মাণ ও রাশি রাশি বস্ত্রবয়নাদি নিকৃষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনার্থেই সেই ক্ষমতা নিয়োজন করিব? এক্ষণে বাষ্পীয় পোত দ্বারা এক বৎসরের পথ এক মাসে ও বাষ্পীয় রথ সহকারে এক মাসের পথ এক দিবসে ভ্রমণ করিতে সমর্থ হওয়া যায় ইহা কাহারও অবিদিত নাই। জগদীশ্বর আমাদিগকে কি নিমিত্তে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সম্পাদন করিতে সক্ষম করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া এ প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয়, আমরা উপজীবিকা নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক মত পরিশ্রম করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালনার্থে যথেষ্ট অবকাশ প্রাপ্ত হইতে পারি এই অভিপ্রায়ে, পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর আমাদিগকে যন্ত্রনির্ম্মাণের ক্ষমতা দিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সমুদায়ও তাহার উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, যেরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করিলে, সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোক সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহার্থে অল্প ক্ষণ বিষয়-কার্য্য

করিয়া অবশিষ্ট কাল জ্ঞান ও ধর্ম্ম চর্চ্চায় ক্ষেপণ করিতে পারে ও তদ্দ্বারা সর্ব্বশ্রেণীস্থ লোকেই সমানরূপ সুখ সচ্ছন্দতা সম্ভোগে অধিকারী হইতে পারে, সেইরূপ সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করাই আবশ্যক। লোকে যদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক মানব-প্রকৃতির বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া ও বিশ্ব-কার্য্যের পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় নিরূপণ করিয়া, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে মর্ত্ত্য লোকের অবশ্যই অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এক পুরুষে বা দুই পুরুষেই যে এই মনোরম মনোরথ পূর্ণ হইবে, ইহা আমার অভিপ্রেত নহে। মনুষ্যের যেপ্রকার প্রকৃতি ও যাদৃশ অল্পে অল্পে তাঁহার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাতে এরূপ আশু উন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই সকল পরম শুভকর সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে কত শতাব্দী গত হইবে তাহার নিশ্চয় কি? কিন্তু যখন ঐ সমস্ত শুভদায়ক অভিপ্রায় আমাদের প্রকৃতি-মূলক, সুতরাং পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত অখণ্ড্য নিয়মের অনুগত, তখন কোন না কোন কালে যে ঐ সমুদায় সম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

যেমন জনসমাজস্থ সর্ব্ব সাধারণ লোকের মূর্খতা, সুপণ্ডিত সদাশয় ব্যক্তিদিগের শুভাভিপ্রায় সম্পন্ন হইবার প্রধান প্রতিবন্ধক, অর্থ ও বংশ-মর্য্যাদার অতি-মাত্র গৌরব ও তাঁহাদের সমুচিত সমাদর লাভ ও লোকের

শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের সেইরূপ প্রতিকূল। ধনমাত্র মান সম্ভ্রম উপার্জ্জনের উপায় বলিয়া নির্দ্ধারিত থাকাতে, তাহাই সংসারের সার বস্তু বিবেচনা করিয়া, লোকে অশেষ-রূপ ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক প্রাণপণে অর্থসঞ্চয়ে সচেষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পরিহার পূর্ব্বক ধন-তৃষ্ণাতুর সম্ভ্রান্ত বিষয়ী লোকদিগের চরিত্রকে আদর্শ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। বহু-মূল্য পরিচ্ছদ, উত্তম বেশ ভূষা, বাহ্য আড়ম্বর, উদ্বাহ-বিষয়ক কুলকর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপে বহুতর ব্যয় ইত্যাকার সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন করিতে পারিলেই, এ দেশে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও বিশিষ্ট সমাদর লাভ করা যায়। যাহার প্রচুর সম্পত্তি আছে, সে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইলেও, লোকে তাহাকে অসামান্য মনুষ্য জ্ঞান করে, এবং যে ধনবান্ ব্যক্তি উল্লিখিত প্রকারে আপন অর্থ ব্যয় করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহার যশোগান চতুর্দ্দিক্ হইতে শ্রুত হইতে থাকে। তিনি ধনসংগ্রহার্থে চৌর্য্য, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি নানাপ্রকার বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম করিলেও, কদাচ অপবাদিত ও অবমানিত হন না। নির্দ্ধন লোকে অত্যন্ত জ্ঞানসম্পন্ন ও পরম ধার্ম্মিক হইলেও, তাদৃশ ধনী ব্যক্তির অসামান্য মানের দশাংশের একাংশও প্রাপ্ত হয় না। তিনি বাহ্য আড়ম্বর দ্বারা মনের মালিন্য গোপন করিয়া রাখেন, এবং লোকেও অন্তরের পবিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিয়া বাহ্য শোভারই পূজা করে।

ধনাঢ্যদিগের চরিত্র অতিমাত্র দূষিত হইলেও, লোকে তাহাতে বিরাগ প্রকাশ করে না, বরং তদ্দৃষ্টে আপনারাও সেইরূপ চলিতে আরম্ভ করে। প্রায় সকল দেশেই ধন সম্পত্তির সমান আদর আছে বলিয়া এরূপ অবধারণ করা কদাপি উচিত নহে যে, বিশ্বাধিপতি ধনকে সর্ব্বোপরি পুজনীয় করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকের যখন যেরূপ সংস্কার থাকে, তখন তদনুযায়ী আচার ব্যবহার প্রচলিত হয়। অত্যন্ত অসভ্যাবস্থায় জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সমুদায় প্রবল থাকে, সুতরাং তখন নিষ্ঠুর-স্বভাব যুদ্ধ-ক্ষম বলিষ্ঠ ব্যক্তিরাই প্রধান পদ প্রাপ্ত হয়, এবং বোধ করি, তৎকাল-সুলভ সমধিক সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়। ভারতীয়-মহাসাগর-স্থিত দ্বীপ-বিশেষের লোকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মনুষ্য বধ করিয়া নিজ গৃহে যত নর-কপাল সংগ্রহ করিতে পারে, সে তদ্দেশীয় লোকের নিকট তত সমাদর প্রাপ্ত হয়। বোর্ণিও, সেলেবিজ, মলুক্ প্রভৃতি নানা-দ্বীপ-নিবাসী হোরফোর-নামক লোকদিগের মধ্যে এইপ্রকার প্রথা প্রচলিত আছে যে, নরহত্যা করিয়া তদীয় কপাল প্রদর্শন করিতে না পারিলে, বিবাহ হয় না। এক্ষণে যাঁহারা সভ্য জাতি বলিয়া বিখ্যাত আছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের ঐ সকল প্রধান বৃত্তি অদ্যাপি নিকৃষ্ট বৃত্তিদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তাঁহাদের অর্জ্জনস্পৃহাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি

অতিশয় বলবতী থাকাতে, ধনই সর্ব্বাপেক্ষায় স্পৃহণীয় ও আদরণীয় বলিয়া জ্ঞান আছে। ইংরেজদিগের যুদ্ধ-প্রবৃত্তি ও ন্যায়-বিরুদ্ধ ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান-রত্ন প্রধান রত্ন, এবং ধর্ম্ম রূপ পরম পদার্থ সকল অপেক্ষায় পূজনীয়। অতএব, যৎপরিমাণে মানববর্গের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় উন্নত হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে বশবর্ত্তিনী করিবে, তৎপরিমাণে ভূমণ্ডলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমাদর বৃদ্ধি হইয়া পরমেশ্বরের পরম শুভকর অভিপ্রায় সমুদায় সম্পন্ন হইতে থাকিবে।

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে অপরাপর সমুদায় মনোবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধান করিয়াছেন ও বাহ্য বস্তু সকলও তাহাদের সহিত সমঞ্জসীভূত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তির ঐ সমুদায় মনোবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা বলবতী, তাহাকেই সমধিক সমাদর করিয়া প্রধান পদ প্রদান করা কর্ত্তব্য, এবং লোকের জ্ঞান ও ধর্ম্মের তারতম্যানুসারে মান, মর্য্যাদা, ও পদোন্নতির তারতম্য হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইপ্রকার গুণাগুণ অনুসারে লোক-শ্রেণীর ইতর বিশেষ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, এবং এই প্রকারে উৎকর্ষাপকর্ষ বিবেচনা করিলেই, এ বিষয়ে তাঁহার নিয়মানুযায়ী কার্য্য করা হয়। ফলতঃ যখন সদ্গুণবিষয়ে মনুষ্য-জাতির স্বভাব-সিদ্ধ অনুরাগ আছে, তখন জনসমাজের এইরূপ ব্যবস্থাই সংস্থাপিত হওয়া

সম্ভব; কেবল লোকের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাবল্য এই পরম রমণীয় মনোরথ সুসিদ্ধ হইবার প্রতিকূল হইয়াছে।

ধন-মর্য্যাদার ন্যায় বংশ-মর্য্যাদাও ন্যায়-বিরুদ্ধ ও অনিষ্ট-কারক। যদি মান্য-কুলোদ্ভব কোন ব্যক্তি অত্যন্ত অসৎ পাত্র হয়, ব্রাহ্মণ-সন্তান যদি ঘোরতর মূর্খ ও অতিশয় অধার্ম্মিক হন, কুলীন-পুত্র যদি সর্ব্বপ্রকার দুষ্ক্রিয়াতে আসক্ত হন, এবং রাজকুমার যদি পিশাচবৎ অসদাচরণেই নিয়ত নিযুক্ত থাকেন, তথাপি লোক-সমাজে সম্পূর্ণরূপ মান্য ও আদরণীয় বলিয়া গণ্য হন। হীন-বর্ণ অকুলীন. ধনহীনদিগকে তাঁহাদিগের অবশ্যই পূজা করিতে হয়। যখন জগদীশ্বর আমাদিগকে লোকানুরাগপ্রিয়তা-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করা অন্যায় নহে, এবং যখন ভক্তি-বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তখন উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রকে সমাদর করা তাঁহার অনভিপ্রেত নহে, প্রত্যুত, সদসৎ বিবেচনা পূর্ব্বক যথার্থ যোগ্য পাত্রে ভক্তি নিয়োজন করা তাঁহার অভিপ্রেত, তাহার সন্দেহ নাই। মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত কুল-মর্য্যাদানুসারে অশেষ-দোষাকর গুণ-শূন্য ব্যক্তিরা যে শান্ত-স্বভাব গুণ-সম্পন্ন মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক নমস্কৃত ও পূজিত হয়, এবং তাঁহাদিগকে হেয় জ্ঞান করিয়া তাঁহা-দের উপর প্রভুত্ব ও কর্ত্তৃত্ব করে, ইহা কদাপি পরম-ন্যায়বান্ বিশ্ব-নিয়ন্তার অভীষ্ট নহে। পরমেশ্বর-

প্রদত্ত প্রধান প্রধান প্রকৃত গুণ সমুদায়ই ভক্তির ভাজন; লোক-কল্পিত বংশ-মর্য্যাদা কদাপি তাহার বিষয় নহে।

এইরূপ অবিহিত আচরণ পরমেশ্বরের নিয়মানুগত নহে; অতএব তদ্দ্বারা নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতেছে। লোকে বাল্যকালাবধি অকিঞ্চিৎকর কুল, মান, উপাধি এই সমুদায়েরই সমাদর করিতে শিক্ষা করে; যাহাতে যথার্থ কৌলীন্য ও যথার্থ শ্রেষ্ঠতা লব্ধ হয়, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র দৃষ্টি রাখে না। অনেকে কুলীন বা ধনাঢ্য লোকের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্তে তত্তদ্বংশোদ্ভব, বুদ্ধি-হীন, রিপু-প্রধান, নিকৃষ্ট পাত্রের সহিত আপনার বহু-গুণবতী উৎকৃষ্টা কন্যার বিবাহ দিয়া স্বকীয় দৌহিত্র বংশের অপকৃষ্টতা সম্পাদন করেন। অপকৃষ্ট পাত্রের ঔরসে সেই কন্যার যত সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহারা ধর্ম্ম ও বুদ্ধি শক্তি বিষয়ে অবশ্যই হীন হয়, তাহার সংশয় নাই। অকুলীন ধন-হীন লোকেরা যদি কোন ক্রমে কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে, তবে তাহা স্বীয় পরিবারের ও জনসমাজের উন্নতি সাধনার্থে ব্যয় না করিয়া কুলক্রিয়া করণার্থে সমর্পণ করে। তাহারা একটা কুল-সম্পর্ক করিতে পারিলে, অত্যন্ত অভিমানী ও যশোভিলাষী হইয়া তদ্বিষয়ে অধিকতর উৎসাহী হয়, এবং পুনঃপুনঃ কুল-কর্ম্ম করিয়া কুল-মর্য্যাদা রূপ অন্ধ-কূপে ভূরি ভূরি অর্থ নিক্ষেপ করিতে থাকে। এ দেশের ন্যায় ইয়ুরোপেও বংশ-মর্য্যাদার বিলক্ষণ আদর

আছে। তত্রত্য মান্য-বংশোদ্ভব ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আপনাদিগকে অপ্রাকৃত মনুষ্য জ্ঞান করিয়া চলেন, এবং অন্যান্য লোকে স্বকীয় কুলের উন্নতি-সাধনার্থে তাঁহাদের সহিত সম্পর্ক করিবার নিমিত্ত উক্তরূপ ব্যয় করিয়া থাকে। এতদ্দেশীয় বল্লালসেন-সংস্থাপিত কৌলীন্য-প্রথা দ্বারা যে সমস্ত মহানিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব ব্যক্তি-দিগের গুণাগুণ বিবেচনার প্রথা না থাকিলে, বংশ-মর্য্যাদা রূপ বিষময় বৃক্ষে যেরূপ ফল ফলিত হয়, এতদ্দেশীয় অজ্ঞানান্ধ কুলীন ও ধনীদিগের চরিত্র তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। যে দেশে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে, তত্রত্য তত্ত্বদর্শী সুবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগেরও তাহা অতিক্রম করিয়া চলা সহজ ব্যাপার নহে।

অদ্যই যে বংশ-পরম্পরাগত মান ও উপাধি সমুদায় এক কালে রহিত হইয়া যায়, ইহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যখন মনুষ্য-সাধারণে উচিতমত শিক্ষালাভ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা অবগত হইবে, এবং তৎসহকারে এই প্রস্তাবোক্ত অভিপ্রায় সমুদায় অতি যথার্থ বলিয়া বিশ্বাস করিবে, তখন আপনা হইতেই এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবে। কিন্তু এক্ষণে ইহা আমাদিগের বক্তব্য বটে যে, ধনবান্ সম্ভ্রান্ত লোকে জনসমাজে বিশিষ্টরূপ গণ্য ও মান্য হইয়াও যে তদুপযুক্ত গুণ-সমূহ ধারণ করেন না, ইহা তাঁহাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জায় বিষয়। উচ্চ পদের উপযুক্ত না হইয়া

তাহাতে অধিরূঢ় থাকিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। বাস্তবিকও, এতদ্দেশীয় বহু-দোষাকর বিদ্যা-শূন্য ধনী ও কুলীন-সন্তানেরা বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের উপহাস স্থল হইয়াছেন। বেশ, ভূষা, বাহ্য শোভা এ সমুদায় যথার্থ গুণের চিহ্ন নহে, বরং যাহারা এই সমস্ত বিষয় প্রদর্শন করিয়া লোকের অনুরাগ প্রার্থনা করে, ও যে সকল ব্যক্তি এই সমুদায় বিষয়কে বিশিষ্টরূপ আদরণীয় বোধ করে, ঐ উভয় পক্ষই অর্ব্বাচীন বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। যদিও এক্ষণকার বিদ্যাবান্ নামে প্রসিদ্ধ যুবকদিগের মধ্যে অনেকে অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা যানের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য বিষয়েই বিশিষ্টরূপ মনোযোগী হন, কিন্তু ভারতবর্ষীয় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের এরূপ ব্যবহার ছিল না। তাঁহারা এ সমুদায় বিষয়কে সামান্য বোধ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মকে অমূল্য ধন জ্ঞান করিতেন, এবং আপনাদের মধ্যে যাঁহারা ঐ দুই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকেই যথার্থ শ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

কিন্তু আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা-বৃত্তিকে যথানিয়মে নিয়োজন না করাতে, এই বিষম দোষাকর ব্যবহারের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া, ঐ দুই বৃত্তির উচ্ছেদ চেষ্টা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। ঐ উভয়ই মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি, অতএব উহারা কোন কালেই স্বকীয় প্রভাব প্রকাশ করিতে বিরত হইবে না। তবে বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রবলতার তারতম্যানুসারে উহা-

দের উপভোগ্য বিষয় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। কোন দেশের লোকে শরীরের চিত্র বিচিত্রতা, কোন স্থানের লোকে যুদ্ধ-সামর্থ্য, কোন জনপদের লোকে বা লোকাচার-সিদ্ধ দলাধ্যক্ষতা বিষয়ে আপনার প্রাধান্য প্রদর্শন করিতে পারিলেই, জন-সমাজে সমাদর লাভ করে। তাহাদের আত্মাদর ও লোকানুরাগপ্রিয়তা বৃত্তি এই সমস্ত নিকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই, পরিতৃপ্ত হয়। যৎপরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত হয় তৎপরিমাণে ঐ উভয় বৃত্তি উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট বিষয় লাভার্থে সচেষ্ট হয়। কালে কালে লোকে ঐ দুই প্রবল প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধনার্থে যে সকল অসাধ্য-সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছে ও প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া অশেষ ক্লেশ স্বীকার পুরঃসর যে সমুদায় সঙ্কট-জনক দুরূহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ঐ দুই মনোবৃত্তিকে বিহিত-বিধানানুসারে উচিত বিষয়ে নিয়োজন করিতে পারিলে, মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিষয়ে বিস্তর উপকার দর্শে। যদি এই-প্রকার নিয়ম থাকে যে, লোকে কেবল স্বকীয় গুণানুসারে মান ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবে, এবং ধনাঢ্য, কুলীন বা ব্রাহ্মণ-সন্তানেরাও গুণবান্ না হইলে, কোন ক্রমেই পৈতৃক মর্য্যাদার অধিকারী হইবে না, তবে ঐ সকল মান্য-কুলোদ্ভব ব্যক্তিকে স্বকীয় সম্ভ্রম রক্ষণার্থে জ্ঞান ও ধর্ম্মানুশীলন বিষয়ে একান্ত মনে যত্ন পাইতে হয়, এবং

অপর লোকদিগেরও আপন আপন গুণানুরূপ মান ও যশঃ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় আপনাদিগের বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উন্নতি চেষ্টায় অনুরাগ ও উৎসাহ জন্মে। প্রত্যুত, বংশ-পরম্পরাগত মান, মর্য্যাদা ও উপাধি প্রাপ্তির প্রথা প্রচলিত থাকাতে, মান্য লোকের মান ও সম্ভ্রম লাভ স্বকীয় গুণের উপর নির্ভর করে না, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগ থাকে না। কাল্পনিক কুলীনেরা, অর্থাৎ কুল-মর্য্যাদা-বিশিষ্ট বিদ্যা-রহিত অধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিরা, অপর সাধারণের বিদ্যা-শিক্ষা ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ ও উৎসাহ প্রদান করেন না, বরং তদ্বিষয়ে প্রতিকূলতাই প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক কুলীন, অর্থাৎ যাঁহারা প্রখর বুদ্ধিবৃত্তি ও উৎকৃষ্ট ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বিহিত বিধানে চালিত, মার্জ্জিত ও উন্নত করেন তাঁহারা সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি এবং সুখ ও সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি বিষয়ে অকপট অনুরাগ ও অবিচলিত উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অতএব, যদি ভূমণ্ডলে অশেষ-দোষাকর কাল্পনিক কুলীনতা রহিত হইয়া কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রাকৃতিক কৌলীন্যই স্থাপিত হয়, তবে তৎপদাভিষিক্ত বহু-গুণাকর মহাত্মারা স্বেচ্ছা ও স্বার্থ উভয় কারণেই আপামর সাধারণ সকল লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও মহোন্নতি সম্পাদনে উদ্যত হইবেন; কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন,

স্বদেশস্থ লোক সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে, তাঁহাদের সুখ, সম্মান ও অভীষ্ট সাধন সম্যক্ রূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। অতএব, স্বকীয় গুণানুরূপ মান, মর্য্যাদা ও পদ লাভের প্রথা প্রচলিত হইলে, পৃথিবী উত্তরোত্তর জ্ঞান-জ্যোতিতে প্রদীপ্ত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হইয়া পরম রমণীয় অনির্ব্বচনীয় রূপ ধারণ করিতে থাকিবে তাহার সন্দেহ নাই।

লোকে স্বদেশ-সংক্রান্ত সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, যেরূপ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার বিবরণ করা গেল। এক্ষণে, কোন দেশের লোক সমবেত হইয়া দেশান্তরীয় লোকের উপর অত্যাচার করিলে, তাহার যেরূপ প্রতিফল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

যে সকল মনোবৃত্তি মনুষ্য ও ইতর জন্তু উভয়েরই আছে, কেবল স্বার্থ-সাধন যে, তাহার প্রয়োজন, এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে তাহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। যেরূপ বিভিন্নজাতীয় ইতর জন্তু সেই সমুদায় স্বার্থ-সাধিকা বৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া পরস্পর প্রহার ও সংহার করে, সেইরূপ, বিভিন্নজাতীয় মনুষ্যেরাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে, পরস্পর পশুবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়, বরং তদ্বিষয়ে আপনাদিগের তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করাতে, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া

থাকে। এ কাল পর্য্যন্ত কোন দেশের লোক দেশান্তরীয় লোকের প্রতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুগত আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় নাই। আবহমান কাল বল-বীর্য্য-বিশিষ্ট দুর্দ্ধর্ষ লোকে বীর্য্যহীন ক্ষীণ লোকের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত ও উৎসন্ন করিয়া আসিতেছে। কোন কোন জাতি প্রবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মনুষ্যদিগের অত্যাচারে এক বারে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। সমুদায় অশুভ-ঘটনা হইতেই কিছু কিছু সদুপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব, ঐ দুর্নীত দুঃশীল লোকদিগের দুর্ব্ব্যবহার ও নিস্তেজ বলহীন লোকদিগের দুরবস্থা দর্শনে এই নীতি শিক্ষা করা উচিত যে, কোন জাতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ও শারীরিক শক্তির নিতান্ত হ্রাস হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। হিংস্রস্বভাব পশু ও মনুষ্যদিগের অত্যাচার নিরাকরণার্থে ঐ সমুদায় অত্যন্ত আবশ্যক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য নিবারণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উচ্ছেদ চেষ্টা করা উচিত নহে।

পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বর যে মনুষ্যদিগকে ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি রূপ রমণীয় ভূষণে ভূষিত করিয়া প্রধানত্ব-পদ প্রদান করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু তিনি জন-সাধারণের স্বজাতীয় সুখ সচ্ছন্দতা সমুন্নতি বিষয়ে ঐ সকল প্রধান প্রবৃত্তির সহিত বাহ্য বস্তু সমুদায়ের সামঞ্জস্য রাখিয়াছেন কি না? যাহাদের প্রভূত বল, প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও দুর্দ্দান্ত

নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি থাকে, তাহারা দুর্ব্বলদিগের উপর অত্যাচার করিতে পারে বটে, কিন্তু এইরূপ অধর্ম্মাচরণ সুখ-সৌভাগ্য-সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায় কি না? এই দুই প্রস্তাব বিশিষ্ট রূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বরের নিয়মানুসারে, পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা এই উভয়ই ধনাগম ও ধন-সঞ্চয়ের উৎকৃষ্ট উপায়। মাতৃবৎ প্রতিপালিকা পৃথিবী অপর্য্যাপ্ত ঐশ্বর্য্য দানে প্রস্তুত আছেন; আমরা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে হস্ত প্রসারণ করিলেই, যথেষ্ট অর্থ লাভ করিতে পারি। দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ এবং দস্যু তুল্য বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা কিছু কাল দুর্ব্বলের ধন হরণ পূর্ব্বক ভোগ করিতে পারে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা অর্থের আকর ক্রমে ক্রমে শূন্য হইয়া আইসে। অন্যের অত্যাচারে সঞ্চিত ধন ক্রমাগত নষ্ট হইতে থাকিলে, লোকে ধন-সঞ্চয় করণে তাদৃশ যত্নবান্ না হইয়া, ধনাপহারী অত্যাচারী-দিগকে প্রতিফল-প্রদানার্থেই সর্ব্বতোভাবে সচেষ্টিত হয়।

যদি পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তু আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনের উপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং বিশ্ব-রাজ্য-পরি-পালনার্থে ঐ সকল শুভ বৃত্তির প্রাধান্য-সম্পাদনের অনুকূল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তবে কোন দেশের লোক দেশান্তরীয় লোকের সর্ব্ব-নাশ সঙ্কল্প পূর্ব্বক তাহাদের উপর অত্যাচার ও বল প্রকাশ করিয়া অর্থ ও প্রভুত্ব লাভের চেষ্টা করিলে, স্থায়িতর সৌভাগ্য

সঞ্চয় করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না। যদি কোন দেশের রাজা ও রাজপুরুষেরা লোভাসক্ত হইয়া অন্য দেশ আক্রমণ পূর্ব্বক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহা-দিগকে যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে সঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে হয়, এবং অধিকতর অর্থ আহরণার্থে অশেষ-প্রকার অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। যদি তাঁহাদের শত্রুপক্ষ প্রবল ও জয়ী হয়, তবে তাঁহাদিগের যুদ্ধে যত ক্লেশ ও যত ব্যয় হইয়াছিল, সমুদায়ই নিরর্থক যায়, এবং পরেও বহু কাল পর্য্যন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। যদি তাঁহারা জয়ী হইয়া পরাজিত জাতিকে নিষ্পীড়ন করেন, তবে পশ্চাৎ দেখিতে পান, ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেওয়াতে, পরিণামে সুখ, সচ্ছন্দতা ও শান্তি-রসেও জলাঞ্জলি দিতে হই-য়াছে। বিশেষতঃ, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগের যেরূপ অস-ম্ভাবিত প্রবলতা হইলে, পর-দেশ আক্রমণ ও পর-দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্তি হয়, সেরূপ প্রবলতা হইলে, স্বদেশের রাজনীতি ও স্বদে-শীয় রাজপুরুষদিগের চরিত্র উভয়ই অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হইয়া প্রজাগণের অশেষমত ক্লেশ উৎপাদন করে।

সর্ব্ব-দেশীয় পুরাবৃত্তেরই মধ্যে এ বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এ কাল পর্য্যন্ত সকল-জাতীয় লোকেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অতএব, এ বিষয়ের দুই এক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া এ প্রস্তাব সমাপ্ত করা যাইতেছে।

১।—রোমকদিগের চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাহারা পরিশ্রমে অবহেলা করিয়া পর-দেশ আক্রমণ ও পর-দ্রব্য লুণ্ঠন এই উভয়ই জীবিকা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া চলিত। তত্রস্থ সম্ভ্রমশালী ধনাঢ্য ব্যক্তিরা প্রায়ই ভোগাসক্ত ও কুকর্ম্মান্বিত ছিলেন। তাঁহারা যেমন দুঃশীলতা প্রকাশ পূর্ব্বক লোকের উপর অশেষ-প্রকার উপদ্রব করিতেন, সেইরূপ, কখন কখন দুর্দ্দান্ত ইতর লোকদিগের, কখনও বা অত্যাচারী দুরন্ত রাজা-দিগের, হস্তে পতিত হইয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ করিতেন। রোমকদিগের সাম্রাজ্য শাসন কালে সামান্য লোকে মূর্খ, দরিদ্র, কলহ-প্রিয় ও আলস্য-পরবশ ছিল। তাহারা অন্যের ধন হরণ করিয়া উদর পরিপূরণ করিত, এবং স্বার্থানুরোধে আপন দেশ ও আপনাদিগকেও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হইত। তবে যে কখন কখন রোমকদিগের দেশে ধর্ম্ম ও শান্তিসুখের সঞ্চার হইত, তাহার কারণ, তৎকালে ধর্ম্মশীল বুদ্ধি-মান ব্যক্তিরা রোম-রাজ্য-রূপ বৃহৎ তরণীর কর্ণধার হইতেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাশয় স্বদেশ-হিতৈষিতা, ন্যায়পরতা ও অসামান্য বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশ করিয়া স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু রোমকেরা সচরাচর ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অমৃতময় উপদেশ অবহেলন করিয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলিত তাহার সন্দেহ নাই।

তাহারা ধর্ম্মানুগত সদাচরণ ও ন্যায়ানুগত পরিশ্রম

পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল পর-দ্রব্যাপহরণের উপর নির্ভর করিয়া থাকাতে, ক্রমশঃ দুর্ব্বল, নির্বীর্য্য, নিরুৎসাহ, অবশ-চিত্ত, এবং ঐক্যাবলম্বন বিষয়ে অসমর্থ হইয়া আসিল, এবং তাহাদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অসহ্য অত্যাচার অসহমান হইয়া, চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত জাতি তাহাদিগের বিদ্বেষী ও বিপক্ষ হইয়া উঠিল। অবশেষ, যখন তাহাদের পাপের ভরা পূর্ণ হইল, তখন উদীচ্য অসভ্য লোক সকল সংহার-মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, তাহাদের সাম্রাজ্য বিনাশ করিল, এবং তাহাদের অসাধারণ কীর্ত্তি লুপ্ত করিল।

২।—আমাদিগের দেশাধিপতি ইংলণ্ডীয় লোকেরাও এ বিষয়ের বিলক্ষণ দৃষ্টান্ত-স্থল। তাঁহারা বহুকালাবধি কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়ের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। দুর্জ্জয় অর্জ্জনস্পৃহা, অতিপ্রবল আত্মাদর, এবং ভয়ঙ্কর জিঘাংসা বৃত্তি তাঁহাদের সকল কর্ম্মের প্রবর্ত্তক স্বরূপ হইয়াছে। তাঁহারা এই সমুদয় অনর্থকরী প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী বিধান ও ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। তদনুসারেই তাঁহারা পর-দেশ অধিকার করেন, বাণিজ্য-বিষয়ক স্বতন্ত্রতার ব্যাঘাত করেন, শিল্প ও ব্যবসায় বিষয়ে অনিষ্টকর নিয়ম সকল সংস্থাপন করেন, এবং অন্যান্য ভূরি ভূরি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত করেন। যদি জগদীশ্বর এই বিশ্ব-রাজ্যে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রাধান্য রাখিয়া বাহ্য বস্তু সমুদায়ের তদনুযায়িনী

শৃঙ্খলা করিতেন, তবে এত দিনে ইংলণ্ডদেশ স্বর্গোপম সুখ-ধাম হইত। কিন্তু পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে, তাঁহাদের কর্ম্ম-বৃক্ষে বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে, এবং উত্তরোত্তর আরও হইবার সম্ভাবনা আছে।

প্রথমতঃ। আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত ইংলণ্ড-নিবাসীদিগের দুর্ব্ব্যবহার এ বিষয়ের এক প্রধান উদাহরণ। সহস্র সহস্র ব্রিটেনীয় লোক ধর্ম্ম-বিষয়ক অত্যাচারে উত্তেজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমেরিকার উত্তর খণ্ডে গিয়া বসতি করে। এক শত বৎসর গত না হইতেই, তাহাদের সংখ্যা ও সামর্থ্যের এরূপ বৃদ্ধি হইল, যে, তৎকালে তাহাদের দেশ একটি রাজ্য রূপে পরিগণিত হইতে পারিত, এবং যদি ইংলণ্ডীয় রাজা ও রাজপুরুষেরা তাহাদের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন, তবে তদ্দ্বারা বিস্তর আনুকূল্য হইত। বস্তুতঃ, তৎকালে আমেরিকা ইঙ্গরেজদিগের শস্যাগার-স্বরূপ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে প্রযত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে সম্প্রীতি-সেতু ভঞ্জন করিয়া বিবাদ-প্রবাহ প্রবল করিলেন। তাঁহারা আমেরিকা-নিবাসীদিগের সহিত নানাপ্রকার কুব্যবহার আরম্ভ করাতে, উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল।

সেই ঘোরতর সংগ্রামে কোন্ দেশের লোক পরমেশ্বরের কিরূপ নিয়ম লঙ্ঘন বা পালন করিয়া কিরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইঙ্গরেজেরা উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা বৃত্তির উপদেশ অবহেলন পূর্ব্বক অর্জ্জনস্পৃহা ও আত্মাদর বৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘন পূর্ব্বক রাজ্য এবং ঐশ্বর্য্য লাভার্থে, আর আমেরিকা-বাসীরা প্রধান প্রবৃত্তির উপদেশানুসারে স্বকীয় স্বাধীনত্ব সংস্থাপনের নিমিত্তে, এই বিষম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এমত স্থলে ইঙ্গরেজদিগের জয় পরাজয় উভয়েতেই হানি-সম্ভাবনা, বরং জয় হইলে, অধিক অনিষ্ট হইত। ব্রিটেন-বাসীরা আমেরিকা-বাসীদিগকে পরাজয় করিতে পারিলে, তাহাদিগকে পদে পদে অপমান করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। ইহা হইলে, আমেরিকা-বাসীদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া ইঙ্গরেজদিগের অনিষ্টা-চরণে পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্ত হইত। এরূপ দুঃশাসনীয় রাজ্য-শাসন ও প্রজা-দ্রোহ নিবারণার্থে বহু-সংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা করিতে হইত, এবং তাহাতে ঐ রাজ্যের সমুদায় উপস্বত্ব অপেক্ষায়ও অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া যাইত। তদ্ব্যতীত, এরূপ আচরণ দ্বারা ইংরেজ-দিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তরোত্তর প্রবলই হইতে থাকিত, এবং তাহাতে স্বদেশে যুক্তি-বহির্ভূত রাজ-নীতি প্রচলিত হইয়া আপনাদিগেরও অশেষ ক্লেশ উৎপাদন করিত। কিন্তু তাঁহাদের পরাজয় হওয়াতে, অপেক্ষাকৃত উপকার দর্শিয়াছে। আমেরিকাবাসীরা বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি প্রাপ্ত হইয়া মিত্র

স্বরূপে ইংরেজদিগের অশেষপ্রকার উপকার করি-তেছে। তাঁহারা তাহাদিগকে নিগ্রহ করিয়া যত অর্থ অপহরণ করিতে পারিতেন, এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য দ্বারা তাহার দশ গুণ ধন লাভ করিতেছেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া উল্লিখিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগকে অবশ্যই তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঐ যুদ্ধে ভূরি ভূরি লোক-ক্ষয় ও রাশি রাশি ধন-ব্যয় হইয়া তাঁহাদিগের অশেষ অনিষ্ট উপ-স্থিত করিয়াছে। তদবধি ইংলণ্ডীয়দিগের ইতিহাস তাঁহাদিগের অধর্ম্ম ও যন্ত্রণা বর্ণনায় মলিন ও কলঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় রাজ্য যে অতিপ্রভূত দুষ্পরি-শোধনীয় ঋণজালে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাঁহাদিগের ন্যায় বিরুদ্ধ যুদ্ধ-প্রবৃত্তিই তাহার এক মাত্র কারণ। ইংলণ্ডভূমি ১৬৮৮ অবধি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ১২৭বৎ-সরের মধ্যে ৬৫ বৎসর অতি প্রবল যুদ্ধানলে দগ্ধ হয়, এবং তাহাতে ২০২৩০০০০০০০ দুই সহস্র ত্রয়োবিংশতি কোটি টাকা ক্রমে ক্রমে ব্যয় হইয়া যায়। তন্মধ্যে তত্রত্য প্রজাদিগকে কর স্বরূপে ১১৮৯০০০০০০০০ একাদশ শত ঊননবতি কোটি প্রদান করিতে হইয়াছিল, এবং রাজপুরুষেরা ৮৩৪০০০০০০০০ অষ্ট শত চতুস্ত্রিংশৎ কোটি ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইংরেজদিগকে সেই দুর্ব্বহ ঋণ-ভার বহন করিতে হইতেছে, এবং তন্নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে প্রায় ত্রিশ কোটি

টাকা কর স্বরূপ প্রদান করিতে হইতেছে। তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে মহানর্থকর বিষম পাতকের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তদীয় সন্তান সন্ততিদিগকে অদ্যাপি তাহার সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইতেছে। তাঁহাদের যুদ্ধ-নির্ব্বাহ নিমিত্ত যত অর্থ নষ্ট হইতেছে, তাহার বিংশতি ভাগের এক ভাগ যদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুসারে শিক্ষা-দান, পথ-নির্ম্মাণ, খাত-খনন, দান-শালা-সংস্থাপন ইত্যাদি হিতকর কার্য্যে ব্যয় হইত, তবে এত দিনে ব্রিটেন-ভূমি অনুপম সুখের আস্পদ হইয়া রমণীয় রূপ ধারণ করিত।

আপনাদিগের লোক ক্ষয়, অর্থ-ব্যয়, ঋণ-পাত, ধর্ম্মোন্নতি-নিবারণ, সুখ ও সভ্যতা সম্পাদনের প্রতিবন্ধকতা, স্বজাতীয় প্রজাদিগের দরিদ্রতা-বর্দ্ধন ইত্যাকার বিবিধপ্রকার বিষময় ফল ইংরেজজাতির অধর্ম্ম-রূপ বিষ-বৃক্ষে ফলিত হইয়াছে।

ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকা-নিবাসীদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্ত্তী হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন। বিরলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে, বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। আমাদের ভারতবর্ষে যাঁহাদের কিছুমাত্র স্বত্ব নাই, ও অত্রত্য লোকদিগের সহিত যাঁহাদের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিবদ্ধ নাই, তাঁহারা প্রথমে অতি নম্র ভাবে এখানে আগমন পূর্ব্বক, ক্রমে ক্রমে এক সীমা অবধি সীমান্তর

পর্য্যন্ত সমুদায় ভারতবর্ষ ছলে বলে কৌশলে হস্তগত করিয়া, স্বেচ্ছানুসারে একাধিপত্য করিতেছেন। প্রথমে কতিপয় ইংলণ্ডীয় বণিক্ অতি মৃদু ভাবে আগমন করিয়া সমুদ্র-তটে অবস্থিতি করিলেন, এবং তদ্দ্বারা এমন মহারাজ্যের সূত্র-পাত করিলেন, যে তাহা ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষীয় সকল রাজ্যই গ্রাস করিয়াছে, বৃহৎ বৃহৎ রাজভাণ্ডার লোপ করিয়াছে, এবং এখানকার সকল লোকের স্বাধীনত্ব স্রোত রোধ করিয়াছে।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, তাহার প্রতিফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, ইংরেজেরা যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ভারত-ভূমি অধিকার করিয়াছেন, সেই সমুদায়েরই অধীন হইয়া স্বদেশেরও অনেকপ্রকার অনিষ্টরাশি উৎপাদন করিয়া আসিতেছেন। তথাকার রাজ-নিয়ম ও রাজপুরুষদিগের ব্যবহার অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হইয়া লোকের বিস্তর ক্লেশ উৎপন্ন করিয়াছে। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, যে পরাধীন লোকের অধর্ম্ম না থাকিলে, স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনাদিগের শারীরিক ক্ষীণতা এবং বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির হীনতাই তাহাদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, এক জাতির উপরে অন্য জাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবে যে, অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনাদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বল ও বীর্য্য

প্রকাশ করিতে সযত্ন হইবে। কিন্তু ভয় হয় কি জানি যদি ভারতবর্ষীয় লোকে পরমেশ্বরের অখণ্ড্য নিয়মের অত্যন্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এ পৃথিবী অধিকার বা তাহাতে বাস করিবার অযোগ্যই হইয়া থাকে। মনুষ্যের শারীরিক শক্তি প্রকাশ এবং শক্তি-বিশিষ্ট উৎসাহী লোকের প্রভুত্ব লাভই ঐশ্বরিক নিয়মের প্রথম উদ্দেশ্য বোধ হয়। কিন্তু মনুষ্য ধর্ম্মশীল জীব; ধর্ম্মের আয়ত্ত করিয়া স্বীয় শক্তি নিয়োজন না করিলে, অবশ্যই ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। অধার্ম্মিক লোকে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম এই যে, তাহারা সুখ সচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

যে মহাত্মার গ্রন্থানুসারে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তিনি এইপ্রকার অনুমান করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আমি ভরসা করি, আর এক শত বৎসর অতীত না হইতেই, পরমেশ্বরের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-প্রণালীর জ্ঞান লাভ বিষয়ে ব্রিটেনীয় লোক সাধারণের এপ্রকার উন্নতি হইবে, এবং সেই সমস্ত নিয়মের যাথার্থ্য বিষয়ে তাহাদের এপ্রকার দৃঢ়তর প্রত্যয় জন্মিবে যে, রাজপুরুষেরা আপনাদিগের ভারতরাজ্যাধিকার হিন্দু ও ইংরেজ উভয় জাতিরই অনিষ্ট-জনক বোধ করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন, অথবা ধর্ম্মানুগত হইয়া কেবল হিন্দুদিগের উপকার উদ্দেশে উক্ত রাজ্য পালন করিবেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ইতি পূর্ব্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের অধিকারে

যেপ্রকার সুখ সৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকার কালে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করিতে পারা যায় না; পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাহাদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদলাভে বঞ্চিত রাখি। যথার্থ ধর্ম্মানুসারে ভারতবর্ষ শাসন করিতে হইলে, তত্রত্য লোকদিগকে পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা দিতে হয়, এবং তাহারা যে রূপে বিনীত হইলে, তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তৎপ্রতিপালনে অনুরক্ত হয়, তাহাদিগকে সেই রূপে বিনীত করিতে হয়; রাজ্যের বিচারকার্য্যে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হয়; তাহাদিগকে ও ইংরেজদিগকে সমান পদ ও সমান ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়; এবং যাহাতে তাহারা বুদ্ধিমান্, স্বাধীন ও ধর্ম্মশীল হয় তাহার উপায় করিয়া দিতে হয়। যদি কখনও আমরা তাহাদিগকে এইপ্রকার সৌভাগ্যশালী করি, এবং তাহাদের প্রতি কেবল ন্যায়ানুগত সদয় ব্যবহার করিয়া তৃপ্ত থাকি, তাহা হইলে, তাহারা আমাদিগকে প্রীতি ও সমাদর করিবে, এবং তখন আর তথায় আমাদের সৈন্য সংস্থাপনের আবশ্যকতা থাকিবে না, অথচ আমরা বাণিজ্য-সম্পাদিত সমুদায়

উপকার প্রাপ্ত হইতে পারিব। যদবধি ব্রিটেনীয় রাজপুরুষেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মে অবিশ্বাস করিয়া ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-প্রণালী রক্ষা করিবেন, তদবধি স্বদেশের রাজ-নিয়মও কখন নির্দ্দোষ হইবে না। যদবধি ঐ সমুদায় নিয়ম অধর্ম্ম-দোষে দূষিত থাকিবে, তদবধি ব্রিটেন-ভূমির প্রচলিত ধর্ম্ম কেবল বালুকাময় রজ্জু স্বরূপ হইবে, সুতরাং তদ্দ্বারা প্রজাদিগকে ধর্ম্ম-বন্ধনে বদ্ধ রাখিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল হইবে। উক্ত ভূমির ধনসম্পত্তি কেবল আপনার পাশ স্বরূপ হইবে, এবং তাহার সামর্থ্যরূপ দারু-গর্ত্তে এমন বিষম ঘুণ গুপ্ত থাকিবে যে, সে সকল বল ক্ষয় করিয়া ব্রিটেনীয় রাজ্যকে অধর্ম্ম-পালিত বিনষ্ট রাজ্য সমুদায়ের মধ্যে গণ্য করিবে"।

এক্ষণে, যাহাতে মহাত্মা কুম্বসাহেবের এই শেষোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন না হয়, তাহার চেষ্টা করা ইংরেজদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার পূর্ব্বক রাজ্য-শাসন বিষয়ে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের শুভকর নিয়ম পরিপালন ব্যতিরেকে ইহার আর উপায়ান্তর নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের বিবরণ।

প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যেরূপ অনিষ্ট ঘটনা হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, পরমেশ্বর কিপ্রকার নিয়মে কিরূপ দণ্ড বিধান করেন, তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

দণ্ড শব্দ শুনিবা মাত্র মনুষ্য-দত্ত দণ্ড মনে হয়, কিন্তু মনুষ্য-কৃত দণ্ডে ও পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ডে অনেক বিশেষ আছে। এক্ষণে, অনেক দেশে যেরূপ দণ্ড-বিধানের প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার সহিত দণ্ডিত ব্যক্তির কুকর্ম্মের কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। যে রাজা যেরূপ দণ্ড বিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই পারেন, এই হেতু, পূর্ব্বাবধি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন-প্রকার রাজ-দণ্ড ব্যবস্থিত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড সেরূপ নহে। ভৌতিক, শারীরিক, বা মানসিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে স্বভাব-সিদ্ধ অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহাই প্রাকৃতিক দণ্ড। সৃষ্টিকর্ত্তা সৃষ্টি-কালেই তাহা নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহার আর প্রকারান্তর হইবার সম্ভাবনা নাই।

নিয়ম থাকিলে, সুতরাং এক জন নিয়ন্তা ও তাঁহার কতকগুলি প্রজা থাকে। নিয়ন্তার সংস্থাপিত নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা প্রজাদিগের কর্ত্তব্য। নিয়ন্তার স্বভাব দুইপ্রকার হইতে পারে; হয়, তিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া প্রজার উপর উপদ্রব করেন, নয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা প্রয়োজিত হইয়া স্বকীয় রাজ্য পালন করেন। যিনি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া চলেন, কেবল স্বার্থ-সাধনই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তিনি প্রজাদিগের কল্যাণ-চিন্তায় তাদৃশ মনোযোগী হন না, সুতরাং তাহাদিগের মঙ্গল মাত্র উদ্দেশ করিয়া কোন নিয়ম প্রচার করেন না। অহি-ফেণাদি মাদক দ্রব্য বিষয়ক একচেটিয়া বাণিজ্যে ইংরেজদিগের যথেষ্ট লাভ আছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে প্রজার অপকার ভিন্ন কিছু মাত্র উপকার নাই। তাঁহাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল না থাকিলে, এরূপ ন্যায়-বিরুদ্ধ নিয়ম সংস্থাপিত করিতে ও অদ্যাপি প্রচলিত রাখিতে কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইত না। সুইজর্লণ্ড দেশের অন্তঃপাতী উরি প্রদেশের এক শাসনকর্ত্তা একটা স্তম্ভের উপর আপনার টুপি নিবদ্ধ করিয়া প্রজাদিগকে কহিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে যেরূপ সমাদর কর, এই টুপিকেও সেইরূপ করিও।" এই অন্যায় অনুমতি তাঁহার দুর্জ্জয় আত্মাদরের কার্য্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত নহে। প্রজাদিগের অধীনত্ব ও দাসত্ব দেখিয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করা ইহার এক

মাত্র প্রয়োজন। ইহাতে প্রজাদিগের কিছুমাত্র কল্যাণ নাই, কেবল লাঘব ও অপমান। প্রত্যুত, যিনি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া চলেন প্রজার হিতচেষ্টা করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে। তদনুসারে, তিনি শুভদায়ক নিয়ম সমুদায় সংস্থাপন করিয়া, তাহাদিগের সুখ সচ্ছন্দতা সাধনে যত্নবান্ হন, এবং তাহাদিগের উপকার করিতে পারিলেই, পরমাপ্যায়িত হইয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করেন। যদি কোন রাজা এইরূপ নিয়ম প্রচার করেন যে, আমার রাজ্যে কেহ চুরি করিতে পারিবে না, যদি কেহ করে, তবে যদবধি তাহার কুপ্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া চরিত্র-শোধন না হয়, তদবধি তাহাকে কারারুদ্ধ থাকিয়া উত্তম শিক্ষকের সমীপে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে, সেই রাজার ন্যায়-পরতা ও উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি যে বিলক্ষণ প্রবল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় যে তাহাদের বশীভূত, ইহাতে আর সংশয় থাকে না। রাজার স্বার্থলাভ এ নিয়ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্য নহে, কেবল প্রজাদিগের সুখবৃদ্ধি ও অন্যায়াচরণ নিবারণ মাত্র ইহার প্রয়োজন। যদিও দোষী ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া রাখাতে ক্লেশ দেওয়া হয় বটে, কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র নিষ্ঠুরতা প্রকাশ হয় না; কারণ যদি তাহার এইরূপ দণ্ড বিধান না করা যায়, এবং অন্য লোকে তাহার দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া চৌর্য্য-ব্রত অবলম্বন করে, তবে ক্রমে ক্রমে হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া মনুষ্য-কুল নির্মূল হইয়া যায়।

জগদীশ্বর এই শেষোক্ত তাৎপর্য্যানুসারে সমুদায় নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টিমধ্যে এপ্রকার কোন কার্য্য বা কোন কৌশল দৃষ্ট হয় না, যে তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির চরিতার্থতা-সাধনার্থ সঙ্কল্পিত হইয়াছে। তিনি যে উল্লিখিত স্বার্থ-পরায়ণ শাসন-কর্ত্তার ন্যায় কেবল আত্মপরিতোষ লাভ ও আত্মপ্রভুত্ব প্রকাশার্থে কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আপনার প্রতিরূপ সংস্থাপন করিয়া লোকদিগকে তাহার সেবা করিতে কহিবেন, ইহার পর অসম্ভব আর কিছুই নাই। যিনি আমাদিগকে পরম-শুভকারিণী পর-হিতৈষিণী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার এপ্রকার ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বাস্তবিক, পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম যত দূর জানা গিয়াছে, তাহাতেও স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাঁহার সমুদায় নিয়ম জীবদিগের কেবল সুখোদ্দেশেই সংস্থাপিত হইয়াছে। লোকে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে তাহার দুঃখ রূপ ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাও পরমেশ্বর তাহাদিগকে সদুপদেশ-প্রদান ও সৎপথ-প্রদর্শন করণার্থ নিয়োজন করিয়াছেন। এ কথা প্রকৃত বটে, যে অদ্যাপি অনেকপ্রকার উৎপাত-ঘটনার যথার্থ তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে প্রতীত হয় নাই, কিন্তু সৃষ্টি-ক্রিয়াবিষয়ক জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতেছে, সৃষ্টিকর্ত্তার মঙ্গলাভিপ্রায়-বিষয়ক সংশয় তত দূরীকৃত হইতেছে। পূর্ব্বে যাহা অনিষ্টকর বোধ ছিল, এক্ষণে তাহা ইষ্টকর বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে, এবং এক্ষণে

যাহা অশুভ-দায়ক জ্ঞান হইতেছে, ভবিষ্যতে তাহা শুভ-দায়ক বলিয়া প্রতীত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। যদি নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ না হইত, তবে লোকে একবার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত সেই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করত আপনার স্বভাবকে একবারে মলিন করিয়া ফেলিত, অথবা অবিলম্বে অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত, কিন্তু জগদীশ্বর জগতের যেরূপ শৃঙ্খলা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহাতে নিয়ম-লঙ্ঘনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্লেশানুভব হইয়া মধ্যে মধ্যে পাপী ব্যক্তির কুপথভ্রমণ স্থগিত করিয়া রাখে, এবং কোন কোন ব্যক্তিকে পাপ-পথের মধ্যস্থান হইতে ফিরিয়া আনিয়া ধর্ম্ম-পথে প্রবর্ত্তিত করে।

ইহা সকলেরই বিদিত আছে, জন্তুরই হউক আর উদ্ভিজ্জেরই হউক, শরীর মাত্রই দগ্ধ হয়। এই ভৌতিক নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, তৈল, বসা, চর্ম্ম প্রভৃতি বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে দগ্ধ হয়। এক্ষণে, দাহ্যমান বস্তুর এই গুণ মনুষ্যের উপকারী কি না, তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ইহা প্রসিদ্ধ আছে, অগ্নি দ্বারা অন্ন পাক হয়, রাত্রিকালে আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়, শীতের সময়ে শীত নিবারণ হয়, এবং অন্যান্য অনেকপ্রকার উপকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, শারীরিক বস্তু অগ্নি-সংযুক্ত হইলে যে নিয়মানুসারে দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ-

প্রকার কল্যাণদায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। বৃক্ষের শরীর ও পশুর শরীরের ন্যায় মনুষ্য-শরীরও ঐ নিয়মের অধীন। অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলে, তাহাও দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়, আর তদপেক্ষায় অল্পতর তেজঃ প্রাপ্ত হইলে, শিথিল ও বিকল হইতে থাকে। পরমেশ্বর মনুষ্যদিগকে অগ্নি-সম্ভাবিত বিষম বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ করিবার কি উপায় করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তিনি আমাদিগকে ন্যূনাধিক উত্তাপ অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত উপায় সম্পাদনের আর কিছু অবশিষ্ট নাই। যেপ্রমাণ উত্তাপ শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহা সুখকর জ্ঞান হয়; তদপেক্ষা প্রখর হইয়া কিঞ্চিৎ অপকারী হইলে, কিছু কিছু ক্লেশানুভব হয়; যখন তদপেক্ষাও প্রবল হইয়া শরীর বিকল করিতে আরম্ভ করে, তখন বিশিষ্টরূপ ক্লেশকর হইতে থাকে; যখন এমত প্রবল হইয়া উঠে যে, তদ্দ্বারা শরীর বিশৃঙ্খল ও বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, তখন আর যন্ত্রণার পরিসীমা থাকে না। এই সমুদায় ব্যাপার আপাততঃ অপকারক বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার তাৎপর্য্য অতি উত্তম। যে নিয়মানুসারে কাষ্ঠ, বসা, চর্ম্মাদি দগ্ধ হয়, তাহা অশেষ-কল্যাণ-দায়ক। আমরা সেই নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে, নানা উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকি। কিন্তু অগ্নির আতিশয্য ও অযথানিয়মে নিয়োগ দ্বারা বিপৎ-সম্ভাবনা আছে বলিয়া, করুণাময় পরমেশ্বর তাহার

নিরাকরণার্থ সুন্দর উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি ও সাবধানতা প্রবৃত্তি দিয়াও ক্ষান্ত হন নাই, আমাদের শরীরের সর্ব্ব-স্থানে তাপানুভব-শক্তি স্বরূপ প্রহরী নিযুক্ত রাখিয়াছেন। আমাদের অগ্নি-সম্ভাবিত বিপদ্ যত বৃদ্ধি হয়, সেই প্রহরী ততই চীৎকার করিয়া সাবধান করিতে থাকে, এবং যখন এ প্রকার দুর্ব্বিপাক উপস্থিত হয় যে, অবিলম্বে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তখন এরূপ উচ্চৈঃ স্বরে আমাদিগকে বিপদুদ্ধারার্থে যত্নবান্ হইতে কহে যে, তদ্দ্বারা আমাদের সমুদায় শারীরিক ও মানসিক শক্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া সেই বিপত্তির নিরাকরণ করিতে সচেষ্টিত হয়। এ স্থলে পরম-মঙ্গলাকর পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা ও আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ পাইতেছে। যখন আমাদিগের নিয়ম-লঙ্ঘন-জনিত দোষের তারতম্যানুসারে উত্তাপানুভবের তারতম্য হইয়া আমাদিগকে সাবধান হইতে উপদেশ করে, তখন সে উপদেশ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া একান্ত যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

যদি কেহ এপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন যে, যাহাদিগের উপস্থিত বিপদ্ নিরাকরণের সামর্থ্য আছে, তাহাদিগের পক্ষে এ নিয়ম শুভদায়ক বটে, কিন্তু যে অপোগণ্ড বালক ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধ প্রভৃতির তাদৃশ সামর্থ্য নাই, তাহাদিগের উপর এ নিয়ম প্রচার করা যুক্তি-সিদ্ধ হয় নাই। যখন তাহারা শারীরিক শক্তির অল্পতা

প্রযুক্ত আপনাদিগের শরীর স্বায়ত্ত রাখিতে না পারিয়া কোন নিকটবর্ত্তী অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হয়, তখন তাহাদিগকে দাহজ্বালায় জ্বলিত করা দয়াবানের কার্য্য নহে। কিন্তু এরূপ আপত্তি উপস্থিত করা অদূরদর্শিতার কার্য্য। যদি পরমেশ্বর বালক ও বৃদ্ধকে এই দাহ-বিষয়ক নিয়মের অধীন না করিতেন, তবে তাহাদিগের পক্ষে অগ্নি থাকা আর না থাকা উভয়ই তুল্য হইত। তাহা হইলে, অগ্নি দ্বারা যে শত শত প্রকার উপকার দর্শে তাহাতে তাহাদিগকে নিতান্ত বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিশেষতঃ যাহার শরীর যত দুর্ব্বল, নিয়মিত উত্তাপ সেবন করা তাহার পক্ষে তত আবশ্যক। অতএব, অগ্নি বিনা ক্ষীণকায় বালক ও জীর্ণ-কায় বৃদ্ধের প্রাণ ধারণ ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করা অসাধ্য হইত। যদি কেহ বলেন, অগ্নি হইতে যে সকল উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তাহাদিগকে বঞ্চিত না করিয়া এরূপ নিয়ম করিলে হইত, যে তাহাদের শরীর দগ্ধ হইলেও ক্লেশানুভব হইত না। কিন্তু বিবেচনা করিলে, ইহাতেও অনিষ্ট ব্যতীত কিছুমাত্র ইষ্টসাধন হইত না। প্রথমতঃ, যে নিয়মানুসারে অল্প উষ্ণতায় সুখানুভব হয়, সেই নিয়মানুসারেই অধিক উষ্ণতায় ক্লেশ বোধ হয়। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে, কেবল দাহজন্য দুঃখানুভব নিবারিত হইত এমত নহে, সুখেরও হানি হইত। দ্বিতীয়তঃ যদি গাত্রে অগ্নি-স্পর্শ হইলে, ক্লেশানুভব না হইত তবে তাহারা অগ্নি-কুণ্ডে পতিত হইলেও

তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা পাইত না। এক্ষণে, কোন বালক অগ্নি-স্থানে পতিত হইলে, অগ্নির প্রখর তেজ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া, তাহা হইতে উদ্ধারার্থে সাধ্যমত চেষ্টা করে, এবং তদর্থে উচ্চৈঃ স্বরে পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে আহ্বান করিয়া থাকে। অগ্নি-স্পর্শ দ্বারা ক্লেশানুভব না হইলে, সেই বালক আপনার পরিত্রাণার্থ যত্নবান্ না হইয়া স্বচ্ছন্দ চিত্তে অগ্নি-শয্যায় বিশ্রাম করিয়া থাকিত, ও তাহার সুকোমল শরীর ক্রমে ক্রমে দগ্ধ হইয়া অনতিবিলম্বে ভস্মীভূত হইত। তাহার পিতা মাতা, সন্নিহিত গৃহে অবস্থিত হইলেও এই বিষম বিপত্তি ঘটনার সংবাদ পাইতেন না। অনন্তর কার্য্যান্তর উপলক্ষে সেই অগ্নি-স্থানে আগমন করিয়া প্রিয়তম পুত্র বা স্নেহাস্পদ কন্যাকে কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গার-খণ্ড রূপে পরিণত দেখিতেন। জগতের নিয়ম আমাদিগের মনঃ-কল্পিত হইলে এপ্রকার অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু করুণাময় পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল! এক্ষণে, উক্তরূপ বিপদ্ উপস্থিত হইলে, বালক আপনা হইতে ক্রন্দন করিয়া উঠে, এবং তাহা শুনিবামাত্র, তাহার পিতা, মাতা, বা ভ্রাতা ধাবমান হইয়া অতিমাত্র প্রযত্ন সহকারে তাহাকে রক্ষা করে। অতএব, শরীরে অগ্নি-সংযোগ হইলে যে ক্লেশানুভব হয়, পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহা আমাদিগের কল্যাণার্থেই বিধান করিয়াছেন। কিন্তু সে ক্লেশও তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। যদি আমরা

শারীরিক ও মানসিক যত্ন দ্বারা অগ্নি-সংক্রান্ত নিয়ম সমুদায় পালন করিতে পারি, তবে আর সে ক্লেশও প্রাপ্ত হইতে হয় না।

পরমেশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ক্লেশ প্রাপ্ত হইতে হয়, ইহা যে তিনি আমাদের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন, তাহা শারীরিক নিয়মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন গুরুতর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যদি বেদনা বোধ না হইত, তবে তদ্দ্বারা কোন কঠিন রোগের সঞ্চার হইলেও, আমরা জানিতে পারিতাম না, সুতরাং তাহার প্রতীকারার্থেও চেষ্টা করিতাম না, ইহা হইলে, সেই রোগ আমাদিগের অজ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া আমাদিগকে মৃত্যু-মুখে পাতিত করিত। অতএব, রোগোৎপত্তি হইলে যে গ্লানি ও যাতনা বোধ হয়, তাহা আমাদিগের শুভাভিপ্রায়েই সঙ্কল্পিত হইয়াছে। সে যাতনাকে জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ উপদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে উপস্থিত রোগের চিকিৎসা করা ও উত্তর কালে শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে সতত সযত্ন থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। হস্ত পদাদি ভগ্ন হইলে যে বেদনা-বোধ হয়, তাহাতে তিনপ্রকার উপকার আছে, প্রথমতঃ, সেই অঙ্গ যে ভগ্ন হইয়াছে ইহা নিশ্চিত অবগত হওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, তাহার প্রতিক্রিয়া না করিয়া আর ক্ষান্ত থাকা যায় না; তৃতীয়তঃ, চিকিৎসারম্ভের পরে যদি সেই বেদনা-যুক্ত

স্থান চলিত বা আহত হয়, তবে তাহার যাতনা বৃদ্ধি হইয়া এই উপদেশ প্রদান করে, যে, যে বস্তু বা যে কার্য্য দ্বারা আরোগ্যলাভের ব্যতিক্রম ঘটে, তাহা নিঃশেষে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। অতএব, এপ্রকার স্থলে যে ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহা অধিক ক্লেশ ও অকাল মৃত্যু নিবারণার্থেই নিয়োজিত হইয়াছে। বোধ হয়, যেন "যে কোন প্রকারে হউক, রোগের শান্তি করিতে হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পরমেশ্বর তাহার একমাত্র উপায় স্বরূপ বেদনা বিধান করিয়াছেন। বেদনার যত আধিক্য হয়, বোধ হয়, যেন তত ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া তিনি আমাদিগকে প্রতীকার-লাভার্থ যত্ন করিতে অনুমতি করিতেছেন। অতএব, যে দুঃখ কেবল সুখেরই কারণ; কে না তাহা প্রার্থনা করে? এবং যে পরমপুরুষ তাহা নিয়োজন করিয়াছেন, তাঁহার সমীপে কে না ভক্তি সহকারে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে অগ্রসর হইবে? রোগ-জনিত যাতনার যে সকল প্রয়োজন অবধারণ করা গেল, তাহার পদে পদে আশ্চর্য্য কৌশল ও অসাধারণ করুণা প্রকাশ পাইতেছে। বিশেষতঃ, যে স্থলে রোগ-শান্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে যে তিনি মহৌষধ স্বরূপ মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল দুঃখ নিবারণ করেন, ইহাতে আমাদের অন্তিম কাল পর্য্যন্ত তাঁহার করুণার নিদর্শন দৃষ্ট হইতে থাকে। অতএব, নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ হয়, তাহা আমাদিগের হিতার্থেই নিয়োজিত

হইয়াছে। কোন শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট-ঘটনা হয়, আমরা তাহার নিবারণার্থ যত্ন করি, এবং ভবিষ্যতে তদ্রূপ অপকর্ম্ম আর না করি, এই দুই পরম-কল্যাণকর প্রয়োজন সাধনার্থ পরম-কারুণিক পরমেশ্বর শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ-রাশি সৃজন করিয়াছেন। যে স্থলে ঐ দুঃখ রূপ মহৌষধ দ্বারা প্রতীকারের সম্ভাবনা না থাকে, সে স্থলে মৃত্যুকে প্রেরণ করিয়া সকল পীড়ার শান্তি করেন।

বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে ক্লেশ ঘটে তাহারও তাৎপর্য্য এইরূপ কি না, বিচার করিয়া দেখা উচিত। এ বিষয় নিরূপণ করা সুকঠিন ব্যাপার। অগ্রে ইতর জন্তুর কার্য্যাকার্য্যের ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া পরে মনুষ্যের বিষয় বিবেচনা করিলে, অনেক সুগম বোধ হইতে পারে।

মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুও ভৌতিক ও শারীরিক নিয়মের অধীন। মনুষ্যের ন্যায় ইতর জন্তুদিগের কতকগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং এপ্রকার কিঞ্চিৎ বুদ্ধিও আছে যে, তদ্দ্বারা তাহার স্ব স্ব কার্য্যের ফলাফল জানিতে পারে। তাহারাও ঐ সকল প্রবল প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া পরস্পর অন্যায়াচরণ করে ও তন্নিবারণার্থে পরস্পর শাস্তিও প্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্যের যেমন অন্যায়াচরণকে পাপ বলিয়া জ্ঞান আছে, তাহাদের সেরূপ নাই। কুক্কুরের যে স্বত্বাস্বত্ব জ্ঞান আছে, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যদি কোন কুক্কুর এক খান চর্ম্ম লইয়া কোন স্থানে রাখে, এবং যদি আর একটা কুক্কুর তাহা হরণ করিবার চেষ্টা করে, তবে তাহা দৃষ্টি করিয়া, ঐ চর্ম্মাধিকারী কুক্কুরের প্রতিবিধিৎসা ও জিঘাংসা বৃত্তি উত্তেজিত হয়, এবং সে এই দুই বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া আততায়ী কুক্কুরকে দংশন ও প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ প্রতিফল প্রদান করা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য। তাহাদের এরূপ কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই যে, তদ্দ্বারা অবৈধ কর্ম্মকে অধর্ম্ম বলিয়া বোধ করিতে পারে। তাহারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া উহাকে চরিতার্থ করিতে ধাবমান হয়। কিন্তু ইহাতে শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আততায়ী জন্তুর আক্রমণে যে আক্রান্ত জন্তুর জিঘাংসাদি বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া আততায়ী জন্তুকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহা পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগের পরস্পর অত্যাচার নিবারণার্থে নিয়োজন করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিক, ইহাতে জন্তুদিগের পরস্পর শাসন হইয়া একপ্রকার ন্যায়ানুগত কার্য্যই সম্পাদিত হইতেছে।

এপ্রকার শাস্তি-বিধানকে কল্যাণ-দায়ক বলিয়া উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে, এ নিয়ম আততায়ী জন্তুদিগেরও হিতকারী কি না, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। বাস্তবিক, এ নিয়ম তাহাদের পরম-মঙ্গল-দায়ক। যদি সমুদায় কুক্কুর আপন আপন আহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অপহরণ করিতে প্রবৃত্ত থাকিত, তবে

কুক্কুরকুল অবিলম্বে নির্ম্মূল হইয়া যাইত। অতএব যখন আততায়ীর এরূপ প্রতিফল-প্রাপ্তি তাহার এবং তজ্জাতীয় সকল জন্তুর কল্যাণ-দায়ক, তখন তাহার শাস্তি-ভোগ যে ন্যায়ানুগত ও শুভাভিপ্রায়ে সংকল্পিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

জগদীশ্বর তাঁহার ইতর জন্তু রূপ নিকৃষ্ট প্রজাদিগের অন্যায়াচরণ নিবারণার্থ অন্যান্য-প্রকার কৌশল করিয়াছেন,* তাহাও অবগত হওয়া অনাবশ্যক নহে। প্রথমতঃ, যথার্থ আততায়ী ভিন্ন অন্য কাহাকেও তাহাদের শাস্তি দিবার সম্ভাবনা নাই, কারণ অপহরণাদি করিতে না দেখিলে, তাহাদের ক্রোধ-রিপুর উদ্রেক হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অত্যাচারী আততায়ী জন্তু যদি অত্যন্ত অনিষ্টকর কর্ম্ম না করে, তবে অত্যাচরিত জন্তু তাহাকে কুক্রিয়াতে নিবৃত্ত দেখিবা মাত্র নিরস্ত হয়, তাহাকে আর কিছুই বলে না। আপনার আহার-দ্রব্য রক্ষা করিতে পারিলেই তৃপ্ত থাকে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ধাবমান হইতে চাহে না।

ইতর জন্তুরা আততায়ীকে শাস্তি দিবার সময়ে তাহার কুব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করে না। আততায়ী জন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাতেই পতিত হউক, আর প্রজ্বলিত ক্ষুধানলেই বা দগ্ধ হইতে থাকুক, তাহাতে তাহারা কিছু মাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করে না, তদর্থে দণ্ডের লাঘবও করে না, এবং দণ্ডলাভের পর তাহার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটনার সম্ভাবনা আছে তাহাও

বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে যদি তাহাদের সমক্ষে অনাহারে বা অঙ্গ-পীড়ায় পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তথাপি তাহারা কিছু মাত্র দুঃখিত হয় না। যে সকল বৃত্তি পরের মঙ্গল-বিধায়িনী ও যদ্দ্বারা কার্য্যাকারণ ও ফলাফল বিচার করা যায়, তাহা না থাকাতেই, তাহারা এইপ্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদের সমুদায় প্রবৃত্তি স্বার্থানুগামিনী, অতএব, তাহারা অন্যকে বধ করিয়াও স্বার্থ লাভ করিতে পারিলে, তাহাতে কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু ইতর জন্তুদিগের পরস্পর এইরূপ শাস্তি প্রদান যে ন্যায়ানুগত ও উপকারজনক, তাহা পূর্ব্বেই সপ্রমাণ করা গিয়াছে। এক্ষণে, মনুষ্যদিগের দণ্ড-বিধানের বিষয় বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

ইতর জন্তুদিগের ন্যায় মনুষ্যেরও অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, এবং তাহাদের ন্যায় তিনিও সেই সকল দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া তদনুযায়ী শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। সুসভ্য-জাতীয় রাজা ও রাজপুরুষেরাও চির কাল সেই সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান করিয়া আসিতেছেন; কেবল সংপ্রতি কোন কোন স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ অন্যথাভাব হইতেছে। যদি কোন সন্ধি-চোর কাহারও গৃহ-প্রবেশ করিয়া অর্থাপহরণ করে, তবে রাজকর্ম্ম-চারীরা তাহাকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন। তাঁহারা তদর্থে সাক্ষী আহ্বান করিয়া সাক্ষ্য গ্রহণ

করেন, এবং তদ্দ্বারা যে ব্যক্তি চোর স্থির হয়, তাহাকে কারারুদ্ধ, নির্ব্বাসিত বা আহত করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, মনুষ্য-কৃত এরূপ দণ্ডে ও ইতর জন্তু-কৃত পূর্ব্বোক্ত দণ্ডে কিছু মাত্র বিশেষ নাই। বিচারকর্ত্তাদিগের এই সমুদায় বিচার-কার্য্যকে আপাততঃ কোন না কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য বলিয়া জ্ঞান হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অভিযোক্তার গৃহে চুরি গিয়াছে কি না, এবং তিনি যাহাকে চোর বলিয়া অপবাদ দেন, সেই ব্যক্তি যথার্থ চোর কি না, এই দুটি বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান মাত্র ঐ সমস্ত বিচারকের সমস্ত বিচারক্রিয়ার উদ্দেশ্য। কিন্তু উক্তরূপ তত্ত্বানুসন্ধান কোন ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য নহে, কেবল বুদ্ধির কার্য্য। ঐ দুই বিষয়ে কুক্কুরাদির ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই, কারণ তাহারা স্বচক্ষে আততায়ীকে অহিতাচার করিতে না দেখিলে, শাস্তি প্রদান করে না। যদি আততায়ী জন্তু স্থির-প্রতিজ্ঞ ও নিঃশঙ্ক হইয়া অত্যন্ত অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, তবে কুক্কুরাদি কখন কখন তাহাকে নষ্ট বা নষ্টপ্রায় করে। মনুষ্যও তেমন স্থলে উদ্বন্ধন বা মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া থাকেন। আততায়ীর এরূপ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার কারণ কি, এবং তাহাকে শাস্তি দেওয়াতেই বা কি উপকার দর্শে, ইতর জন্তুরা এ দুই বিষয়ের অনুসন্ধান করে না। মনুষ্যও সেই দৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া চলেন। তিনিও কুকর্ম্মীর কুপ্রবৃত্তির কারণ অন্বেষণ করেন না, এবং তাহার

শাস্তি-প্রাপ্তির পর কিরূপ গতি ও প্রবৃত্তি হইবে, তাহাও বিবেচনা করেন না। কুক্কুর-জাতির সমুদায় প্রবৃত্তিই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, একটিও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নাই, এই হেতু তাহারা উক্তরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যেরও সেই সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে, অতএব তিনিও তাহাদের বশবর্ত্তী হইয়া কুক্কুরবৎ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি আছে বটে, কিন্তু অদ্যাপি তিনি দণ্ড-বিধান-বিষয়ে তাহাদিগের সম্যক্ রূপ অনুগত হইয়া চলিতে আরম্ভ করেন নাই।

মনুষ্য-সমাজে মাৰ্জ্জিত বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উপদেশানুগত দণ্ড বিধানের রীতি প্রচলিত হইলে সংসারের যত মঙ্গল সম্ভাবনা, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুগত দণ্ড দ্বারা যদিও তত না হউক, কিন্তু কিছু উপকার দর্শে, তাহার সন্দেহ নাই। যত কাল লোকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত থাকে, তত কাল তাহাদের ঐ সমুদায় দুর্জ্জয় প্রবৃত্তির আতিশয্য-নিবারণার্থ কোন-প্রকার শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য-নিবারণ না হইলে, জন-সমাজ উচ্ছন্ন হইয়া যায়, এবং তাহাতে দোষী ব্যক্তিদিগেরও দণ্ড-জন্য যাতনা অপেক্ষা অধিক যাতনা উৎপন্ন হয়। অতএব, এক্ষণে দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা দণ্ডিত ব্যক্তিরও কিঞ্চিৎ উপকারজনক। কিন্তু প্রাণ-দণ্ডে তাহার কোন উপকার নাই।

পরমেশ্বর ইতর জন্তুদিগকে কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর স্বভাব পরস্পর উপযোগী করিয়া রাখিয়াছেন। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিধানানুযায়ী দণ্ড তাহাদের পক্ষে যথার্থ উপকারী। তেজস্বিনী বুদ্ধিবৃত্তি না থাকাতে, তাহারা মনুষ্যের ন্যায় মন্ত্রণা করিয়া দল-বদ্ধ হইয়া কাহারও অনিষ্ট-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয় না, এবং আপনার দোষ অপলাপ করিবার অভিপ্রায়ে অশেষমত কৌশল করিতেও যত্ন পায় না। অত্যাচারী আততায়ীদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষণিক উদ্রেকে যত দূর অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, এবং অত্যাচরিত জন্তুদিগের ক্ষণিক ক্রোধ দ্বারা সেই কর্ম্মের উচিতমত শাসন হইয়া থাকে।

কিন্তু মনুষ্যের বিষয় সেরূপ নহে। জগদীশ্বর সমুদয় বাহ্য বিষয়কে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আদেশানুযায়ী দণ্ড বিধান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ ফলদায়ক নহে। মনুষ্য আপন-দোষ গোপন ও অসিদ্ধ করণার্থে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন করেন, অতএব তাঁহার এপ্রকার আশা থাকে যে, শাস্তি প্রাপ্ত না হইলেও না হইতে পারে। আর তাঁহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তেজস্বিতাই যদি তাঁহার কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইবার যথার্থ কারণ হয়, তবে কেবল শাস্তিবিধান দ্বারা কোন মতেই তাহার দমন হইতে পারে না। কেন না, যে

কারণ কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, তাহা শাস্তি-প্রাপ্তির পূর্ব্বেও যেমন, পরেও তেমনি থাকে। কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। এই নিমিত্ত, লোকে পুনঃ পুনঃ দণ্ড পাইলেও, পুনরায় কুকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। সকল দেশেরই পুরাবৃত্ত যে পাপ-কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, এবং ভূমণ্ডলে কুকর্ম্ম-স্রোত চির কালই যে সমান বহিতেছে, তাহারও কারণ এই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বকার মনুষ্যেরা যেরূপ পাপাসক্ত ছিল, ইদানীন্তন লোকেরাও সেইরূপ রহিয়াছে। অতএব, চির কাল যেরূপ রীতিক্রমে কুকর্ম্মের দণ্ড-বিধান হইয়া আসিতেছে, তাহা যখন নিতান্ত নিষ্ফল হইল, তখন উপায়ান্তর চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর আমাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান করিয়াছেন, এবং সমস্ত বাহ্য বস্তুকে তাহাদের উপযুক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব, ঐ সমস্ত শুভকরী বৃত্তির উপদেশানুগত শাস্তি বিধান করাই মনুষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য, এবং কেবল তদ্দ্বারাই মানব-বর্গের পাপ বিমোচন ও পুণ্য-সংসাধন হওয়া সম্ভব।

কুক্কুর যে আততায়ীকে প্রহারাদি করিতে যায়, ক্রোধমাত্র তাহার কারণ। আততায়ীর অত্যাচার দেখিয়া তাহার অর্জ্জনস্পৃহাদি কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির ক্ষোভোৎপত্তি হয়, এবং জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা প্রবৃত্তি তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত হইয়া ঐ অত্যাচারকারীকে শাস্তি দান করিতে প্রবৃত্ত হয়. মনুষ্যের ক্রোধের কার্য্যও

সেইপ্রকার। কাহারও অর্থ অপহৃত হইলে, তাহার অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তি ক্ষুব্ধ হয়, এবং কাহাকেও নর হত্যা করিতে দেখিলে, আমাদের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি ক্লিষ্ট হয়। অনন্তর জিঘাংসা ও প্রতিবিধিৎসা বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া চৌর ও হত্যাকারীকে প্রতিফল দিতে উদ্যত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনুষ্যের এই দণ্ড-বিধান-বিষয়ক ব্যবহারের সহিত কুক্কুরের তদ্বিষয়ক কার্য্যের কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই। বস্তুতঃ, যখন উভয়েই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভুত হইয়া কার্য্য করে, তখন বিভিন্নতা না থাকিবারই সম্ভাবনা। কিন্তু এরূপ দণ্ড-বিধান আমাদের বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের সম্মত নয়; তাহাদের আদেশানুসারে দোষীদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, পশ্চাৎ তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

চৌর্য্য ও নর-হত্যা উপচিকীর্ষার অনুমোদিত নহে, কারণ ঐ উভয় কার্য্যই এই প্রধান প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ। ন্যায়পরতা-বৃত্তিও ইহাতে ক্ষুব্ধ ও ক্লিষ্ট হয়, কারণ কাহারও ন্যায্য বিষয় আক্রমণ করা এ প্রবৃত্তির নিতান্ত অনভিমত। আর যাহাতে পরমেশ্বরের প্রীতি ভাজন জীবদিগের দুঃখোৎপত্তি হইয়া তাঁহার শুভাভিপ্রায়ের অন্যথাচরণ করা হয়, তাহা কোন মতেই ভক্তি-বৃত্তির অভিমত হইতে পারে না। ফলতঃ, যাবতীয় কুকর্ম্মই সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধ, এবং পাপের উৎসেধ সাধনা করাই ঐ সকল প্রবৃত্তির অভীষ্ট। দুষ্কর্ম্মকারীর স্বীয় দুষ্প্রবৃত্তি দমন করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক,

তাহাতে এই যথার্থ তত্ত্বের কিছুমাত্র অন্যথা হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তিকেও নরহত্যা করিতে দেখিলে, দয়াবানের যাতনা বোধ হয়, এবং তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত অভিলাষ ও উৎসাহ জন্মে। চৌর্য্য-ক্রিয়া জড় ব্যক্তির কৃত হইলেও, তাহা ন্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না। অতি সামান্য ব্যক্তিকেও অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা করা ভক্তি-বৃত্তির সম্মত নহে। অজ্ঞান-কৃত পাপ ও মোহকৃত পাপ উভয়ই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনভিমত ও জনসমাজের অহিতকারক। বুদ্ধিমান্ ও উন্মত্ত উভয়ের অস্ত্রাঘাতই সমান-ক্লেশ-দায়ক, এবং ধূর্ত্ত চৌর ও নির্ব্বোধ জড় উভয়েরই চৌর্য্য-দোষ ধনী ব্যক্তির সমান-রূপ অনিষ্টকারক।

যদি কুকর্ম্ম মাত্রই দূষিত বলিয়া গণিত হইল, তবে যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে, তাহা সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই করা বিধেয়। কিন্তু দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনুমোদিত, আর যাহা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রয়োজিত, এ উভয়ে অনেক বিশেষ আছে। লোকে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কুকর্ম্মের দণ্ড বিধান করে, এ প্রযুক্ত কুপ্রবৃত্তির কারণ ও দণ্ড-বিধানের ফলাফল কিছুই বিবেচনা করে না। তাহারা আত-তায়ীকে ধৃত করে, রুদ্ধ করে এবং হত বা আহত করে। এতাবন্মাত্র নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্যের সীমা। এই স্থলেই তাহার পর্য্যাপ্তি।

কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কার্য্য এরূপ নহে।

তাহারা দোষী ব্যক্তিরও কল্যাণ কামনা করে। উপচিকীর্ষা-বৃত্তি তাহাকে পাপ-পঙ্ক হইতে উত্তীর্ণ করিয়া ধর্ম্ম-পথে প্রবৃত্ত করিতে ও তদ্দ্বারা ধর্ম্মোৎপাদ্য বিশুদ্ধ সুখে সুখী করিতে উৎসুক হয়। ভক্তিবৃত্তি তাহাকে অনাদর ও অবজ্ঞা না করিয়া অপর লোকের ন্যায় তাহারও সহিত সমাদর-সংযুক্ত সদাচরণ করা কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেয়। ন্যায়পরতা-বৃত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করে যে, যেরূপ দণ্ড বিধান করিলে, পাপাসক্তির মূলোৎপাটন হইয়া দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ দণ্ড-বিধান করাই বিধেয়। অতএব, আদৌ কুপ্রবৃত্তির মূলান্বেষণ করিয়া তাহা নিবারণ করিবার উপায় অবধারণ করা কর্ত্তব্য।

আমাদিগের যে সমুদায় মনোবৃত্তি আছে, তাহারই কোন না কোন বৃত্তির অনুচিত নিয়োজন দ্বারা অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাহাদের অনুচিত নিয়োগেরই বা কারণ কি? তাহার ত্রিবিধ কারণ আছে। প্রথমতঃ, কোন কোন প্রবৃত্তি স্বভাবতঃ অতিমাত্র বলবতী থাকাতে, আপনা হইতেই পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহ্য বিষয় দ্বারা কোন কোন প্রবৃত্তি অতিশয় উত্তেজিত হইলেও, অসৎকর্ম্মে ইচ্ছা হয়। তৃতীয়তঃ, কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য ও কোন্ কর্ম্ম অকর্ত্তব্য তাহা না জানাতেও, অনেকে অনেক পাতকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ কারণের বিষয় ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ।—ব্যক্তি-বিশেষের প্রবৃত্তি-বিশেষ যে স্বভা

বতঃ প্রবল হয়, পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ দোষই ইহার একমাত্র কারণ। তাহাদের যে সমুদায় মনোবৃত্তি অত্যন্ত তেজস্বিনী থাকে, সন্তানেরও সেই সকল বৃত্তি অতিশয় বল প্রকাশ করে। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, কোন কোন ব্যক্তি এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করে যে, আপনা হইতে তাহাদের বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে সংবরণ করিয়া রাখা একপ্রকার অসাধ্য বলিয়া গণ্য করিতে হয়। তাহারা অধর্ম্মাচরণ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না। তাহাদের স্বভাব-বৃক্ষে পাপ রূপ ফল অবশ্যই ফলিত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ।—অন্নের অসংস্থান, সুরাপান, কু-দৃষ্টান্তদর্শন, প্রবৃত্তি-বিশেষের বিষয়সংঘটন ইত্যাদি অনেকানেক কারণে কোন কোন প্রবৃত্তির অতিমাত্র উত্তেজনা হইয়া দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ।—আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্ঞান না থাকাতেও, অনেক অধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। সতীর সহমরণ-গমন, গঙ্গা-সাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, প্রতিমা-সমীপে নরবলি-প্রদান, ইত্যাদি অশেষ-প্রকার প্রসিদ্ধ কুরীতি এবিষয়ের দৃষ্টান্তস্থল। ভারতবর্ষীয় ও অন্যান্য দেশীয় ধর্ম্ম শাস্ত্রে এইপ্রকার বিষম ব্যাপার সমুদায়ের ব্যবস্থা আছে, এবং লোকেও বহু কালাবধি তাহা স্বর্গ-সাধন জানিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

এই ত্রিবিধ কারণ-উৎপাদন ও পরিত্যাগ করা পাপী ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন নহে। সে আপনার স্বভাব-সিদ্ধ নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতাও উৎপাদন করে নাই, আপনার অজ্ঞান রূপ উৎকট রোগেরও উৎপাদক নহে, এবং যে সকল বাহ্য ব্যাপার দ্বারা কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়, সে ব্যক্তি তাহারও কারণ নহে। কিন্তু যদিও সে আপনার কুপ্রবৃত্তির কারণ না হউক, তথাপি তাহার ও সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে কুপথ হইতে নিবৃত্ত করা সকলেরই কর্ত্তব্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় তাহার কুপ্রবৃত্তি নিবারণ করিতে আদেশ করিতেছে। অতএব, কি প্রকারে এই পরম প্রার্থনীয় মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। বুদ্ধি অনুমতি করিতেছে, দুষ্ক্রিয়ার কারণ নিরাস করিলেই দুষ্ক্রিয়া নিরাস হইবে। অতএব, কি রূপে কোন কারণের কিপ্রকার নিরাকরণ হইতে পারে, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ।—কোন কোন প্রবৃত্তির সমধিক প্রবলতা দুষ্প্রবৃত্তির প্রধান কারণ। এ কাল পর্য্যন্ত শারীরিক ও মানসিক যত নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহাতে এই স্বভাব-সিদ্ধ দোষ সহসা নিরাকরণ করিবার কোন উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। তবে এ স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির উপদেশ এই যে, দোষী ব্যক্তিকে যে স্থানে যেরূপ নিয়মে রাখিলে, তাহার প্রবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল

উত্তেজিত ও চরিতার্থ হইবার সম্ভাবনা না থাকে, সেই স্থানে সেইরূপ নিয়মে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া এক বার কোন কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ তাহাতে রত হইয়া জন-সমাজের অনিষ্টোৎপত্তি করিতে পারে; অতএব, সংসারের কল্যাণার্থে তাহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তদনন্তর, যাহাতে তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া আইসে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। ইহা সম্পন্ন করিতে হইলে, যে যে বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে, তৎসমুদায়ের সহিত তাহার সংস্রব রাখা উচিত হয় না। মাদক সেবন, কুসঙ্গ অবলম্বন ও পরিশ্রম পরিবর্জ্জন করিলে, পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; অতএব, কুকর্ম্মশালী ব্যক্তিরা যাহাতে এই সমস্ত অশুভকর বিষয়ে লিপ্ত না হয়, তাহার উপায় করা আবশ্যক। এক্ষণকার কারাগারের যেরূপ বিশৃঙ্খলা, তাহাতে তাহাদিগকে দিবারাত্রই কুসংসর্গে থাকিতে হয়। যত দুর্দ্দান্ত পাপাসক্ত লোক পরস্পর একত্র সহবাস করিয়া পরস্পরের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি প্রবল করিতে থাকে। এক্ষণকার কারাগারের ন্যায় পাপীদিগের পাপ-শিক্ষার পাঠশালা আর দ্বিতীয় নাই। অতএব, বন্দীদিগকে পরস্পর পৃথক্ করিয়া রাখা উচিত, এবং যখন কোন কার্য্য উপলক্ষে তাহাদিগের একত্রে থাকিবার প্রয়োজন হয়, তখন যাহাতে তাহারা পরস্পর অসদালাপ,

অসদভিপ্রায় প্রকাশ, এবং কুপ্রবৃত্তি ও কুমন্ত্রণা প্রদান করিতে না পারে, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, তাহাদিগকে কর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাখা অতি আবশ্যক। পরিশ্রমের মত দুষ্প্রবৃত্তি-দমনের ঔষধ আর কিছুই নাই। কিন্তু যে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, প্রধান প্রধান বৃত্তির চালনা হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। তদ্দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজ হ্রাস হইয়া উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তির তেজ বৃদ্ধি হইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ।—বাহ্য বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজনা পাপ-কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইবার দ্বিতীয় কারণ। পূর্ব্বোক্ত প্রথম কারণ প্রশমনার্থ যে যে ব্যাপার প্রচলন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই দ্বিতীয় কারণের নিরাকরণ হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যে সকল বিষয় দ্বারা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার সহিত পাপাসক্ত ব্যক্তির সংস্রব রাখা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে।

তৃতীয়তঃ।—অজ্ঞান অসৎপ্রবৃত্তির তৃতীয় কারণ। যথানিয়মে সুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা দান করিলেই ইহার প্রতীকার হইতে পারে। উত্তম অধ্যাপক নিযুক্ত রাখিয়া কারাগারস্থ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তদ্ভিন্ন, যদি সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তিরা তথায় গমনাগমন পূর্ব্বক কথা-প্রসঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করেন, তাহা হইলে, মহোপকার দর্শে তাহার সন্দেহ নাই।

অসৎ লোকের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করাই শ্রেয়স্কর। এরূপ আচরণ আমাদের সমস্ত প্রধান বৃত্তির অভিমত ও পরিতৃপ্তি-জনক। এরূপ আচরণ দ্বারা দোষী ব্যক্তির চরিত্রশোধন ও জনসমাজের উপকার-সাধন হইয়া, উপচিকীর্ষা-বৃত্তি চরিতার্থ হয়; দোষীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য তাহা সম্পন্ন হইয়া, ন্যায়পরতা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত হয়; তাহার প্রতি অনাদর প্রকাশ না হইয়া যথোচিত আদর প্রকাশ হওয়াতে, ভক্তি-বৃত্তি স্ফীত হয়; এবং কারাগারের এইরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পন্ন হইলে, সংসারের পাপ-প্রবাহ ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হইবে ইহা বিবেচনা করিয়া, বুদ্ধিবৃত্তি সুতৃপ্ত হইয়া থাকে।

অতএব, দোষীদিগের দুষ্প্রবৃত্তি-দমনের উল্লিখিত রীতিই ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুগত, আর এক্ষণে প্রায় সকল দেশে যেরূপ দণ্ড-বিধানের রীতি প্রচলিত আছে, তাহা কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির নিয়োজিত। প্রথমোক্ত রীতিকে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত এবং শেষোক্ত রীতিকে নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত বলিয়া উল্লেখ করা গেল। এই উভয় রীতির ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, প্রথমোক্ত রীতিই সর্ব্বাপেক্ষা শুভকরী বলিয়া প্রতীত হইবে।

দোষীকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির উদ্দেশ্য। কিন্তু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে অজ্ঞান এবং স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বিশেষের প্রবলতা এই দুই কারণে

পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অতএব, ঐ উভয়ের নিরাকরণ না হইলে, দুষ্প্রবৃত্তির নিবারণ হওয়া সম্ভব নহে। যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে, কারণ নিরাস না হইলে, কার্য্য নিরাস হইতে পারে না।

পাপ-কর্ম্মের কারণ নিরাকরণ করাই ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির তাৎপর্য্য। কোন ব্যক্তির কোন বিষয়ে কুপ্রবৃত্তি দেখিলে, সেই কুপ্রবৃত্তির সম্পূর্ণ নিবৃত্তি চেষ্টা করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়ের অভিপ্রেত; তাহা না করিয়া তাহারা তৃপ্ত থাকিতে পারে না। এক্ষণে, নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে রাজপুরুষেরা দোষীকে দণ্ড দিয়া মোচন করিয়া দেন। তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ সমুদায় পূর্ব্ববৎ অব্যাহত থাকে; সুতরাং সে নিষ্কৃতি পাইয়া পুনর্ব্বার লোকের উপর উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে কিন্তু কুকর্ম্মীর কুপ্রবৃত্তির কারণ নিরাকরণ করা ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেই তাহার দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয়।

নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রযোজিত রীতি অনুসারে শাস্তি বিধান করিলে, দোষী ব্যক্তির, এবং জনসমাজস্থ অন্যান্য ব্যক্তির, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল সচেষ্ট রাখা হয়; কারণ ঐ দণ্ড দণ্ডদাতার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি দ্বারা নিয়োজিত হয়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত করে। দেখ, প্রহারাদি দণ্ড দণ্ডদাতার জিঘাংসা হইতে উৎপন্ন হইয়া দণ্ডিত ব্যক্তির ভয় ও ক্রোধাদি উৎপাদন করে। প্রাণ-দণ্ডও দণ্ডকর্ত্তার ঐ জিঘাংসা-বৃত্তি হইতে

উৎপন্ন হয়। ফলতঃ, কেবল দণ্ডিত ব্যক্তির নহে, ঐ সকল দণ্ড দর্শন করিয়া দর্শকদিগেরও জিঘাংসাদি উত্তেজিত হইতে থাকে। উক্তরূপ দণ্ড-বিধানের সহিত ধর্ম্মপ্রবৃত্তির কোন সংস্রব নাই। উহা দেখিয়া কি দণ্ড-দাতা, কি দণ্ডিত দোষী, কি দণ্ড-দর্শক কাহারও কোন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি চালিত হয় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে দোষীর দুষ্প্রবৃত্তি-দমনের চেষ্টা করিতে হইলে, কেবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল নিয়োজিত করিতে হয়। কোন্ কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিও নিয়োজিত হইতে পারে বটে, কিন্তু তাহারা ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সমুদায়ের কিঙ্কর স্বরূপ থাকিয়া তাহাদেরই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন করিতে থাকিবে। যাহারা উক্তরূপ দণ্ড-বিধান সম্পাদন করিবে, তাহাদের উপচিকীর্ষা-বৃত্তি কি কুকর্ম্মশালী ব্যক্তি, কি অপর লোক সকলেরই উপকার সাধন উদ্দেশে উত্তেজিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে চরিতার্থ হইবে। এতাদৃশ দণ্ড-বিধানের সমুদয় ব্যাপারই জনসমাজের কল্যাণ-দায়ক ও শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক।

নিকৃষ্ট-প্রবৃত্তি-প্রয়োজিত দণ্ড-বিধান বিষয়ে যখন যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে, ও যাহারা তাহা দর্শন করে, তাহাদের তৎ-কালোৎপন্ন সন্তানেরা শারীরিক নিয়মানুসারে প্রবল নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে, এক জনের প্রাণ-দণ্ড বহু জনের প্রাণ-দণ্ডের হেতু হইতে পারে।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতির ফল ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহারা তৎসম্পাদনে নিযুক্ত থাকিবে, তাহাদের সন্তানেরা পিতা মাতার প্রবল বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিবে; এবং যাহারা ঐ সুচারু শুভকর নিয়মানুসারে দণ্ড পাইবে, তাহাদেরও উত্তর-কালবর্ত্তী সন্তানেরা আপন আপন পিতা মাতা অপেক্ষা পুণ্যশীল হইবে। তাহাদের পাপ-পঙ্কে পতিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকিবে না।

এক্ষণে দোষীর দোষ সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যথার্থ সাক্ষী পাওয়া দুষ্কর। যদি দোষী ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনে স্বচক্ষে তাহাকে দুষ্কর্ম্ম করিতে দেখে, তথাপি তাহাকে বিচার-স্থলে উপস্থিত করিতে ও যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিতে সম্মত হয় না; কারণ কাহাকেও দণ্ড-দাতার কোপানলে নিক্ষেপ করা উপচিকীর্ষাদি প্রধান প্রবৃত্তির অভিমত নহে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি প্রচলিত হইলে, পরমাত্মীয় ব্যক্তিরাও তাহাকে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে আশঙ্কা করিবে না। তখন কারাগার বিদ্যাগার স্বরূপ হইবে। বিদ্যাগারে পুত্র ভ্রাতা প্রভৃতিকে প্রেরণ করিতে কাহার অমত? যাহাতে আত্মীয় জনের দুষ্প্রবৃত্তি-দমন, জ্ঞান-বর্দ্ধন ও চরিত্র-শোধন হয়, তাহা কাহার অনভিপ্রেত?

প্রচলিত প্রাণ-দণ্ড-বিষয়ক নিয়ম অত্যন্ত অপকারী

ও নিতান্ত ঘৃণাকর। তাহা কোন ক্রমেই আমাদের উপচিকীর্ষাদি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং পরম-কারুণিক পরমেশ্বরেরও অভিপ্রেত ও অনুমোদিত নহে। এই প্রাণ-দণ্ড-সম্পাদনার্থ যে প্রাণ-ঘাতক নিযুক্ত থাকে, তাহার পদও অতি ঘৃণাকর। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি অনুসারে দোষী ব্যক্তিকে যাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, তাঁহারা শিক্ষক, চিকিৎসক ও ধর্ম্মোপদেশক। তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রাণ-ঘাতকদিগের ন্যায় অনাদরণীয় হওয়া দূরে থাকুক, পরম পূজনীয় প্রধান মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

অতএব, এক্ষণে ভূমণ্ডলে দণ্ড-বিধানের যেরূপ রীতি প্রচলিত আছে, তাহা অশেষ-দোষাকর, আর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত রীতি নিরবচ্ছিন্ন-কল্যাণকর, ইহা নিশ্চিত অবধারিত হইল।

এক্ষণে রাজপুরুষেরা যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া দোষীদিগের দণ্ড বিধান করেন, জনসমাজস্থ অপর সাধারণ লোকেও পরস্পর তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভূমণ্ডলে নিষ্পাপ মনুষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় না; যাহারা গুরুতর পাতকে আসক্ত নহেন, তাঁহারাও সচরাচর অল্প অল্প দোষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার কারণানুসন্ধান করিলে প্রতীতি হইবে, আমাদের যে সমস্ত নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সমধিক প্রবলতা দ্বারা গুরুতর পাপের উৎপত্তি হয়, তাহারই অল্প অল্প উত্তেজনা

দ্বারা লঘু পাপে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে আত্মাদর ও জিঘাংসাদির বশবর্ত্তী হইয়া লোকের কুৎসা করি, তাহারই অত্যন্ত প্রবলতা দ্বারা প্রহার ও প্রাণসংহার করিতে প্রবৃত্তি হয়। আমরা যে জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহার অনুবর্ত্তী হইয়া কোন পণ্য বস্তুর গুণ আরোপিত করিয়া বর্ণনা করি, অথবা তাহার উচিত মূল্য না বলিয়া অধিক করিয়া বলি, তাহাদেরই অত্যন্ত অবৈধ উত্তেজনা দ্বারা অর্থ হরণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব, আমাদের ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের অত্যল্প অন্যথাচরণও অবশ্যই কোন না কোন মনোবৃত্তির অবৈধ নিয়োগের ফল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, গুরু বা লঘু কোন পাপ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অভিমত নহে। যাহাতে অজ্ঞান-কৃত ও মোহ-জনিত সকল দুষ্কর্ম্ম সমূলে নির্ম্মূল হয়, তাহাই তাহাদের অভিপ্রেত।

এক্ষণকার লোকদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কেবল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া দোষীদিগকে শাস্তি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়। কেহ অপকার করিলে তাহার প্রত্যপকার করা এবং কেহ হিংসা করিলে তাহার প্রতিহিংসা করা এক্ষণকার লোকের প্রসিদ্ধ রীতি। যদি ভদ্রলোকের মধ্যে কেহ কাহারও অপমান করে, তবে অপমানিত ব্যক্তি প্রতিপক্ষের মনের অবস্থা ও তাহার কুপ্রবৃত্তির কারণ অনুসন্ধান না করিয়া কোপান্বিত হইয়া তাহাকে কটূক্তি বা প্রহার

করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এরূপ দণ্ডে ও পশুদিগের প্রদত্ত দণ্ডে বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।

এরূপ দণ্ড-বিধানে যে কিছুই উপকার নাই এমত নহে। যে সকল ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্মপ্রবৃত্তির দুর্ব্বলতা বশতঃ আপনা হইতে দুষ্প্রবৃত্তি পরিত্যাগ না করে, তাহারা তথাপি লোকভয়ে ও শাস্তিভয়ে কতক নিরস্ত থাকিতে পারে। কিন্তু এতাবন্মাত্রেই এরূপ দণ্ড বিধানের ফলাফল পর্য্যাপ্ত হয়। ইহা দ্বারা অত্যাচারী ব্যক্তির দুষ্প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইয়া ভয়াদি প্রবল হয়, এবং অত্যাচরিত ব্যক্তির জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ইহাতে লোক-সমাজে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা রক্ষা পাইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রবৃত্তির বিলক্ষণ উন্নতি ও সমধিক চালনা ব্যতিরেকে সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠানে ও অসদ্বিষয়ের পরিত্যাগে অভ্যাস পায় না।

ধর্ম্মপ্রবৃত্তি-প্রয়োজিত নিয়মানুযায়ী দণ্ড বিধানের ফল আর একপ্রকার। আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি দোষীর দোষোৎপত্তির কারণ অনুসন্ধান করে, এবং সমুদায় ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দোষীর প্রতি অনাদর ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করিয়া তাহার দোষাঙ্কুর সমূলে উন্মূলন করিতে চাহে। কেহ কাহারও অপমান করিলে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা অবধারিত হয়, ঐ দুরাচারের জিঘাংসা ও আত্মাদর এই দুই বৃত্তির অতিশয় প্রবলতা, অথবা ঐ অপমানিত

ব্যক্তির কোনপ্রকার অন্যায়াচরণ দ্বারা অপমানকারীর ক্রোধোদয় হওয়া; কিংবা তাহার ভ্রমক্রমে অপমানিত ব্যক্তিকে আপনার অনিষ্টকারী জ্ঞান করা, এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার এই ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্তি হইয়াছে, তাহার সংশয় নাই। যদি কেহ কাহাকেও প্রবঞ্চনা করে, তবে বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিত হয়, প্রবঞ্চকের ন্যায়পরতা অপেক্ষা জুগোপিষা ও অর্জ্জনস্পৃহা বৃত্তির প্রবলতা, অথবা সম্মুখোপস্থিত বিষয়ের লোভ-সংবরণে অসমর্থতা, কিংবা প্রবঞ্চনা দ্বারা পরিণামে প্রবঞ্চকের নিজেরও অনিষ্ট হয় ইহা জ্ঞাত না থাকা, এই তিন কারণের কোন না কোন কারণে তাহার প্রতারণায় প্রবৃত্তি হইয়াছে তাহার সংশয় নাই। সমুদায় অবৈধ কর্ম্মেরই এইপ্রকার কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

এই সমুদায় কারণের নিরাকরণ করা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উদ্দেশ্য, কেন না কারণের ধ্বংস হইলেই তাহার অধর্ম্মরূপ কার্য্যের ধ্বংস হয়। যে প্রকারে এই শুভ সঙ্কল্প সম্পন্ন হইতে পারে তাহাও উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় প্রধান বৃত্তির কার্য্য। যদি কোন ব্যক্তির এরূপ উগ্র প্রকৃতি থাকে যে, সে সকল লোকেরই সহিত বিসংবাদ ও সকলেরই অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে সকল বিষয় দ্বারা তাহার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তে-জিত হইতে পারে, সে সকল বিষয়ের সহিত তাহার কোন সংস্রব না রাখিয়া কেবল বুদ্ধিমান্ শান্তি-স্বভাব

ব্যক্তিদিগের দ্বারা তাহাকে বেষ্টিত করিয়া রাখা বিধেয়। যদি সে লোভী হয়, তবে যাহাতে তাহার সমক্ষে লোভ-জনক সামগ্রী উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। যদি সে অজ্ঞানাবৃত ও ভ্রমাকীর্ণ হয়, তবে উপদেশ দ্বারা তাহার অজ্ঞান-তিমির দূর করা কর্ত্তব্য। কিন্তু কোন কোন ব্যক্তির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এরূপ প্রবল এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এরূপ দুর্ব্বল, যে তাহারা লোকালয়ে বাস করিলে কুকার্য্য না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারে না, এবং সহস্র প্রকারে বিবিধ যত্নে উপদিষ্ট হইলেও, অধর্ম্ম-পথ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। এপ্রকার ব্যক্তিরা কেবল লোকের উপর উপদ্রব করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অতএব, তাহাদিগকে যাবজ্জীবন রুদ্ধ রাখিয়া ধর্ম্ম-বিশেষে নিযুক্ত রাখা ও অন্ন বস্ত্রাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত নির্ব্বোধ যে জড় ও উন্মাদগ্রস্ত লোক, তাহাদিগকে প্রতিপালন করা যদি উচিত হয়, তবে যাহাদিগকে ধর্ম্ম-জ্ঞান বিষয়ে একপ্রকার জড় বলিলে বলা যায়, তাহাদিগকে প্রতিপালন করাও কেন না কর্ত্তব্য হয়? খঞ্জ ও অন্ধদিগকে গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যদি শ্রেয়ঃ হয়, তবে যাহারা ধর্ম্ম জ্ঞান বিষয়ে অন্ধ, তাহাদিগকে পোষণ করাও অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া কেন না স্বীকার করা যায়? কাহাকেও উক্তরূপ পাপাসক্ত জানিলে, কেহ তাহাকে আপনার ভৃত্য স্বরূপে নিযুক্ত করিতে স্বীকৃত হন না। আপনার কর্ম্মে যে ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে না পারা যায়,

তাহাকে রুদ্ধ না করিয়া জনসমাজে যথেষ্টাচার করিতে দেওয়া কি রূপে উচিত হইতে পারে? অতএব, যে সকল দোষীর দুষ্প্রবৃত্তি-বিমোচন হইয়া চরিত্র-শোধন হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সৎপ্রবৃত্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য, আর যাহাদের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে রুদ্ধ রাখিয়া ভরণ পোষণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের কষ্ট-পরিহারের ও জনসমাজের অনিষ্ট-নিবারণের উপায়ান্তর নাই।

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবলতা, লোভ-জনক দ্রব্যের সন্নিধান ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ের জ্ঞানাভাব এই তিন কারণে মনুষ্যের দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, অথচ তিনি স্বয়ং এই ত্রিবিধ দোষেরই কারণ না হন, তবে এমতে পাপ পুণ্যের কিরূপ বিশেষ হইতে পারে?

এ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম। আমাদের মানসিক প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সমুদায়ের গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই, পাপ পুণ্যের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয়। নরহত্যা করা পাপ, কারণ তাহা উপচিকীর্ষা-বৃত্তির বিরুদ্ধ। পর-ধন অপহরণ করা পাপ, কারণ তাহা ন্যায়পরতা-বৃত্তির বিরুদ্ধ। পিতা মাতাকে অবজ্ঞা করা পাপ, কারণ তাহা ভক্তি-বৃত্তির বিরুদ্ধ। আমাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় যে সর্ব্ব-প্রধান, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে যথানিয়মে

নিয়োজন ও শাসন করা যে, তাহাদের কর্ত্তব্য, এ জ্ঞানও আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ। আর যাহাতে সেই সকল প্রধান বৃত্তির প্রাধান্য থাকিয়া তাহাদের অনুমতি বলবতী হয়, জগদীশ্বর সমস্ত বাহ্য বস্তুই তদুপযোগী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা এই উভয় বৃত্তি নর-হত্যা ও চৌর্য্য-ক্রিয়াকে অতি দূষ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিতে আদেশ করে, এবং আর আর সমুদায় মনোবৃত্তি ও সমস্ত বাহ্য-বস্তু-বিষয়ক নিয়মের সহিত সেই আদেশের ঐক্য থাকে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে, ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ ও অতি প্রামাণিক।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারে, যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ হয়, তবে এ বিষয়ে সকল-দেশীয় লোকেরই একপ্রকার অভিপ্রায় থাকা সম্ভব; কিন্তু তাহার বিপরীত দেখ, তাতার-দেশীয় লোকে বিদেশীয়দিগের ধন অপহরণ করা শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করে।

এ সংশয় বিমোচন করাও কঠিন নহে। আমাদের যেমন উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা আছে, সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি অন্যান্য অনেক মনোবৃত্তি আছে। বুদ্ধিবৃত্তি যদি উচিতমত মার্জ্জিত না হয়, তবে তদ্দ্বারা উল্লিখিত প্রধান বৃত্তি সমুদায়ও অসৎ পথে সঞ্চারিত হইতে পারে। তাতার-দেশীয়দিগের ভিন্ন-জাতীয় লোককে আপনাদের শত্রু বলিয়া বিশ্বাস আছে, এই

হেতু তাহারা ভিন্ন-দেশীয়দিগের প্রাণ-বধ ও অর্থাপ-হরণ করা শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করে। তাহারা ভিন্ন-জাতীয় ব্যক্তিমাত্রকে চৌর ও দস্যু সদৃশ বলিয়া প্রত্যয় করে, এবং তদনুসারে, তাহার অপকার করিতে প্রবৃত্ত হয়। যদি তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইয়া ঐ ভ্রম দূরীকৃত হইত, তবে আর তাহাদের চৌর্য্য ও দস্যু বৃত্তিকে বিহিত কার্য্য বোধ হইত না। যদি তাহাদের এপ্রকার বিশ্বাস জন্মিয়া দিতে পারা যায় যে, কোন-জাতীয় লোক তাহাদের বৈরী নহে, সকল লোকই তাহাদিগকে ভাল বাসে ও মিত্র জ্ঞান করিয়া তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করে, এবং পরে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভিন্ন জাতি মাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ করা কর্ত্তব্য কি না, তবে তাহারা এরূপ অবিহিত কার্য্যকে বিহিত বলিয়া কখনই স্বীকার করিবে না। এতদ্দেশীয় লোকেরাও যে জীবিত দেহে সতী স্ত্রীর চিতারোহণ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জন, দেব-সন্নিধানে নরবলি-প্রদান ইত্যাদি দারুণ দুষ্কর্ম্ম সকল বৈধ বোধ করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধির দোষই ইহার এক মাত্র কারণ। তাঁহারা এই সকল ক্রিয়াকে স্বর্গ-সাধন ও শুভ-সাধন বলিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং শিক্ষকদিগের দোষে শিক্ষিতেরাও দূষিত হইয়া আসিয়াছেন। নর-হত্যা ও আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ ইহা তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে অবগত আছেন; এক্ষণে যদি জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয় জানিতে পারেন,

এ সকল কার্য্য কোন ক্রমেই স্বর্গ-সাধন নহে, শোক, দুঃখ, পর-পীড়া প্রভৃতি ইহার প্রত্যক্ষ ফল, যে শাস্ত্রে এই সমস্ত দুষ্ক্রিয়ার বিধি আছে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, তবে আর তাঁহারা কখনই এই সমুদায় নিষ্ঠুর কর্ম্মকে বিহিত বোধ করেন না। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এ অভিপ্রায় প্রকাশ করা যাইতেছে না। এ কথা যথার্থ কি না তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে। হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা বিদ্যানুশীলন দ্বারা স্বীয় বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়াছেন, তাঁহারা আর এই সমুদায় ঘৃণিত কর্ম্মকে স্বর্গ-সাধন জ্ঞান করেন না; বরং এ সকল কুপ্রথাকে নিতান্ত অসভ্যতার লক্ষণ বলিয়া বোধ করেন। অতএব, আমাদের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির স্বভাব ও ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমান, তবে তাহারা ভ্রান্তিমতী বুদ্ধি দ্বারা নিয়োজিত হইলেই, অশুভ ফল উৎপাদন করে। স্বভাব-দোষেই হউক, বা অজ্ঞান প্রযুক্তই হউক, ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির সুধাময় উপদেশ অবহেলন করিলেই দুঃখরূপ প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধানের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সকলেরই এরূপ প্রতীতি জন্মিবে যে, নিয়ম-লঙ্ঘন করিলে যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা পরমেশ্বর আমাদিগের হিতার্থেই নিয়োজন করিয়াছেন। তাহাতেও তাঁহার অপার করুণা ও অনবচ্ছিন্ন ন্যায়পরতার সুস্পষ্ট চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। এক বার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে

পুনর্ব্বার আর সে দুষ্কর্ম্ম না করি, এবং এক জনের দণ্ড দেখিয়া অন্যে শাস্তিভয়ে ভীত হইয়া সাবধান হয়, এই দুই পরম প্রয়োজন প্রাকৃতিক-নিয়মানুযায়ী দণ্ড-বিধান দ্বারা সাধিত হইতেছে। অতএব, দুষ্প্রবৃত্তি নিবারণ এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি-সাধন ঐ স্বভাব-সিদ্ধ শাস্তির উদ্দেশ্য। অসৎ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইলে দুঃখ-নাশ হয়, এবং জ্ঞান-বৃদ্ধি ও ধর্ম্মোন্নতি হইলে আনন্দ-লাভ হয়, অতএব, মনুষ্যের আনন্দ-বৃদ্ধিই ঐ শাস্তির প্রয়োজন বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পুষ্পের সহিত যেমন গন্ধের সম্বন্ধ, ধর্ম্মের সহিত সেইরূপ সুখের সম্বন্ধ। যাঁহারা কহিয়া থাকেন, অনশন, শীতোষ্ণ-সহিষ্ণুতা, অঙ্গ-বিশেষের অবশতা, শর-শয্যায় শয়ন ইত্যাদি অনর্থক ক্লেশ স্বীকার করিলে পুণ্য-সঞ্চয় হয়, তাঁহারা ঘোরতর অজ্ঞানে আবৃত। আমাদিগের কি শারীরিক কি মানসিক কোনপ্রকার ক্লেশ ভোগ করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং তদ্দ্বারা কোন ক্রমেই ধর্ম্মসঞ্চয় হয় না। সকলপ্রকার ক্লেশই তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনের ফল।

ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখ রূপ প্রতিফল যে মনুষ্যের হিতার্থে নিয়োজিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করা গিয়াছে। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহারও ঐ তাৎপর্য্য। আমরা পাপাচরণের দুঃখময় ফল ভোগ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হই, ও অন্যে

তদ্দৃষ্টে সাবধান হইয়া কুকর্ম্ম-করণে বিরত থাকে, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর সে দুঃখ নিয়োজন করিয়াছেন। ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, অশেষবিধ অপকার উপস্থিত হইয়া থাকে। বলবতী ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল সতেজে চালনা করিলে যে সুবিমল সুখ সম্ভোগ করা যায়, তাহাতে বঞ্চিত হইতে হয়; লোকের নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া মহা অসুখে কালযাপন করিতে হয়; ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া যে বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপে কৃতকার্য্য না হইয়া নৈরাশ ও বিরক্তি রূপ ফল ভোগ করিতে হয়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম পরিপালনে সম্যক্ সমর্থ না হইয়া পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইতে হয়। অধর্ম্মাচরণের এই সকল অশুভ ফল দৃষ্টি করিয়া আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব, এই অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাহাতে দুঃখনিয়োজন করিয়াছেন। অতএব, সংসারে অধর্ম্ম ও দুঃখনাশ এবং ধর্ম্ম ও সুখবৃদ্ধি এরূপ দণ্ড বিধানের একমাত্র উদ্দেশ্য, এবং আমাদের সমস্ত মনোবৃত্তি ও বাহ্য বস্তুর সমুদয় শৃঙ্খলা তাহার সম্যক্-রূপ উপযোগিনী।

অষ্টম অধ্যায়।
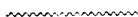
নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের সমবেত কার্য্য।

পরমেশ্বর যে নিয়ম প্রতিপালনের যেপ্রকার ফল বিধান করিয়াছেন, এবং যে নিয়ম লঙ্ঘনের যেপ্রকার শাস্তি নিয়োজন করিয়াছেন, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না। কিন্তু যদি দুই, তিন বা তদধিক নিয়ম পরস্পর সহকারী বা বিরুদ্ধকারী হইয়া এক এক কার্য্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে তন্মধ্যে কোন্ নিয়মের কি ফল ও কোন্ কারণের কি কার্য্য তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। তাহা নিরূপণ করিতে না পারাতেই, লোকে নানাপ্রকার অমূলক কারণ কল্পনা করিয়া থাকে।

নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়ম পরস্পর সমবেত হইয়া কার্য্য করিলে যেরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহার কয়েকটা উদাহরণ প্রদর্শন করা যাইতেছে।

কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়া অশেষপ্রকার অহিতাচরণ করত রাত্রিজাগরণ করিলে, শরীর অসুস্থ হয়। এ স্থলে যদিও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন হওয়াতেই রোগ জন্মে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রথমে ধর্ম্ম-বিষয়ক নিয়ম-লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়াতেই, আনুষঙ্গিক শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইয়া উঠে।

যদি কেহ বায়ু-কুণ্ঠ হইয়া দুর্গন্ধময় কদর্য্য স্থানে বাস ও অহিতকারী বস্তু ভক্ষণ করে, তবে তাহার শরীর অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হয়। এ স্থলে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনই ঐ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু তাহার অর্জ্জন-স্পৃহা-বৃত্তি অতিশয় বলবতী হওয়াতেই, শারীরিক নিয়ম-পরিপালনের ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে।

সুনিপুণ নাবিকের সুনির্ম্মিত দৃঢ় নৌকা ভাড়া করিলে অধিক ভাড়া লাগিবে এই ভয়ে যে কৃপণ ব্যক্তি কোন অনিপুণ নাবিকের পুরাতন জীর্ণ নৌকায় আরোহণ করে, তাহার জল-মগ্ন হইয়া প্রাণবিয়োগ হইবার সম্ভাবনা। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই ঐ দুর্ঘটনা ঘটিবার কারণ বটে, কিন্তু অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তির প্রবলতাকে উহার মূল কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

পূর্ব্বে, সামাজিক নিয়মের বিষয়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হয়, অনেকে ঐক্য হইয়া কার্য্য-বিশেষে কোন প্রধান ব্যক্তির বশবর্ত্তী হইয়া চলিলে বিস্তর উপকার দর্শে। কিন্তু যে ব্যক্তি সেই কার্য্য-সম্বন্ধীয় প্রাকৃতিক নিয়ম বিষয়ে সুশিক্ষিত এবং তৎপ্রতিপালন বিষয়ে সম্যক্-রূপ সমর্থ, তাঁহাকেই প্রধান পদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এ নিয়মের অন্যথাচরণ হইলে, উপকার দূরে থাকুক, অপকারেরই সম্ভাবনা। যৎকালে ফরাশিশদিগের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়, তখন কতকগুলি ইং-

লণ্ডদেশীয় রণতরি যুদ্ধসম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি লইয়া বাল্টিক সাগরে আগমন করিয়াছিল। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার সময়ে দুই তিন দিন ক্রমাগত অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা হইল। কখন্ কোন্ জাহাজ কোন্ স্থান দিয়া চলিতে লাগিল, তাহা নিরূপিত হওয়া সুকঠিন হইল। ইহাতে শঙ্কিত হইয়া কোন কোন পোতাধ্যক্ষ এইপ্রকার প্রস্তাব করিলেন যে, রাত্রে নৌকা চালনা না করিয়া কেবল দিবসে চালনা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু পোতাধিপতি স্বীয় স্ত্রী পরিবারে অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন এ নিমিত্ত, শীঘ্র গৃহে গমন করিয়া তাহাদের সহিত একত্রে ইশু খ্রিষ্টের জন্মোৎসব সম্পাদন করণার্থ ব্যগ্র ও প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া দিবারাত্র সম ভাবে জাহাজ চালাইতে অনুমতি করিলেন। যে দিন এই আদেশ দিলেন, সেই দিন রাত্রেই সমুদায় জাহাজ ওলন্দাজদিগের দেশের নিকট এক চড়ায় গিয়া লাগিল। দুই খান জাহাজ এক কালে চূর্ণ হইয়া গেল, এবং তাহাতে যত লোক ছিল সকলেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। আর এক খান গিয়া সমুদ্র-তটে লগ্ন হইল, সে জাহাজের মাল্লারা যদিও মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কিন্তু শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত কারারুদ্ধ ছিল। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘনই এই বিপদ্ ঘটনার মুখ্য কারণ বটে, কিন্তু পোতাধিপতির নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির প্রবলতা হইতেই ইহার সূত্রপাত হয়। যদি তাঁহার আসঙ্গলিপ্সার ন্যায় উপচিকীর্ষা, ন্যায়-

পরতা, ও বুদ্ধিবৃত্তি বলবতী থাকিত, এবং আত্মপরিবারের ইষ্ট চেষ্টা করা যেমন আবশ্যক, আপন অধীন পোতস্থ ব্যক্তিদিগের মঙ্গল চেষ্টা করাও সেইরূপ কর্ত্তব্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইত, বিশেষতঃ যদি তাঁহার এরূপ বোধ থাকিত যে, এপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য করিলে আপনার প্রাণনাশ হইয়া স্ত্রী পরিবারেরও অশেষ ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, তবে তিনি এপ্রকার বিরুদ্ধ ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হইতেন না।

এক জন পোতবাহ কুম্ব সাহেবকে কহিয়াছিল, আমি এক বার এক জাহাজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আমেরিকায় গিয়াছিলাম; তাহার পোতাধ্যক্ষ অতি উত্তম লোক। তিনি দেশ-বিশেষের জল বায়ুর গুণ অবগত ছিলেন, এবং ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া জানিতে পারিতেন। এক দিন তিনি ব্যস্ত হইয়া উপরকার মাস্তুল নামাইলেন, পালের দণ্ড নত করিলেন, কামান সকল বন্ধন করিলেন, এবং পোতস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ছয় প্রহরের উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতে কহিলেন। এই সমুদায় ব্যাপার সম্পন্ন হইতে না হইতেই ঝটিকা উপস্থিত হইল। জাহাজের লোকেরা সকলেই এপ্রকার সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, যে যখন যে কার্য্য সাধন করা আবশ্যক, তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। ইহাতে সে জাহাজ অনায়াসে বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিল। তাহার সমীপবর্ত্তী অন্য আর সমুদায় জাহাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং অনেকখানা ভগ্ন

ও জল-মগ্নও হইল। ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির প্রাধান্য যে কি পর্য্যন্ত হিতকারক, তাহা এই উদাহরণ দর্শনে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহারা বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির উপদেশানুসারে নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম প্রতিপালন করিল, তাহারা প্রবল-বায়ু-মুখে পতিত হইয়াও রক্ষা পাইল, এবং যাহারা তদ্বিষয়ে অবহেলা করিলেক, তাহারা অত্যন্ত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া অনেকে মৃত্যুগ্রাসে প্রবেশ করিল।

আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া পদার্থ-জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন করা তত সুগম হইয়া আসিবে। এক্ষণে অনেক পণ্ডিত ঝটিকার নিয়ম নিরূপণ বিষয়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত কৃতকার্য্য হইবেন, লোকে ঝটিকা-বিষয়ক নিয়ম প্রতিপালনে তত সমর্থ হইতে থাকিবে। শ্রুত হওয়া গিয়াছে, নবজীলণ্ড-নিবাসী লোকে ঝড় বৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ দেখিয়া এমন বুঝিতে পারে যে, তাহা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন ক্রুজ্ সাহেব স্বীয় বয়স্যদিগের সমভিব্যাহারে জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের নৌকায় ঐ দেশের একটি সামান্য লোক ছিল। এক দিবস সায়ং-কালে সেই ব্যক্তি আকাশ-মণ্ডলে কিছুমাত্র মেঘ না দেখিয়াও কহিল, কল্য অত্যন্ত বৃষ্টি হইবে। বাস্তবিকও, পর দিবস প্রাতঃকালে ঘোরতর জলবর্ষণ হইয়া তাহার ভবিষ্যদ্বাণী সম্পন্ন হইল।

ঝটিকা-বিষয়ক নিয়ম সুন্দর রূপে নিরূপিত হইলে পরে, কি প্রকারে ঝটিকার উৎপত্তি হয় ও তদ্দ্বারা কি উপকারই বা দর্শে, তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে। কিন্তু যে সকল ভৌতিক নিয়ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা প্রতিপালন করিয়া চলিতে পারিলে, এক্ষণেও ঝটিকা-সম্ভাবিত অনেক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে। কত শত নৌকা পুরাতন ও জীর্ণ এবং অনভিজ্ঞ নাবিক-দিগের দ্বারা চালিত হওয়াতে, ভগ্ন ও জল-মগ্ন হয়। অর্জ্জনস্পৃহা-বৃত্তির প্রবলতা ও বুদ্ধিবৃত্তির হীনতাই ঐ সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটিবার মূল কারণ।

সংসারে একেবারে কত শত কার্য্য-কারণ-প্রণালী চলিতেছে, তাহা কে গণনা করিতে পারে? যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে; কিন্তু অন্য কারণ উপ-স্থিত হইয়া সে কার্য্যের সুবিধা করিতে বা ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারে। লোকে সমুদায় কার্য্যের সমুদায় কারণ নিরূপণ বিষয়ে অসমর্থতা বশতঃ শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, দৈব-বিড়ম্বনা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ লইয়া মহাগোলযোগ করিয়া থাকে। যদি কোন নৌকা বিহিত বিধানে চালিত না হওয়াতে, জল-মগ্ন হয়, আর নৌকারূঢ় ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ সন্তরণ দ্বারা রক্ষা পায় এবং অবশিষ্ট সকলে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া নদীতে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে. তবে লোকে এই-রূপ বোধ করে যে, যাহারা উত্তীর্ণ হইল পরমেশ্বর বিশিষ্টরূপ প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিলেন,

এবং যাহারা জল-মগ্ন হইয়া নষ্ট হইল, পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিড়ম্বনা করিয়া নষ্ট করিলেন। এরূপ বিবেচনা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। পরমেশ্বর যে স্বয়ং সময়বিশেষে কাহারও প্রতি প্রসন্ন ও কাহারও প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া কোন শুভাশুভ ফল উৎপাদন করেন, ইহা যুক্তি-সিদ্ধ নহে। সকল কার্য্যই নির্দ্দিষ্ট কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। নৌকা-পরিচালন-বিষয়ক ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, নৌকা জল-মগ্ন হয়, সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনিপুণ নাবিকের নৌকায় আরোহণ করিলে, সঙ্কটে পতিত হইতে হয়, জগদীশ্বর জলের সহিত মানব-দেহের যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তদনুসারে সন্তরণ করিতে না পারিলে, নদী বা সমুদ্র-সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, এবং তদ্বিষয়ে সক্ষম হইলে, উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হওয়া যায়, এই সমস্ত ব্যাপার পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই সমুদয় ঘটনার পূর্ব্বে কাহারও শুভাদৃষ্ট নিরূপিত থাকে না, এবং পরমেশ্বরের অনুগ্রহ বা নিগ্রহও এই সমস্ত বিপৎপাতের কারণ নহে।

আমরা কার্য্য কারণ বিবেচনা করিয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অকস্মাৎ তাহার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া সেই কার্য্য সাধনের ব্যতিক্রম ঘটিলে, সেই ঘটনাকে দুর্দ্দৈব কহিয়া থাকি। যদি কোন

বণিক্ নৌকা করিয়া দূর দেশে পণ্য দ্রব্য প্রেরণ করেন, আর পথ মধ্যে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইয়া তাহা জল-মগ্ন হয়, তবে লোক ইহাকে কুগ্রহ, দুরদৃষ্ট ও পরমেশ্বরের বিড়ম্বনার ফল বলিয়া উল্লেখ করে। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পূর্ব্ব দুরদৃষ্টের ফলও নহে এবং পরমেশ্বরের বিড়ম্বনারও কার্য্য নহে। সুগ্রহ কুগ্রহ এ দুই শব্দের অর্থ নিতান্ত অলীক। * সমুদায় ব্যাপারই জগদীশ্বরের সাধারণ নিয়মানুসারে ঘটিয়া থাকে। বণিক্ আপন পণ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াদি সংক্রান্ত কার্য্য কারণ বিবেচনা পূর্ব্বক অর্থ-লাভ-প্রত্যাশায় প্রত্যাশাপন্ন থাকে, তাহার অলক্ষিত ঝটিকাদি-বিষয়ক-নিয়মানুগত অন্য ঘটনা উপস্থিত হইয়া তাহার সে আশা বিফল করিয়া ফেলে। কিন্তু বাণিজ্য-সংক্রান্ত নিয়ম ও ঝটিকা-সম্বন্ধীয় নিয়ম উভয়ই পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, এবং উভয়ই স্বতন্ত্র থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রণালী ক্রমে কার্য্য

---

* মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি প্রভৃতি গ্রহ সকল প্রস্তরাদির ন্যায় জড় পদার্থময়। বুদ্ধিজীবী জীবের ন্যায় তাহাদের সঙ্কল্প বিকল্প, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, অনুগ্রহ নিগ্রহ থাকা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যদি তাহাদের যথার্থই ঐ সকল গুণ থাকিত, তাহা হইলেও মর্ত্তলোকস্থ মনুষ্যদিগের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি? পরমেশ্বর যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়। গ্রহের তুষ্টি রুষ্টিতে লোকের সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়, এ কথা সদ্বিদ্যাশালী বিজ্ঞ লোকদিগের নিকটে কহিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

করিতেছে। আমরা সেই সমুদয় নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে না পারাতেই, বিপন্ন হইয়া থাকি।

যেমন অলক্ষিত কারণান্তর দ্বারা লক্ষিত কার্য্যের ব্যাঘাত হয়, সেইরূপ কখন সুবিধাও হইয়া থাকে। যদি কোন বণিক্ দূর দেশে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করে, আর সেই সময়ে সে দেশে তাহার মূল্য একেবারে চতুর্গুণ বৃদ্ধি হয়, তবে সেই বণিকের আশাতীত অর্থ লাভ হয়। লোকে এ প্রকার ঘটনাকে সুগ্রহ, শুভাদৃষ্ট, দৈবানুগ্রহ, ঈশ্বরানুগ্রহ প্রভৃতির ফল বলিয়া থাকে, কিন্তু এ ঘটনার পূর্ব্বেও বণিকের শুভাদৃষ্ট নিরূপিত ছিল না, এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ বশতঃও ইহা ঘটে নাই। তিনি যে সকল সাধারণ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুসারেই সকলপ্রকার শুভাশুভ ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে কারণের যে কার্য্য তাহা অবশ্যই ঘটে। তবে সংসারে নানাপ্রকার কারণ মিলিত হইয়া এক এক কার্য্য উৎপাদন করে, ইহাতেই সকল সময়ে সকল কারণের সমান কার্য্য প্রত্যক্ষ হয় না। যদি দুই ব্যক্তি সমান পরিমাণে গুরু-পাক দ্রব্য ভক্ষণ করে, আর তাহাতেই এক ব্যক্তির উদরাময় জন্মে, এবং অন্য ব্যক্তির শারীরিক সুস্থতা ও পুষ্টি বর্দ্ধন হয়, তবে যে সেই দ্রব্য ভিন্ন ভিন্ন শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ধারণ করে এমত নহে। মানব-দেহের সহিত তাহার যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ নিরূপিত আছে, কিছুতেই

তাহার অন্যথা হয় না। ব্যক্তি-বিশেষের পরিপাক-শক্তির তারতম্যানুসারে তাহার কার্য্যের ভিন্নতা হইয়া থাকে।

কোন কারণ অতিক্রম বা কোন নিয়ম স্থগিত করাও যায় না। মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তু ভূতলে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সেই সাধারণ নিয়মের অনুগত থাকাতে, মানব-দেহও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে পারে না। কিন্তু মনুষ্য ব্যোম-যান-যন্ত্র-সহকারে ঊর্দ্ধগামী হইতে পারেন বলিয়া লোকে জ্ঞান করিতে পারে, তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া যান। বস্তুতঃ আকর্ষণ গুণ অতিক্রম করা দূরে থাকুক, ব্যোম-যানের ঊর্দ্ধ গমন ঐ আকর্ষণ-শক্তিরই কার্য্য। যেমন শোলা ও তৈল জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া দিলেও ভাসিয়া উঠে, ব্যোম-যানও সেই রূপে বায়ুর মধ্য দিয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়। পৃথিবী বায়ুকেও যেমন আকর্ষণ করে, ব্যোম-যানকেও তেমনি আকর্ষণ করে। কিন্তু ব্যোম-যানে যে বাষ্প থাকে, তাহা এরূপ লঘু, যে সমুদায় ব্যোম-যান আপনার আয়তন-প্রমাণ বায়ু-রাশি অপেক্ষায় লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধ-গামী হয়। অতএব, এ স্থলে পৃথিবীর আকর্ষণ-ক্রিয়ার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে না। স্কটলণ্ডের অন্তঃ-পাতী গ্লাসগো নগরে একবার জ্বর-রোগ প্রবল হইয়া অত্যন্ত মরক উপস্থিত হয়। তথাকার ধনী, নির্দ্ধন, ভদ্র, অভদ্র প্রায় সকল পরিবারেই ঐ রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তথাকার কারা-

গারের এক ব্যক্তিও তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয় নাই। ইহাতে লোকে মনে করিতে পারে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করিবার কোন সন্ধান পাইয়াছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। বায়ুর সহিত অহিতকারী দুষ্ট বাষ্প মিশ্রিত থাকিলে জ্বর রোগের আবির্ভাব হয়, এবং যাহাদের শরীর দুর্ব্বল ও নিস্তেজ, তাহারা তদ্দ্বারা আশু আক্রান্ত হয়। এই নিয়ম অবগত থাকাতে, কারাগারের অধ্যক্ষেরা তথায় উত্তমরূপ বায়ু-সঞ্চারের ও গৃহ-পরিষ্কারের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন, এবং কারারুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যথোচিত হিতকারী খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতেই তথায় মরক উপস্থিত হইতে পারে নাই। অতএব, শারীরিক নিয়ম অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাহা প্রতিপালিত হওয়াতেই, কারারুদ্ধ ব্যক্তিরা মারীভয় হইতে নিস্তার পাইয়াছিল।

পরমেশ্বর যে সমস্ত শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব সংসার পালন করিতেছেন, তাহা অতিক্রম করা যায় ও তাহা অতিক্রম করিলে সুখ-লাভ হয়, এপ্রকার জ্ঞান করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য। তিনি যে বিষয়ে যে নিয়ম প্রচার করিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই, এবং যে কার্য্যের যে ফল বিধান করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিবারও সম্ভাবনা নাই।

নবম অধ্যায়।

প্রাকৃতিক নিয়ম প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ-জনক কি না তাহার বিচার।

কেহ কেহ এইপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, যখন সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করা যায়, তখন সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়মই কল্যাণদায়ক বোধ হয় বটে, কিন্তু যখন ব্যক্তি বিশেষের সুখ দুঃখের বিষয় আলোচনা করা যায়, তখন সেই সমুদায় কেবল ক্লেশের কারণ রূপে প্রতীয়মান হয়। বিচার কালে জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলা অতি সুচারু বোধ হয় বটে, কিন্তু কার্য্য কালে তাহা অত্যন্ত অশুভকর বোধ হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই পূর্ব্ব পক্ষের সিদ্ধান্ত করা অতি সুগম্য। যাহা সর্ব্ব সাধারণের শুভদায়ক, তাহা অবশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিরও শুভদায়ক তাহার সন্দেহ নাই। যে নিয়মকে মানব-জাতির সুখদায়ক বলা যায়, তাহা প্রত্যেক মনুষ্যেরও সুখদায়ক বলিতে হইবে, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য কখন মনুষ্য-জাতির অন্তর্ভূত বই বহি-র্ভূত নহে। যেমন এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বা উপবন বলা যায়, সেইরূপ, সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যের সমষ্টিকে মনুষ্য-জাতি বলে। যেমন বৃষ্টির জল বন বা উপবনের পক্ষে উপকার-জনক বলিলে, ঐ জল

তত্রস্থ প্রত্যেক বৃক্ষের পক্ষে উপকার-জনক বলা হয়, সেইরূপ, যে নিয়ম মানব-জাতির শুভ-দায়ক, তাহা প্রত্যেক মানবেরও শুভ-দায়ক তাহার সন্দেহ নাই। কাহারও অনিষ্ট সাধন করা কোন নিয়মের উদ্দেশ্য নহে, সমুদায় অমঙ্গলই প্রাকৃতিক নিয়ম-লঙ্ঘনের প্রতিফল মাত্র। গল্পচ্ছলে অতি সুগম করিয়া এ বিষয় প্রতিপাদন করা যাইতেছে।

এক স্থপতি কোন গৃহস্থের গৃহ সংস্কার করিতেছিল, হঠাৎ পদ-স্খলন হওয়াতে ছাদের উপর হইতে ভূতলে পতিত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে আহত ও ভগ্ন-পাদ হইল। ইহাতে সে সাতিশয় বেদনা প্রাপ্ত হইয়া বিধাতার প্রতি দোষারোপ করিয়া কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! কে তোমার সৃষ্টির প্রশংসা করে? তুমি অতি নির্দ্দয়। তুমি আমাকে এমন অজ্ঞান ও অশক্ত করিয়াছ, যে আমি এই বিষম বিপদে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব ক্ষণেও কিছুই জানিতে পারিলাম না, এবং এই দুর্ঘটনা ঘটিবার সময়ে ইহা আর নিবারণ করিতেও সমর্থ হইলাম না।" বিধাতা তাহার কথায় কর্ণ পাত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার কোন্ নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ বল, তাহার প্রতীকার করি।" স্থপতি উত্তর করিল, "হে ব্রহ্মন্! যে নিয়ম থাকাতে পৃথিবীর নিকটস্থ সমস্ত বস্তু পৃথিবীতে পতিত হয়, এবং লোকে যাহাকে মাধ্যাকর্ষণ বলে, সেই নিয়ম দ্বারা আমার [illegible] বিষম

বিপত্তি উপস্থিত হইয়াছে। আমি ছাদের প্রান্তে অবস্থিত হইয়া কার্য্য করিতেছিলাম হঠাৎ তাহার এক খান শিথিল ইষ্টকের উপর পদার্পণ করাতে একে বারে ভূতলে পতিত হইয়া মৃত-প্রায় হইয়াছি।” ইহা শ্রবণ করিয়া বিধাতা বলিলেন, “ আমি তোমাদের মঙ্গল সঙ্কল্প করিয়া এই নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, ইহাতে তুমি যদি সন্তুষ্ট না হইলে, তবে যে বর তোমার অভীষ্ট হয় প্রার্থনা কর, আমি তাহাই প্রদান করিব।” তাহাতে স্থপতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া নিবেদন করিল, “ হে করুণাময় লোকনাথ! আমার সর্ব্বাঙ্গে যে দারুণ বেদনা হইয়াছে, তাহার শান্তি কর, এবং যাহাতে আমাকে তোমার মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন থাকিতে না হয় তাহার উপায় করিয়া দাও।” ইহাতে ভগবান্ “ তথাস্তু ” বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

স্থপতি পরম পুলকিত হইয়া বিধাতা পুরুষের বারংবার ধন্যবাদ করিতে লাগিল, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তদ্গতান্তঃকরণে তাঁহার অর্চনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহার গাত্র-বেদনা দূরীকৃত হইল, এবং সর্ব্ব শরীর পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ছাদের উপর অবস্থিত হইল। ইহাতে সে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিল, এবং আপনাকে কৃত-কার্য্য মানিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইল। পরে ছাদের উপরে পদ-বিক্ষেপের চেষ্টা করিয়া দেখে যে পূর্ব্ববৎ আর চলিতে পারে না। সে আর পূর্ব্বোক্ত

মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পক্ষে মাধ্যাকর্ষণ থাকা আর না থাকা তুল্য হইল। শরীরের ভারবত্ত্ব-বশতঃ পৃথিবীতে অক্লেশে পদ বিক্ষেপ করা যায়। মাধ্যাকর্ষণই ভারের কারণ, অতএব মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে সহজে পদ চালনা করা সম্ভাবিত হয় না। স্থপতি কর্ণিকে করিয়া ছাদের উপর চূণ শুর্কি দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তাহা ছাদে পতিত না হইয়া শূন্যেতেই থাকিল; কারণ পৃথিবী দ্বারা আকৃষ্ট না হইলে কোন দ্রব্য পতিত হয় না। স্থপতি এই সমস্ত অসম্ভাবিত ব্যাপার দৃষ্টে অত্যন্ত ভয়াতুর হইয়া ছাদ হইতে অবতরণ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার শরীর মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন ছিল না, অতএব তাহার পদ-দ্বয় ভূতলে আকৃষ্ট না হওয়াতে, বেলুন যেমন আকাশে স্থির হইয়া থাকে, সে তেমনি শূন্যে শূন্যে ঝুলিতে লাগিল। আর যাতনা সহিতে না পারিয়া স্বীয় শরীর ভূতলে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা পাইল, তথাপি তাহা অধঃ-পতিত হইল না।

ইহাতে স্থপতি অত্যন্ত ভীত ও যাতনা-গ্রস্ত হইয়া, "হা বিধাতঃ, হা বিধাতঃ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। পরম-কৃপালু প্রজাপতি তাহা শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! আবার তোমার কি বিপত্তি ঘটিয়াছে যে, তুমি পুনর্ব্বার ক্রন্দন করিতেছ? তোমার অসন্তোষের বিষয় আর কি আছে? তুমি যে [illegible]ক

নিয়মের অধীন থাকাতে ছাদ হইতে পতিত হইয়াছিলে, তাহা তোমার পক্ষে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার গাত্র-বেদনার শান্তি হইয়াছে, আর হস্ত-পদাদি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে কি নিমিত্ত পুনর্ব্বার বিলাপ করিতেছ ” ?

ইহা শুনিয়া স্থপতি কহিল, “ হে ব্রহ্মন্! অপরাধ মার্জ্জনা কর। কেবল অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও স্পর্দ্ধাযুক্ত হইয়া এমন বিরুদ্ধ বর প্রার্থনা করিয়াছিলাম। আমাকে পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত করিয়া রাখ সেও ভাল, তথাপি পুনর্ব্বার মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়মের অধীন করিয়া দাও ”।

বিধাতা “ তথাস্তু ” বলিয়া তাহার মনস্কামনা সিদ্ধ করিলেন। স্থপতি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ববৎ বেদনা-গ্রস্ত হইয়া শয্যা-শায়ী হইল, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল স্বরূপ রোগ ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইল এবং পূর্ব্ববৎ ছাদের উপর আরোহণ করিয়া গৃহ সংস্কার আরম্ভ করিল। মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক নিয়ম মহোপকার-জনক জানিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ করিল, এবং তদ্বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক ঐ নিয়মের যথার্থ তত্ত্ব শিক্ষা করিয়া ও তৎ-প্রতিপালনে যত্নবান্ থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে কাল যাপন করিতে লাগিল। এ বিষয় যত আলোচনা করিল, ততই পরম বিধাতা পরমেশ্বরের অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ [illegible] তদ্দ্বারা তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সকল

পরিচালিত ও বর্দ্ধিত হওয়াতে, তাঁহার বোধ হইল, আমি এক অভিনব সুখরাজ্যে আগমন করিয়াছি।

বিধাতা স্থপতির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া যেমন অন্তর্হিত হইবেন, অমনি এক কৃষকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। কৃষক উচ্চৈঃ স্বরে কহিতেছে "হে বিধাতঃ! তুমি আমাকে কি অপরাধে এমন দুর্ভাগ্য করিয়াছ? আমি যাতনায় অস্থির হইয়া বহু ক্লেশে কাল যাপন করিতেছি। আমার এক এক দিবস এক এক বৎসর জ্ঞান হইতেছে।" বিধাতা তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি কি দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছ? কি নিমিত্তই বা এত খেদ করিতেছ? আমার কোন্ নিয়মই বা তোমার ক্লেশকর হইয়াছে"? কৃষাণ প্রত্যুত্তর করিল, "হে বিধাতঃ! দেখ, তোমার নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া ভূমি-কর্ষণ, বীজ-বপন, জল-সেচন প্রভৃতি ক[illegible]সাধ্য কর্ম্ম না করিলে, অন্ন পাওয়া যায় না। আমি তোমার নিয়মানুসারে শস্য-ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছিলাম, এমন সময় বারি-বর্ষণ হইতে লাগিল। সে জল যদি কেবল ভূমিতে বর্ষিত হইত, তবে হানি ছিল না, আবার আমার গাত্রেও পতিত হইল। তাহাতে আমার বস্ত্র আর্দ্র হইল, সর্ব্বাঙ্গ শীতল হইল, অবশেষে জ্বর হইয়া ঘোর বিপত্তি উপস্থিত হইল। এক্ষণে দাহ পিপাসায় অধীর হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছি। হে বিধাতঃ! তুমি সন্তানের প্রতি অতি নির্দ্দয়!"

প্রজাপতি তাহার খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! আমি তোমার কল্যাণার্থ ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি; তুমি তাহার নিতান্ত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া এই যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ। আমার নিয়মের অন্যথাচরণ করিলেও, তোমাকে তদর্থে ক্লেশ দেওয়া আবশ্যক ছিল না। তুমি নিয়ম-লঙ্ঘনের দুঃখ-ময় ফল অবগত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান্ থাকিয়া সুখী হইবে এই অভিপ্রায়ে, তোমার অত্যা-চারের প্রতিফল স্বরূপ দুঃখ নিয়োজন করিয়া দিয়াছি। এখন তোমার কি প্রার্থনা বল, তাহাই পূর্ণ করি"

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্! তোমার নিয়ম দ্বারা কি প্রকারে আমার উপকার দর্শিতে পারে? যখন আমি তোমার সমুদায় নিয়ম অবগত ও তৎ-প্রতিপালনে সম্যক্ সমর্থ নহি, তখন তদ্দ্বারা কেবল ক্লেশ ঘটনারই সম্ভাবনা। এক্ষণে এই ভিক্ষা, তোমার নিয়মরূপ পাশ হইতে আমাকে মুক্ত কর; অন্য বর প্রার্থনা করি না।"

বিধাতা কহিলেন, "আমি তোমার রোগ নিবারণ করিলাম, এবং যে সকল নিয়ম তোমার এপ্রকার ক্লেশকর হইয়াছে, তাহাও স্থগিত করিয়া রাখিলাম। অদ্যাবধি তোমার শরীর ও বস্ত্রাদি জলে আর্দ্র হইবে না, তোমার গাত্র আর শীতল ও উষ্ণ বোধ হইবে না, এবং তোমার অঙ্গ সকল আর বেদনা-গ্রস্ত হইবে না। এখন সন্তুষ্ট হইলে?"

[illegible]ত কৃষক, পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিল, "হে

করুণাময় বিধাতঃ! আমি তোমার প্রসাদে চরিতার্থ হইলাম, আমার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হইল, আমি তোমাকে পরম মঙ্গলাকর জানিয়া তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম।”

কৃষক এই কথা কহিতে কহিতে নীরোগ, বলিষ্ঠ ও প্রফুল্লচিত্ত হইল, এবং তন্নিমিত্ত বিধাতা পুরুষের পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ করিয়া ক্ষেত্রে গিয়া কার্য্যারম্ভ করিল। তখন শরৎকাল; বারংবার পর্য্যায়ক্রমে বৃষ্টি ও রৌদ্র হইতে লাগিল; কিন্তু জলেও তাহার গাত্র ও বস্ত্র আর্দ্র হইল না, এবং রৌদ্রেও তাহার শরীর উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত হইল না। তাহার পক্ষে কতকগুলি ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম রহিত হইয়া গিয়াছিল।

কৃষক হৃষ্ট চিত্তে ক্ষেত্রের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক জল আহরণ করিয়া পাদ প্রক্ষালন করিল, কিন্তু তাহার শরীর তাহাতে স্নিগ্ধ বোধ হইল না; কারণ বিধাতার বরে তাহার শীতোষ্ণাদি অনুভব করিবার শক্তি এক বারে রহিত হইয়াছিল। তদনন্তর নিকটবর্ত্তিনী নদীতে অবতীর্ণ হইয়া অবগাহন করিল, কিন্তু তাহাতেও পূর্ব্বের মত আর শরীর স্নিগ্ধ হইল না, এবং পরিধেয় বস্ত্র জল-সিক্ত না হওয়াতে, তাহার মলা দূর হইল না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া কৃষক অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইল, এবং মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি মনঃ-কল্পিত বর প্রার্থনা করিয়া বুঝি চির কালের নিমিত্ত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম [illegible] অব-

গাহনান্তে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি শিশু সন্তানকে ক্রোড়ে তুলিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! পূর্ব্বে যেমন তাহাকে ক্রোড়ে করিয়া স্পর্শ-জনিত সুখ লাভ করিত, সেরূপ সুখানুভবে সমর্থ হইল না। সেই শিশুকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি করিল, এবং উৎসুক মনে তাহার অর্দ্ধস্ফুট মধুর বাক্য শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাকে যে স্পর্শ করিতেছে এমত বোধই হইল না। সেই কৃষকের স্পর্শানুভব-বিষয়ক শারীরিক নিয়ম স্থগিত হওয়াতে, সমুদায় গাত্র স্পর্শ-শক্তি-বিহীন হইয়াছিল। সে স্নেহাভিষিক্ত নেত্রে সেই শিশু সন্তানকে দৃষ্টি করিয়া অত্যন্ত ঔৎসুক্য সহকারে তাহাকে গাঢ় রূপে আলিঙ্গন করিল, কিন্তু কিছুতেই পূর্ব্ববৎ স্পর্শ বোধ ও সুখানুভব করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে তাহার কঠিন হৃদয় দ্বারা নিপীড়িত হওয়াতে, উক্ত শিশু উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তখন কৃষক মনে মনে শোচনা করিতে লাগিল, "আমি না বুঝিয়া কি গর্হিত কর্ম্মই করিয়াছি। আমার পক্ষে কতিপয় শারীরিক নিয়ম এক বারে স্থগিত হইয়াছে।" অনন্তর সে ব্যক্তি অতিশয় রৌদ্র সেবনাদি অশেষবিধ অহিতাচার করাতে, রুগ্ন ও ভগ্নশরীর হইতে লাগিল, কিন্তু তজ্জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে, চিকিৎসা করাইতে প্রবৃত্ত হইল না। ইহাতে কৃষক অকস্মাৎ আপনার মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া চিন্তা করিল, পূর্ব্বাবধি আমার দেহ-যন্ত্র উচ্ছৃঙ্খল হইতে

আরম্ভ হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার ক্লেশানুভব-শক্তি না থাকাতে, পীড়া অনুভব করিতে পারি নাই, সুতরাং রোগ-শান্তির চেষ্টাও করি নাই। ইহাতে সে দুঃখে অভিভূত ও ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিল "হে বিধাতঃ! ভূমণ্ডলে আমার পর ভাগ্যহীন মনুষ্য আর কেহ নাই। আমি সমুদায় সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার শরীর ভগ্নপ্রায় হইল, তথাপি আমি রোগানুভব করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিতে পারি নাই। হে প্রজাপালক! তুমি আমাকে এমন দুর্ভাগ্য কেন করিলে?"

বিধাতা তাহার রোদন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "বৎস! যে সকল ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম দ্বারা তোমার জ্বর ও ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়াছিলে, তাহা আমি স্থগিত করিয়াছি। তোমার শরীরে আর বেদনা-বোধ ও উত্তাপাদি-জন্য ক্লেশানুভব হইবেক না। তবে আর তুমি কি নিমিত্ত অসুখী, এবং কি নিমিত্তই বা এত অসন্তুষ্ট?"

কৃষক কহিল, "হে ব্রহ্মন্! যাহা বলিলে যথার্থ বটে কিন্তু তুমি আমাকে বিকলেন্দ্রিয় করিয়া অতিশয় দুর্ভাগ্য করিয়াছ। পূর্ব্বে যেমন শস্য-ক্ষেত্রে আগমন করিলে সুশীতল নির্ম্মল বায়ুর হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইত, এখন আমার আর সে অপূর্ব্ব সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য নাই। আমার সন্তানেরা আমার ক্রোড়স্থ

হইলে, পূর্ব্ববৎ সুখানুভব হয় না। আমি রোগাক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছি, তথাপি রোগ-জন্য ক্লেশানুভব না হওয়াতে, তাহার প্রতীকার-চেষ্টায় প্রবৃত্তি হইতেছে না। হে বিধাতঃ! আমি অতিশয় দুর্ভাগ্য হইয়াছি। আমি শোক-সাগরে নিমগ্ন হইতেছি"।

বিধাতা বলিলেন, "আমি তোমাকে কি প্রকারে পরিতুষ্ট করিব? যখন আমি তোমাকে স্পর্শ-সুখাদি-বোধে সমর্থ করিবার নিমিত্ত ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ-শক্তি প্রদান করিয়াছিলাম, এবং শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে জানিতে পারিবে, এবং জানিয়া প্রতীকার চেষ্টা করিবে, এই অভিপ্রায়ে শারীরিক ক্লেশ বিধান করিয়াছিলাম, তখনও তুমি সন্তুষ্ট ছিলে না। পৃথিবীকে যথোচিত ফলবতী করিবার নিমিত্ত বারি-বর্ষণ হয়; মনুষ্যাদির রোগোৎপত্তি তাহার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তুমি বৃষ্টির সহিত শরীরের সম্বন্ধ না বুঝিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টি-জলে আর্দ্র হইয়াছিলে, তাহাতেই তোমার জ্বরোৎপত্তি হয়। বৃষ্টির জলে আর্দ্র হওয়াতে, তোমার শারীরিক নিয়ম যত দূর লঙ্ঘিত হইয়াছিল, তাহার অধিক আর না হয়, এই অভিপ্রায়ে তোমাকে সাবধান করণার্থ জ্বর-জন্য ক্লেশ প্রেরণ করিয়াছিলাম; কারণ ক্রমাগত এরূপ অত্যাচার করিলে তোমার প্রাণ-বিয়োগ হইত। যদি আবার তোমাকে আমার শুভকর নিয়মের অধীন করিয়া রাখি, তবে তুমি পুনর্ব্বার আমার প্রদর্শিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে অন্যায়কারী

বলিয়া নিন্দা করিলেও করিতে পার।” ইহা শুনিয়া কৃষক অতিশয় ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিল, “হে করুণাময় বিধাতঃ! এক্ষণে তোমার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্পষ্ট রূপে দৃষ্টি করিতেছি, এবং আমি যে নিতান্ত মূঢ় তাহাও অকপট হৃদয়ে অঙ্গীকার করিতেছি। আমাকে পুনর্ব্বার তোমার পরম-মঙ্গলকারী নিয়ম-প্রণালীর অধীন করিয়া দাও। আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছি, উহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও একান্ত হিতকারী। আমার ত্বগিন্দ্রিয় ও মাংসপেশী সকলকে প্রকৃতিস্থ করিয়া আমাকে পূর্ব্ববৎ স্পর্শাদি-জনিত সুখে সম্যক্ রূপ অধিকারী কর। সেই সমুদায়কে যথা নিয়মে নিয়োগ না করিলে যে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, তাহা আমি অম্লান বদনে স্বীকার করিব”।

বিধাতা কৃষকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। তাহার জ্বর ও যাতনা পুনর্ব্বার উপস্থিত হইল, কিন্তু ঔষধ-সেবন দ্বারা অবিলম্বে সে সমুদায়ের শান্তি হইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তাহার স্বাস্থ্য-লাভ ও বলাধান হইল, এবং ইন্দ্রিয় সকল পূর্ব্ববৎ সতেজ ও সবল হইল। কৃষক এইরূপ চরিতার্থ হওয়াতে, তদবধি কোন দিবস বিধাতার অগণ্য ধন্যবাদ ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিয়া জল গ্রহণ বা অন্ন ভোজন করিত না, এবং সন্তানদিগকে ক্রোড়ে করিলে, তাঁহার প্রগাঢ় প্রীতি-রসে আর্দ্র না হইয়া নিরস্ত হইত না। তদবধি সে যখন

কোন নিয়ম পালন করিয়া তাহার পুরস্কার স্বরূপ নির্ম্মল সুখ অনুভব করিত, তখন উৎসাহ পুরঃসর সানন্দ চিত্তে বিধাতা পুরুষকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিত, এবং যখন কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হইত, তখন অবিলম্বে বিধাতৃ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক সাবধান হইয়া তদপেক্ষা গুরুতর দুঃখ-ঘটনা নিবারণ করিত।

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কৃষকের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবা মাত্র আর এক ব্যক্তির আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিলেন। সে "হা বিধাতঃ, হা বিধাতঃ" বলিয়া চীৎকার করিতেছে শুনিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি আবার কি কারণে আক্ষেপ করিতেছ?" সে কহিল, "ব্রহ্মন্! আমার পিতা ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইয়া, নানাপ্রকার অহিতাচার করিয়া, স্বীয় শরীর ভগ্ন করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার দুষ্কর্ম্মফলে আমি পীড়িত হইয়া দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। আমি বাত-গ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছি। আমার অস্থি সকল ব্যথিত হইয়া বড়ই যাতনা দিতেছে। তুমি আমার পিতার পাপের নিমিত্ত আমাকে পীড়িত করিয়া ন্যায়-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছ। হে বিধাতঃ! যদি কৃপালু ও ন্যায়বান্ হও, তবে আমাকে এই বিষম যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর।"

বিধাতা তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন

" পিতা মাতার প্রকৃতি-সিদ্ধ গুণাগুণ সন্তানে বর্ত্তে এই যে শারীরিক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তুমি ইহারই দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, জিজ্ঞাসি, তুমি পিতা হইতে বাত রোগ ভিন্ন অন্য কোন স্বাভাবিক শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছ কি না ? " রোগী উত্তর করিল, " হাঁ আমি অন্যান্য অনেক সুখদায়ক বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অশেষ-সুখ-দায়ক মাংসপেশী, জ্ঞানেন্দ্রিয়, এবং বুদ্ধি ও অন্যান্য মনোবৃত্তি অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। যখন বাতের বেদনা না ধরে, তখন আমার সর্ব্ব শরীর সচ্ছন্দ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত বোধ হয়। আমার ইচ্ছামাত্রে মাংসপেশী সকল তদনুযায়ী কার্য্য করিতে তৎপর হয়। ইন্দ্রিয় সমুদায়কে সুখ-রত্নের আকর-স্বরূপ বলিলে বলা যায়। প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মালোচনা করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে পিতার পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ বাত-রোগ প্রদান করিলে ? "

বিধাতা বলিলেন, " তুমি নিতান্ত অদূরদর্শী, এই নিমিত্ত এপ্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছ। তোমার পিতা আমার নিয়ম লঙ্ঘন করাতে পীড়িত হইয়াছিলেন, তোমার জন্ম গ্রহণ কালে তাঁহার শরীর রোগাক্রান্ত ছিল, অতএব তুমিও রোগার্হ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ। যে নিয়মানুসারে তাঁহার বল, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি অধিকার করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই তাঁহার

তুল্য অসুস্থ শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। যদি এ নিয়ম তোমার পক্ষে অনিষ্টকর হয়, বল, তাহা স্থগিত করিয়া রাখি।

ইহা শ্রবণ করিয়া রোগী কহিল "হে করুণাময় বিধাতা পুরুষ! অগ্রে জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি এই নিয়ম স্থগিত কর, তবে আমি বল, বীর্য্য, ইন্দ্রিয়-সৌষ্ঠব প্রভৃতি যে সমস্ত সদ্গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাও কি নষ্ট হইবে?" বিধাতা বলিলেন, "তাহার আর সন্দেহ কি! সে সমুদায়ই নষ্ট হইবে। যে নিয়মানুসারে সে সমুদায় লাভ করিয়াছ, সেই নিয়মানুসারেই পৈতৃক রোগও প্রাপ্ত হইয়াছ। অতএব, সে নিয়ম রহিত হইলে, তাহার শুভাশুভ সমুদায় কার্য্যই নষ্ট হইবে।"

বিধাতা পুরুষের এই বাক্য সমাপ্ত হইতে না হইতে রোগী বলিয়া উঠিল, "হে ব্রহ্মন্! ক্ষমা কর, আমি সকৃতজ্ঞ চিত্তে তোমার এই শারীরিক নিয়মের অধীন থাকিব স্বীকার করিতেছি এবং তাহা লঙ্ঘন করিলে যে প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয় তাহাও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! পিতা যে তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শাস্তি পাইয়াছেন, ইহা ন্যায়ানুগতই হইয়াছে। এক্ষণে তাহা প্রতিপালন করিলে আমার রোগের শান্তি ও ক্লেশের লাঘব হইতে পারে কি না বল।"

বিধাতা বলিলেন "ক্লেশ-নিবারণই আমার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। তুমি যদি তোমার পিতার ন্যায়

নিয়ত অহিতাচার করিতে, তবে এত দিনে তোমার শরীর কেবল ব্যাধি-মন্দির হইত। বাস্তবিক, তোমাকে পিতার পাপময় পথ হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত এই পিতৃগত পীড়া প্রদান করিয়াছি। এই ক্লেশ তোমার রক্ষক-স্বরূপ হইয়া তোমাকে সাবধান না করিলে, তুমি পাপাচরণে প্রবৃত্ত থাকিয়া অধিকতর দুঃখে পতিত হইতে। এক্ষণে আমার নিয়মানুগত ব্যবহারে অবিরত নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে তোমারও দুঃখ হ্রাস হইবে, এবং তোমার সন্তানেরাও বিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিবে।”

রোগী প্রজাপতির এই সকল হিত-বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইল, এবং অতি ভক্তিভাবে বিধাতা পুরুষকে বারংবার স্তুতি ও প্রণতি করিয়া তাঁহার নিতান্ত আজ্ঞাবহ হইল। ইহাতে তাহার শারীরিক ক্লেশের ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া স্বাস্থ্য-সুখের বৃদ্ধি হইল, এবং তন্নিমিত্ত সে ব্যক্তি বিধাতার সন্নিধানে কৃতজ্ঞতা রূপ পুণ্যপাশে চিরজীবন বদ্ধ হইয়া রহিল।”

বিধাতা পুরুষ পূর্ব্বোক্ত পীড়িত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান করিয়া স্বর্গারোহণ করিতেছেন এমত সময়ে শুনিলেন, এক বালক রোগের যাতনায় অস্থির হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতেছে। বিধাতা জিজ্ঞাসিলেন “বৎস! কি কারণে রোদন করিতেছ? তোমার কি দুঃখ হইয়াছে?” বালক ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্ত স্বরে কহিল, “আমি

পিতার কঠিন পীড়া ও মাতার ভগ্ন প্রকৃতি অধিকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। রোগে আচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া দিন যাপন করিতেছি। আমার মুখে বাক্য সরিতেছে না; কথা কহিতেও ক্লেশ হইতেছে।” বিধাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি পিতা মাতা হইতে রোগ ও যাতনা ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রাপ্ত হও নাই?” শরীর ও মনের এমন কোন শক্তি প্রাপ্ত হও নাই যে. তাহা সঞ্চালন করিয়া সুখ সম্ভোগ করিতে পার?” বালক বলিল, “আমার শরীর এমন দুর্ব্বল এবং অন্তঃকরণ এমন নিস্তেজ, বোধ হয়, আমি কেবল ক্লেশ-ভোগের নিমিত্তই জীবিত রহিয়াছি।” বিধাতা কহিলেন “তোমার চিন্তা কি? আমার শারীরিক নিয়ম এখনি তোমার যাতনা শান্তি করিবেক, এবং আমি তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া আশ্রয় প্রদান করিব।” এই কথা বলিতে না বলিতে শারীরিক নিয়মের ফল প্রত্যক্ষ হইল। বালকের দেহ মৃৎপিণ্ডবৎ নির্জীব হইয়া যাতনাশূন্য হইল, এবং তাহার আত্মা তৎক্ষণাৎ বিধাতা পুরুষের নিকট উপস্থিত হইল।

তদনন্তর এক সমুদ্র-বণিক সমুদ্র-তরঙ্গে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বিধাতা পুরুষের অশেষমত অপবাদ করি-তেছে শুনিয়া, তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে আমার এত নিন্দা করিতেছ। আমাকে কি করিতে বল, তাহাই করি।”

বণিক্ কহিল, "হে ব্রহ্মন্! আমি কলিকাতা হইতে কতকগুলি পণ্য-সামগ্রী লইয়া চীন রাজ্যে গমন করিতে করিতে অদ্য সিংহপুরে আসিয়া উপনীত হইয়াছি। আমার সমুদ্র-পোতের এক পোতবাহ মদিরা-মত্ত হইয়া কি প্রকারে জাহাজে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়াছে। দেখ, আমার জাহাজ ঐ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে, আমার সমুদায় পণ্য দ্রব্য দগ্ধ হইতেছে, আমি অগ্নিভয়ে ভীত হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছি, আমার আর জীবনে আশা নাই। অতএব বলি, তুমি যদি ন্যায়বান্ হইবে, তবে দোষীর দোষে নির্দ্দোষের অনিষ্ট ঘটনা কেন হয়।"

বিধাতা বলিলেন, "তুমি আমার সামাজিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিতেছ। ভাল, যদি তাহাতে অসন্তুষ্টই হইলে, তবে তাহা স্থগিত করিয়া তোমাকে পূর্ব্ববৎ পোতারূঢ় করিয়া দিতেছি।"

বণিক্ দেখিল, জাহাজের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়াছে, অঙ্গার সকল কাষ্ঠ রূপে পরিণত হইয়াছে, আপনার ও আপন মাল্লাদিগের শরীর সুস্থ ও পোতস্থ হইয়াছে, এবং সকলেই হৃষ্ট-চিত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট আছে। বণিক্ মহা আহ্লাদে সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রজাপতির স্তব করিল, এবং মাল্লাদিগকে কহিল, "আমরা বিধাতা পুরুষের প্রসাদে বিপদ্ উত্তীর্ণ হইয়াছি, এক্ষণে, চল জাহাজ খুলিয়া চীনাভিমুখে গমন করি।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ তাহার বাক্য শ্রবণ করিল না, এবং তাহার আদেশানুসারে কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইল

না। ইহাতে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "তোমরা কি কারণে আমার বাক্য অবহেলন করিতেছ?" এ কথাতেও কেহ প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। সে দেখিল, সকলে পরস্পর কথোপকথন ও ইতস্ততঃ পদচারণ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহার কথায় মনোযোগ দেয় না। বণিক্ তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিল, আবার নানাপ্রকার বিনয়-বাক্যও বলিল, কিছুতেই তাহাদিগের প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হইল না।

তখন সে সভয় চিত্তে চিন্তা করিল, আর কিছু নয় বিধাতা আমাকে সামাজিক-নিয়ম-জনিত সমস্ত সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে অত্যন্ত ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া নিজে রজ্জু ধরিয়া একটা পাল তুলিয়া দিল, এবং আপনিই কর্ণধার হইয়া স্বাভিপ্রেত দিকে জাহাজ চালনা করিল। কিন্তু উহার লঙ্গর উত্তোলন করা হয় নাই এই নিমিত্ত, অত্যল্প দূর গমন করিয়াই স্থগিত হইল। বণিক্ লঙ্গর তুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তদ্রূপ প্রকাণ্ড লৌহ-রাশি উত্তোলন করা দশ জন মনুষ্যের কর্ম্ম, একাকী কি রূপে তাহাতে সমর্থ হইবে? না পারিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ও ত্রস্ত হইয়া পুনর্ব্বার মাল্লাদিগকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহারা কেহই উত্তর দিলেক না। তাহার পক্ষে সামাজিক নিয়ম রহিত হইয়াছিল, অতএব, সে যেমন অন্যের কুব্যবহার-জনিত ক্লেশ হইতে নিস্তীর্ণ হইয়াছিল, তদ্রূপ অন্যের আনুকূল্য লাভেও একে বারে বঞ্চিত হইয়াছিল।

তখন নিতান্ত নিরাশ না হইয়া একখান ক্ষুদ্র ভেলক আরোহণ পূর্ব্বক স্থলে অবতরণ করিল। সিংহপুরে তাহার এক মিত্র ছিল, তাহার নিকট উপনীত হইয়া সবিশেষ সমস্ত অবগত করিল, এবং উপস্থিত বিপদ্ হইতে উদ্ধারার্থে তাহার সহায়তা প্রার্থনা করিল। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! বণিকের মিত্র বণিককে সমাদর করা ও তাহার বাক্যে মনোযোগ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার প্রতি কটাক্ষপাতও করিল না; নিজ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, তাহাই সম্পন্ন করিতে লাগিল। বণিক্ পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া এক নিকটস্থ পান্থশালায় ভোজনার্থ গমন করিল; কিন্তু তথাকার পরিচারকেরা কেহই তাহার বাক্যে মনঃসংযোগ করিল না। পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন সে সিংহপুরে উপস্থিত হইত, তখন সেই পান্থশালাতেই আহারাদি করিত, এবং ঐ সকল ভৃত্যই তাহার পরিচর্য্যা করিত, কিন্তু এবার কেহ তাহাকে চিনিতেও পারিল না। সে তথায় ভূরি ভূরি বণিক্, কর্ম্মচারী ও ভৃত্য দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়াও যেন জনশূন্য অরণ্যের মধ্যে স্থিতি করিতেছে এইরূপ বোধ হইল। তখন বণিক্ দিগ্বিদিগ্-জ্ঞান-শূন্য হইয়া ব্যাকুলিত চিত্তে বিধাতাকে সম্বোধিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, "হে বিধাতঃ! আমি যে দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়াছি, ইহার অপেক্ষা সমুদ্র-গর্ভে মগ্ন ও অগ্নি-দাহে দগ্ধ হওয়া ভাল ছিল। আমার দুঃখের ভরা পূর্ণ হইয়াছে। এখন, হয় আমাকে মৃত্যু-গ্রাসে নিক্ষিপ্ত কর,

নয় পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া রাখ। আমি আর কদাপি তোমার নিয়মের নিন্দা করিব না।” ইহা শুনিয়া বিধাতা কহিলেন, “এখন তুমি কাতর হইয়া এ কথা কহিতেছ। কিন্তু পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন হইলে, তোমার ঐ জাহাজখানি দগ্ধ হইবে। তাহাতে তুমি এবং তোমার মাল্লারা এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতরণপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু তুমি নির্ধন হইবে তাহার সন্দেহ নাই। নির্ধন হইলেই পুনর্ব্বার আমার প্রতি দোষারোপ করিবে।”

বণিক্ প্রত্যুত্তর করিল, “হে ব্রহ্মন্! তোমার সামাজিক নিয়ম যে কিপ্রকার হিত-কর ও সুখ-দায়ক, তাহা পূর্ব্বে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না। যে ব্যক্তি সামাজিক নিয়মের অধীন, সে গত-সর্ব্বস্ব হইলেও দুঃখে অভিভূত ও একেবারে নিরাশ হয় না। কিন্তু যদি কেহ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইয়াও সামাজিক নিয়মের অধীন না থাকে, তবে ভূমণ্ডলে তাহার ন্যায় দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। আমার জাহাজ ও পণ্য সামগ্রী দগ্ধ হইলে আমি নির্ধন হইব তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি শরীর, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সঞ্চালন করিয়া পুনর্ব্বার জীবিকা ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিব। এই সমুদায় সঞ্চালন করাই সুখের কারণ। দারিদ্র্যাবস্থা হইলে, এ সকল বিষয় কিছু নষ্ট হয় না, বরং ইহাদিগকে চালনা করিবার আবশ্যকতা বৃদ্ধি হয়। বিশেষতঃ, সামাজিক নিয়মের অধীন থাকিলে,

বন্ধুগণের মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নিগ্ধ হইব, এবং সহযোগীদিগের সহায়তায় অবলীলাক্রমে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া সুখে থাকিব। আর অদ্যাবধি যে ব্যক্তি যে কর্ম্মের উপযুক্ত, তাহাকে তাহাতেই নিযুক্ত করিয়া সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন করিব। ইহাই তোমার অভিপ্রেত জানিলাম, অতএব এ অভিপ্রায় সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্বোক্ত নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতিফল-রূপ দুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্যই নিবারিত হইবে। হে করুণাকর! তুমি আমাকে পুনর্ব্বার সামাজিক নিয়মের অধীন করিয়া দাও; তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিলে যে শাস্তি পাইতে হয়, তাহা আমি অকাতরে স্বীকার করিব।”

বিধাতা পুরুষ বণিকের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন, তাহার জাহাজ দগ্ধ হইয়া গেল, এবং সে এক ডিঙ্গি করিয়া স্থলে অবতীর্ণ হইল। পরে বিধাতার বিধান ও মনুষ্যের স্বভাব শিক্ষা করিল, অল্প অল্প অর্থও সঞ্চয় করিল, এবং আপনাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সুখী দেখিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল।

তদনন্তর, এইরূপ অনেকানেক অত্যাচারী ব্যক্তি বিধাতা পুরুষকে স্ব স্ব দুঃখ অবগত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত প্রাকৃতিক নিয়মের দোষোল্লেখ করিল। বিধাতা তাহাদিগের প্রত্যেকের আবেদন শ্রবণ না করিয়া তাহাদিগকে এক স্থানে স্থাপন করিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত স্থপতি, কৃষক, রোগী ও বণিক্‌কে আহ্বান করিয়া কহিলেন, “তোমরা ইহাদিগকে আপন আপন

বৃত্তান্ত ও প্রাকৃতিক নিয়মের তত্ত্ব জ্ঞাপন কর। তাহা শ্রবণ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি অসন্তোষ প্রকাশ করে, তবে যে নিয়মানুসারে তাহার ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে তাহা স্থগিত করিয়া দিব।” কিন্তু স্থপতি প্রভৃতির উপদেশ শ্রবণ করিয়া কেহ আর অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। তৎকালাবধি প্রজাপতির প্রজা সকল উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাঁহার নিয়ম শিক্ষা ও পালন করিতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহার অচিন্ত্য জ্ঞান ও অপার করুণা স্বীকার পূর্ব্বক সকৃতজ্ঞ চিত্তে ভক্তি-ভাবে তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিল।

দশম অধ্যায়।

বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ-বিচার।

ভক্তি প্রভৃতি যে সমুদায় প্রবৃত্তি দ্বারা পরমার্থে মতি ও পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা হয়, তাহারা অতি প্রধান বৃত্তি। তাহাদিগের দ্বারা অতি গুরুতর ব্যাপার সমুদায় সম্পন্ন হয়। তাহারা সৎপথে সঞ্চালিত হইলে, মহোপকার জন্মায়, কিন্তু অসৎ পথে সঞ্চালিত হইলে, বিষম অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। কোন কোন মনুষ্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহার প্রসাদ-লাভ-প্রত্যাশায় পরম-শুভ-দায়ক সাধু কর্ম্মে যত্নবান্ হয়, কেহ বা ঘোরতর অজ্ঞান বশতঃ নরবলি-দান প্রভৃতি তাঁহার পরিতোষ-জনক জ্ঞান করিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

ঐ সকল প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলে, পরমেশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি জন্মে, এবং যাহা তাঁহার আজ্ঞা বলিয়া জানা যায়, তাহা প্রতিপালন করিতে শ্রদ্ধা ও যত্ন হয়। অতএব, যে সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে বৈষয়িক, শারীরিক ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা যেমন বিশ্ব-নিয়ন্তার বিশ্ব-কার্য্য-বিষয়ক বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া উচিত,

সেইরূপ, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আদেশানুসারে একান্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এপ্রকার সংযোগ হইলে, সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।

ধর্ম্ম ও বৈষয়িক কার্য্যাদি পরস্পর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা উচিত নহে। সমুদায় সাংসারিক কার্য্যই পরমেশ্বরের নিয়মাধীন; ফলতঃ তাঁহার নিয়মাধীন বলিয়াই, সে সমুদায় আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। তাঁহার নিয়মই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপারই অধর্ম্ম। অতএব, তাঁহার নিয়মানুযায়ী বৈষয়িক ব্যাপারাদিকে ধর্ম্ম-বহির্ভূত জ্ঞান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

যদি বালকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রাপ্ত হয় যে, এই বিশ্ব বিশ্ব-নিয়ন্তার নিয়ম-পুস্তক-স্বরূপ; যে সমুদায় বিধান-ক্রমে আমাদের শারীরিক ও বৈষয়িক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিতে হয়, তাহা তাঁহারই নিয়ম, ভক্তি ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সহকারে তৎসমুদায় প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, তবে তাহারা ঐ সমুদায় কর্ম্মকে কেবল স্বার্থ-সাধক বিবেচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেক না, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্ম-ক্রিয়া জ্ঞান করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাকিবে। তাহা হইলে, বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি এই ত্রিবিধ মনোবৃত্তিই ঐ সমস্ত কার্য্য সাধনে প্রবর্ত্তিত

করিবেক, কারণ যে নিয়ম বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা নিরূপিত হইবে, তাহা পরমেশ্বরের আজ্ঞা-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তৎপ্রতিপালন-বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎসাহ জন্মিবে, এবং তাহাতে ইষ্ট লাভ হইবে জানিয়া কোন কোন নিকৃষ্ট. প্রবৃত্তিও চরিতার্থ হইবে। সকল-প্রকার মনোবৃত্তি যে কার্য্যের বিধি দেয়, তাহা অবশ্য প্রামাণিক ও হিত-জনক বলিতে হয়, এবং তাহা সাধন করিবার সামর্থ্যও বৃদ্ধি হয়।

জন-সমাজে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সামান্য প্রবল নহে। সকল জাতিই এক এক প্রকার ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চলে, এক এক প্রকার পদ্ধতিক্রমে ঈশ্বরের বা মনঃকল্পিত দেবতা-বিশেষের উপাসনা করে, এবং তদর্থে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। যাহারা ধর্ম্ম-যাজক, তাঁহাদের ক্ষমতার সীমা কি? অপর সাধারণ সকল লোকেই তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অতএব, বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের যোগ থাকিলে, অর্থাৎ বিদ্যা দ্বারা যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অবধারিত হয়, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি দ্বারা সেই সমস্ত প্রতিপালন বিষয়ে অন্তঃকরণ নিয়োজিত হইলে, সংসারের যে কি পর্য্যন্ত মঙ্গল-সম্ভাবনা, তাহা বলা যায় না। যত দিন দুঃখ-নিবারিকা সুখ-দায়িকা বিদ্যা জন-সমাজে উপযুক্ত পদ ধারণ না করিবেন, অর্থাৎ যত দিন তিনি পরাৎপর পরমেশ্বরের আজ্ঞা সকল বহন করিয়া ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে সর্ব্বতোভাবে উপদেশ প্রদান না করিবেন, তত দিন, মনুষ্যের ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক

মঙ্গল সাধন বিষয়ে তাঁহার যে অপরিমেয় ক্ষমতা আছে, তাহা সম্যক্ প্রকাশ পাইবে না। যদি সর্ব্ব-জাতীয় ধর্ম্ম-যাজকেরা লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরমেশ্বর-কৃত-প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যানুশীলন বিষয়ে নিয়োগ করেন, তবে তদ্দ্বারা সংসারের যে কি পর্য্যন্ত উপকার দর্শে, তাহা বচনাতীত। তাঁহারা যদি ঐ সমস্ত নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ, উহাদিগকে প্রতিপালন করাই তাঁহার উপাসনা, এবং তৎপ্রতিপাদক গ্রন্থ সমুদায় যথার্থ ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ বলিয়া উপদেশ দেন, যাহাতে লোকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ঐ সকল নিয়ম যথাবিধানে শিক্ষা ও তদনুযায়ী ব্যবহার করে, এবং তাহা না করিলে তাহাদিগকে শাসন করেন, তবে অনতিবিলম্বে লোকের অশেষ প্রকার ভ্রম ও ক্লেশ নিবারিত হইয়া সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় তাহার সন্দেহ নাই।

পরমেশ্বর-কৃত নানাপ্রকার নিয়মের উপদেশ দিতে হইলে, তত্তদ্বিষয়ক নানাপ্রকার বিদ্যা ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া বিধেয়। পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত নিয়ম উপদেশ দেওয়া ঐ সমুদায় বিদ্যার উদ্দেশ্য। জগদীশ্বর যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করিয়াছেন, তাহারই আনুপূর্ব্বিক বিবরণ করা শারীরস্থান ও শারীরবিধান বিদ্যার প্রয়োজন। তিনি যে প্রকারে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করিয়াছেন, এবং যে রূপে বহুপ্রকার রূঢ় পদার্থের

সংযোগ বিয়োগ দ্বারা অশেষবিধ সাংসারিক উপকার সাধন করা আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার উপদেশ দেওয়া রসায়ন-বিদ্যার উদ্দেশ্য। যে সমুদায় নিয়ম দ্বারা সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরস্পর বদ্ধ ও অবস্থিত রহিয়াছে; যদ্দ্বারা জল, বায়ু, জ্যোতির গতিবিধি প্রভৃতি সম্পন্ন হইতেছে, এবং যে সমুদায় গতি-বিধায়ক নিয়ম দ্বারা শিল্প-কার্য্য সকল সম্পাদিত হইতেছে, তাহারই বিবরণ করা পদার্থ-বিদ্যার প্রয়োজন। সুপ্রণালী ক্রমে ধাতু, জন্তু ও উদ্ভিজ্জের বিবরণ করা প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তের উদ্দেশ্য। মনোবৃত্তি সমুদায় নিরূপণ, তাহাদের কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা, এবং মনের সুস্থতা-সম্পাদন ও তেজোবর্দ্ধনের নিয়ম নির্দ্দেশ করা মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ ও তাহার ফলাফল বিবরণ করা ধর্ম্ম-নীতির প্রয়োজন। এই সমুদায় বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যার মূল। ইহার প্রত্যেক বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, যে সমস্ত নিয়ম অবগত হওয়া যায়, তাহা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ বলিয়া প্রতিপালন করা; নিয়ম-বিচার দ্বারা নিয়ন্তার অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় জ্ঞান, শক্তি ও শুভাভিপ্রায় নিরূপণ করা; এবং ঐ সমুদায় নিয়ম প্রতিপালনই আমাদিগের চিত্ত-শুদ্ধি, জ্ঞানোন্নতি ও ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্যের অদ্বিতীয় কারণ বলিয়া উপদেশ দেওয়া

ব্রহ্ম-বিদ্যার উদ্দেশ্য। এইরূপ ব্রহ্ম-বিদ্যাই যথার্থ ব্রহ্ম-বিদ্যা। ইহার তাৎপর্য্য অবগত হইলে, অন্যান্য বিদ্যার সহিত ইহাকে পৃথক্ বিবেচনা করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না। অন্যান্য বিদ্যা যে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের এক এক অধ্যায়-স্বরূপ, ব্রহ্ম-বিদ্যা তাহার চরম অধ্যায়। এই সকল বিদ্যাই পরমেশ্বর-প্রণীত যথার্থ ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন পূর্ব্বক তাহা শিক্ষা করা এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন পূর্ব্বক তাহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। অতএব শিক্ষা-গুরু ও দীক্ষা-গুরু উভয়েরই তাহা সম্যক্ রূপে শিক্ষা দেওয়া বিধেয়।

উল্লিখিত বিদ্যা সমুদায় পরমেশ্বর-প্রণীত শাস্ত্র স্বরূপে উপদিষ্ট হইলে, বাল্যাবধিই লোকের তাহাতে শ্রদ্ধা ও তৎপ্রতিপাদিত নিয়ম পরিপালনে যত্ন হইবার সম্ভাবনা। এক্ষণে বর্ণ-বিশেষ ও ব্যক্তি-বিশেষ মাত্রের ধর্ম্মোপদেশ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক ব্যবস্থা দিবার অধিকার আছে; কিন্তু উক্তরূপ শিক্ষা-প্রণালী প্রচলিত হইলে, সে রীতি রহিত হইয়া সকল বিদ্যালয়ে সকল পণ্ডিত কর্ত্তৃক ধর্ম্ম-জ্ঞান প্রচারিত হইবে, এবং এক্ষণে তদ্বিষয়ে যে সকল ভ্রান্তি আছে তাহাও ক্রমশঃ দূরীকৃত হইবেক। ধর্ম্মোপদেশক পণ্ডিতেরা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত যথার্থ নিয়ম অবগত না থাকাতে, তাঁহাদের উপদেশের সহিত লোকের ব্যবহারের ঐক্য থাকে না। এতদ্দেশীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা এইপ্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া

থাকেন যে, জপ, স্তুতি, ধ্যান, ধারণায় তাবৎ পরমায়ু ক্ষেপণ করিতে পারিলেই মঙ্গল। তাঁহারা এ বিবেচনা করেন না, যে, পরমেশ্বরের জ্ঞানালোচনা ও তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশ করা যেমন আবশ্যক, তাঁহার নিয়ম পালন করাও সেইরূপ আবশ্যক। লোকে তাঁহাদিগের ঐ উপদেশ সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহের বিরোধী জানিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না। তাহারা পরিবার-প্রতিপালন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, সামাজিক-কার্য্য-সাধন ইত্যাদি ব্যাপারেই অধিক কাল ক্ষেপণ করে। বাস্তবিকও, ঐ ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষায় তাহাদের ব্যবহারকে শুভ-দায়ক বলিতে হয়, কারণ উল্লিখিত প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, পরমেশ্বর প্রজা-পালনার্থে যে সমুদায় বৈষয়িক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রতিপালন না করিলে বিস্তর প্রত্যবায় আছে। জগদীশ্বর আমাদিগের সুখ ও সৌভাগ্য উদ্দেশে যে সকল উপায় নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা অবলম্বন না করিলে তাঁহার প্রসাদ-লাভে বঞ্চিত হইয়া দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম-পুরুষার্থ-সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এ উপদেশ আমাদিগের স্বভাব-বিরুদ্ধ। আমাদিগের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী, অতএব, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।

আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এ স্থলেও ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশ অপেক্ষায় লোকের ব্যবহার প্রশংসনীয় বলিতে হয়। অতএব, এক্ষণকার ধর্ম্মোপদেশকদিগের উপদেশের সহিত লৌকিক ব্যবহারের যে এইপ্রকার বিরোধ আছে তাহা ভঞ্জন করা সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। এই বিষম বিরোধ লোকের জ্ঞানোন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির যেমন প্রতিবন্ধক, এমন আর দ্বিতীয় নাই। পূর্ব্বোক্ত বিদ্যা সমুদায়কে পরমেশ্বর-প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাহাতে যথোচিত শ্রদ্ধা করা ও লোকদিগকে তাহা ধর্ম্মোপদেশ-স্বরূপ শিক্ষা দেওয়া এ বিরোধ-ভঞ্জনের একমাত্র উপায়। সেই সমস্ত অধ্যয়ন করিলে অবগত হওয়া যায়, যে, যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত, তাহার অনুষ্ঠান করিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ ও সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হয়। অতএব, যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, যথার্থ কর্ম্ম-সাধন সাংসারিক সুখেরই কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও অনুরক্তি হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্মের সহিত লৌকিক ব্যবহারের আর অনৈক্য থাকিবে না। এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় রূপে পরি-

গণিত আছে, কিন্তু ধর্ম্মপ্রবৃত্তিরও বিষয় হওয়া উচিত। তাহা কেবল শিক্ষণীয় নহে, শ্রদ্ধনীয়ও বটে।

অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম-শৃঙ্খলার ঐক্য নাই, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য। যে সমুদায় প্রাকৃতিক নিয়ম নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইয়াছে, তদ্বিরুদ্ধ মত কখনই যথার্থ মত নহে। নিরূপিত নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মের বিরোধ দেখা যায়, তাহাতে অবশ্যই ভ্রম আছে, তাহার সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর মনুষ্যের সুখ-সাধনার্থে তাহার প্রকৃতি ও বাহ্য বস্তুর শৃঙ্খলা পরস্পর উপযোগিনী করিয়া দিয়াছেন। বালকদিগকে এই উভয় বিষয় এ প্রকারে শিক্ষা দেওয়া উচিত যে, তাহারা সেই উপদেশকে ধর্ম্মোপদেশ জ্ঞান করিয়া একান্ত শ্রদ্ধা পূর্ব্বক তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত থাকে, এবং আপনার শরীর, মন ও জন-সমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়া তাহার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার-স্বরূপ সুখ, সুস্থতা ও সৌভাগ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। প্রচলিত-ধর্ম্ম-সমুদায়ের এই-প্রকার পরিবর্ত্তন না হইলে, ধর্ম্ম দ্বারা সংসারের যত দূর উপকার হওয়া সম্ভব, তাহা কখনই হইবে না।

নানা-দেশীয় শাস্ত্রকারেরা যে সকল বিধি নিষেধ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনেক অংশ মনঃ-কল্পিত। কিন্তু জগদীশ্বর যে সমুদায় ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা তাঁহার সাক্ষাৎ আজ্ঞা

স্বরূপ। তাহা লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ দুঃখ উৎপন্ন হয়। যদি পরম্পরা-শ্রুত বৈধাবৈধ ক্রিয়ার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশকদিগের কার্য্য হয়, তবে যে সমুদায় কার্য্য পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রেত বা অনভিপ্রেত বলিয়া নিশ্চয় প্রতীয়মান হইতেছে, তাহার উপদেশ দেওয়া ধর্ম্মোপদেশের অঙ্গ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য। দুই এক উদাহরণ দিয়া এ বিষয় প্রতি-পাদন করা যাইতেছে।

পরমেশ্বর আমাদিগকে যেপ্রকার শারীরিক প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সুখ সম্ভোগ করিতে পারি। কিন্তু তদ্বিষয়ে কতক-গুলি নিয়ম নিরূপিত আছে, তাহা প্রতিপালন না করিলে, সে সুখে অধিকার হয় না। সুস্থ-কায় পিতা মাতা হইতে জন্মগ্রহণ; বাস-স্থান শুষ্ক, পরিষ্কৃত ও দুর্গন্ধবর্জ্জিত হওয়া এবং তাহাতে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকা; প্রত্যহ পরিমিত হিতকারী দ্রব্য ভোজন ও দুই এক ঘণ্টা নির্ম্মল বায়ু সেবন করা; সাত আট ঘণ্টা কোন কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া শরীর ও মন সঞ্চালন করা; নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে কিঞ্চিৎ কাল যাপন করা; অন্তঃকরণে অতিশয় উৎকণ্ঠা ও দুর্ভাবনা উদয় হইতে না দেওয়া, ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সকল প্রতিপালন করা সকলের পক্ষেই আবশ্যক। এই সমুদায় পরম-কল্যাণকর নিয়ম প্রতিপালিত না হওয়াতে, কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে ভূরি ভূরি লোকের উৎকট রোগ ও অকালে

প্রাণ-বিয়োগ হইতেছে। ঐ রোগাদির কারণ অবধারণ ও নিরাকরণ করা অপেক্ষায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির গুরুতর কার্য্য আর কি আছে? কেহ পীড়িত হইলে, ধর্ম্মোপদেশকেরা যে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তদ্দ্বারা কিরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহা এ স্থলে বক্তব্য নহে। কিন্তু যদি রোগ-শান্তির উপায় উপদেশ করা ধর্ম্মোপদেশকদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়, তবে যাহাতে রোগোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার পথ প্রদর্শন করা তাঁহাদের অধিকতর কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি তাঁহারা পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত, পরম শ্রদ্ধেয়, স্বাস্থ্য-বিধায়ক নিয়ম সমুদায় আপনারা শিক্ষা করিয়া শিষ্য যজমান দিগকে উপদেশ দেন, এবং তাহা যত্ন ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে আদেশ করেন, তবে এক্ষণে ভূমণ্ডলে রোগের যেরূপ প্রাদুর্ভাব আছে, তাহার অনেক নিবারণ হইতে পারে। লোকে অন্যত্র এ সকল বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু তাহা ধর্ম্মোপদেশকদিগের নিকট ধর্ম্মোপদেশ স্বরূপ শিক্ষা করিলে, তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে সমধিক যত্ন ও প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহারা যে সকল শাস্ত্রোক্ত যথার্থ নীতি উপদেশ করেন, লোকে তাহা শুনিয়াও তদনুযায়ী আচরণ করিতে সম্যক্ যত্নবান্ হয় না। কিন্তু যদি তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারে যে, অমুক কর্ম্ম জগতের

নিয়ম-শৃঙ্খলার বিরুদ্ধ, বাহ্য বিষয়ের সহিত তাহার ঐক্য নাই, তাহার অনুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে অবশ্যই অধিক যত্নবান্ হইবে। তাঁহারা ইন্দ্রিয়-সংযম ও রিপু-দমন অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। লোকে এই বচন মাত্র শুনিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে একান্ত যত্ন করে না। কিন্তু যদি তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে অতিভোজনে রোগ জন্মে; অতিশয় স্ত্রী-সহযোগে শরীর ও মন নিস্তেজ ও অসুস্থ হয়; অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর অপটু ও অন্তঃকরণ বিকল হয়; অতিশয় ক্রোধ ও লোভে হতবুদ্ধি, হতমান এবং কখন কখন হত-সর্ব্বস্ব হইতে হয়, তবে তাহারা ঐ সকল প্রত্যক্ষলক্ষিত প্রতিফল প্রাপ্তির ভয়ে সাবধান হইতে অধিক যত্ন করে, তাহার সন্দেহ নাই।

অতএব, ধর্ম্মোপদেশকদিগের পক্ষে প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিষয়ক বিদ্যা সকল শিক্ষা করা এবং শিক্ষা করিয়া তাহা শিষ্য যজমান প্রভৃতিকে উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই রূপে বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ হইলে মহোপকার-সম্ভাবনা।

কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে এ দেশে এই সমস্ত পরম প্রার্থনীয় ব্যাপার সম্পন্ন হওয়া দুর্ঘট। সংস্কৃত ভাষায় পূর্ব্বোক্ত বিবিধ বিদ্যা বিষয়ক সুপ্রণালীসিদ্ধ গ্রন্থ না থাকাতে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের তাহা বিশিষ্টরূপ শিক্ষা করিবার সুবিধা নাই, এবং

অদ্যাপি তাহা বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত না হওয়াতে, এতদ্দেশীয় জন-সাধারণেরও তদ্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিবার উপায় নাই। সংস্কৃত ভিন্ন অন্যান্য ভাষায় যাহা কিছু পঠিত হয়, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা এবং তাঁহাদিগের মতানুগত ব্যক্তিরা তাহা কেবল অর্থকরী বিদ্যা ও বৈষয়িক জ্ঞান বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন। তাঁহাদের এরূপ বোধ বিদ্যা-প্রচারের এক সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ইহা তাঁহাদের প্রগাঢ় কুসংস্কার ও ঘোরতর অনভিজ্ঞতার কার্য্য। যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে পরাৎপর পরমেশ্বরের অপার মহিমা অবগত হওয়া যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ শাসন স্বরূপ নৈসর্গিক নিয়ম শিক্ষা করা যায়, এবং তদনুসারে আপনাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা যায়, তাহা যদি অশ্রদ্ধেয় হেয় বিদ্যা হয়, তবে আর কোন্ বিদ্যাকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রতিপাদক বলা যাইতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমুদায় বিদ্যা ও সমুদায় জ্ঞানই পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরের কার্য্য-প্রতিপাদক। যে জ্ঞান দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা যথার্থ জ্ঞান-পদের বাচ্য নহে। তাহা মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত। নতুবা ধর্ম্ম-জ্ঞানই হউক, শিল্প-জ্ঞানই হউক, কৃষি-বিষয়ক জ্ঞানই হউক, গার্হস্থ্যাশ্রম ও রাজ্য-কার্য্য বিষয়ক জ্ঞানই হউক, সমুদায় যথার্থ জ্ঞানই পরমেশ্বর-প্রতিপাদক; কারণ তদ্দ্বারা তাঁহারই স্বরূপ ও তাঁহারই অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়। ঐ দুই ভিন্ন আর কোন বিষয় আমাদের

জিজ্ঞাস্য নহে। ঐ দুই ভিন্ন যাহা কিছু জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা কি হিন্দু, কি মোসলমান, কি বৌদ্ধ যে কোন ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ব্যক্তি বিশ্বাস করুক, অবশ্যই ভ্রান্তি-মূলক তাহার সন্দেহ নাই। অনাদি-পরম্পরা[illegible]মে অসত্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহা কদাপি সত্য হইতে পারে না। আর ধর্ম্ম কিংবা বিষয় ঘটিত কোন যথার্থ তত্ত্ব যে সময়ে নিরূপিত হউক না কেন, তাহা পরমেশ্বর-প্রেরিত ও তাঁহারই প্রতিপাদক, তাহার সংশয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিলে, শুভ ভিন্ন কদাপি অশুভ ঘটনার সম্ভাবনা নাই। অতএব, জগদীশ্বর যে বিষয়ে যে পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই অনুসন্ধান ও অবলম্বন করা আমাদের কার্য্য। তদ্ভিন্ন আর কিছুই আমাদের জিজ্ঞাস্য নহে—আর কিছুই আমাদের কর্ত্তব্য নহে। শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিলে, তিনি যে সকল শারীরিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ রূপে প্রতিপালন করিতে হইবে। স্বীয় পরিবার ও অন্যান্য লোকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য, তাহা জানিতে হইলে, তাঁহারই তদ্বিষয়ক নিয়ম শিক্ষা করিতে হইবে। দ্রুত বেগে গমনাগমনের উপায় করিতে হইলে, তিনি-গতি-বিধান বাষ্প উৎপাদন, তদ্দ্বারা বাষ্পীয় পোত ও বাষ্পীয় রথ নির্ম্মাণ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ে যে সমস্ত ভৌতিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে হইবে। আহারার্থে

শস্যোৎপাদন করিতে হইলে, তিনি ভূমিতে ও শস্যের বীজে যে সকল গুণ প্রদান করিয়াছেন, উভয়ের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন এবং তদ্বিষয়ে যে ঋতুর যেপ্রকার সাপেক্ষতা রাখিয়াছেন, তাহা সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া [illegible]-কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর রূপে রঞ্জিত করিতে হইলে, বিশ্ব-বিধাতা বর্ণোৎপাদক দ্রব্যে যে সমুদায় গুণ সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার সহিত কার্পাস ও পশু-লোমের যেপ্রকার সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহা বিশিষ্ট রূপে শিক্ষা করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন না করিলে, মনোভীষ্ট-সাধন-বিষয়ে নিরাশ হইতে হয়; আর তাহা পালন করিলে অবশ্যই কৃত-কার্য্য হওয়া যায়; কারণ এ সমুদায় নিয়ম সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠাপিত। অতএব, এ সংসারে আমাদের যে কিছু কার্য্য আছে, সে সমুদায় সম্পাদনার্থে তাঁহারই অভিপ্রায় শিক্ষা করা উচিত এবং তৎপ্রতিপাদক ধর্ম্মনীতি, পদার্থ-বিদ্যা, শারীরবিধান প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যা তাঁহারই প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া যত্ন ও শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

এই সকল গুরুতর বিদ্যার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে, এতদ্দেশীয় চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, তাহা অতি সামান্য বোধ হয়। এতদ্দেশীয়

অনেক চতুষ্পাঠীতেই যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্য, ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্র মাত্র পঠিত হইয়া থাকে। সাহিত্য-পাঠে আমোদ আছে তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু বিদ্যা-শিক্ষার প্রয়োজন যে জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মোন্নতি তাহার কিছুই হয় না। স্মৃতিশাস্ত্রের স্থানে স্থানে কিছু কিছু সুনীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ জ্ঞান-পথের কণ্টকস্বরূপ কতকগুলি এপ্রকার কাল্পনিক নিয়মে পরিপূর্ণ, যে তাহা অধ্যয়ন করিলে, কুসংস্কার-বিমোচন না হইয়া নূতন নূতন ভ্রমাঙ্কুর চিত্ত-ক্ষেত্রে বদ্ধ-মূল হয়। ন্যায়-শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উপকারক বটে; তৎপাঠে বুদ্ধির প্রাখর্য্য হয় এবং বিচার-বিষয়ে ক্ষমতা জন্মে। কিন্তু পদার্থ-বিদ্যা, শারীরস্থান, শারীরবিধান, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে, পরাৎপর পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য জ্ঞান, অচিন্ত্য শক্তি ও অপার মঙ্গলাভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়, এবং তিনি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্ব-রাজ্য পালন করিতেছেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায় মার্জ্জিত ও উন্নত হইয়া অন্তঃকরণ জ্ঞান-জ্যোতিতে সুপ্রকাশিত ও ধর্ম্ম-ভূষণে বিভূষিত হয়, সেই সমুদায়ই উৎকৃষ্ট বিদ্যা। তাহার এক এক বিদ্যা পরমার্থ-বিদ্যার এক এক অধ্যায় স্বরূপ জ্ঞান করা এবং যাহাতে ভূমণ্ডলে তৎসমুদায় সর্ব্বতোভাবে প্রচারিত হয়, তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে ঐ সকল

বিদ্যা ইয়ুরোপীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত করিয়া এ দেশে প্রচলিত করা আবশ্যক; তাহা না হইলে, আমাদের সম্পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধি ও সুখোন্নতি হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় তদ্বিষয়ক সুপ্রণালী-সিদ্ধ গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করিবেন, তাঁহারা এ দেশের পরম হিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

একাদশ অধ্যায়।

উপসংহার।

পরমেশ্বর যে মনুষ্যকে সুখ-ভোগের অধিকারী করিয়া তদুপযোগিনী উৎকৃষ্ট প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন, এবং তদর্থে তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন করিয়া সেই সমুদায় প্রতিপালনে সমর্থ করিয়াছেন, ইহা সম্যক্ রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। তিনি যে সকল ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেই সমস্ত পরিপালন করা ব্যতিরেকে আমাদের দুঃখ-সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক সুখ রূপ সুরম্য দ্বীপ সমাগমনের আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তাঁহার নিয়ম-পালনই ধর্ম্ম এবং তাঁহার নিয়ম-লঙ্ঘনই অধর্ম্ম; অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যবহারই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের কারণ। তাঁহার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র ও প্রতিপাল্য, অতএব কোনপ্রকার নিয়ম প্রতিপালনে অবহেলা করা উচিত নহে। যাঁহারা পরমেশ্বরের শ্রবণ, মনন, ধ্যান, ধারণাদি সাধনে সমুদায় কাল ক্ষেপণের মানসে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ঘোরতর ভ্রান্তি স্বীকার করিতে হইবে। এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরই এ সংসারের কর্ত্তা, এবং সংসারের পালনার্থে যে সমস্ত

শুভদায়ক নিয়ম সংস্থাপিত আছে, তিনিই তৎসমু-দায়ের প্রতিষ্ঠাতা। যাহাতে ক্রমে ক্রমে সংসারের উন্নতি হয়, তাহাই তাঁহার অভিপ্রেত, অতএব তাঁহার অভিপ্রায়ানুযায়ী কার্য্য করিয়া পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা মনুষ্যের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

যদিও বিশ্ব-নিয়ন্তার সমুদায় নিয়মই সমান পবিত্র, কিন্তু তিনি মনুষ্যের পক্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম সকলকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, এবং সেই সমু-দায়েরই উপরে আমাদের সুখ সম্ভোগ অধিক নির্ভর করে। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তেজস্বিনী হইয়া নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিদিগকে যত আয়ত্ত করিতে থাকিবে সংসারে দুঃখপ্রবাহ ততই মন্দীভুত হইয়া সুখ-প্রবাহ প্রবল হইবে।

বুদ্ধিবৃত্তি, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে। যাহারা সে সমস্ত পাঠ করিয়াছেন, এইক্ষণ অবধিই তাঁহাদের সমুদায় মনোবৃত্তির প্রয়োজন রক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। ইহা যথার্থ বটে যে এক্ষণে জনসমাজে যেরূপ বিরুদ্ধ রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহাতে এই গ্রন্থোক্ত যথার্থ তত্ত্বানুগত সমুদায় ব্যবহার সম্পাদন করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইহাতে এরূপ অবধারণ করা কর্ত্তব্য নয়, যে কোন কালেই ভূমণ্ডলের কুপ্রথা সকল রহিত হইয়া যুক্তি-সিদ্ধ বিশুদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত হইবে না।

জ্ঞানপ্রচার হইয়া লোকের চিত্ত শুদ্ধ হইলেই, ব্যবহারও শুদ্ধ হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

জনসমাজস্থ প্রভুত্বশালী লোকদিগের যেপ্রকার স্বভাব থাকে, তদনুরূপ রীতি, নীতি, ধর্ম্ম প্রভৃতি প্রচলিত হয়। যে কালে নরমেধ, সহমরণ ও বলিদান আরব্ধ ও প্রবল হইয়াছিল, তৎকালে ঐ সমস্ত কুনীতি সংস্থাপকদিগের জিঘাংসা-প্রবৃত্তি প্রবল ও উপ-চিকীর্ষা-প্রবৃত্তি দুর্ব্বল ছিল তাহার সন্দেহ নাই। যে সকল জাতি যুদ্ধ-নির্ব্বাহার্থে অকাতরে অধিক অর্থ ব্যয় করে, অথচ লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বর্দ্ধনার্থে অল্প ব্যয় করিতেও কাতর হয়; এবং অর্থোপার্জ্জনে প্রগাঢ় পরিশ্রম ও অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করে, অথচ জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনার্থে নিতান্ত অনুরাগশূন্য থাকে; তাহাদের জিঘাংসা, প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর ও অর্জ্জন-স্পৃহা বৃত্তি যে উপচিকীর্ষা ও ন্যায়পরতা প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রবল, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণকার অনেক-জাতীয় লোকেরই ঐপ্রকার স্বভাব; অতএব তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইবার পূর্ব্বে মনের ভাব পরিবর্ত্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমে কর্ত্তব্য কর্ম্ম উপদেশ করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায়কে সুশিক্ষিত করা, পরে তদ্বিষয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি নিয়োজন করা, অব-শেষে তদনুযায়িনী রীতি নীতি সংস্থাপন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

জগদীশ্বর বিশ্ব-পালনার্থে যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়ম

সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা বালকদিগকে সম্যক্ রূপে উপদেশ দেওয়া উচিত। ইহাই দোষাকর দেশাচার সমুদায় পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যুক্তিসিদ্ধ বিশুদ্ধ ব্যবহার সংস্থাপনের প্রধান উপায়। বালকদিগের অন্তঃকরণে এপ্রকার কুসংস্কার জন্মে না, এবং যে সকল কুসংস্কার জন্মে, তাহা এপ্রকার প্রগাঢ় হইয়া উঠে না, যে নিরা-করণ করা অসাধ্য। অতএব, তাহারা যদি প্রথমাবধি যথোচিত সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তবে পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম সমুদায় যে মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী এবং সেই সকল প্রতিপালন করাই যে যথার্থ ধর্ম্ম ও তদ্বিরুদ্ধ সমস্ত দেশাচার ও কুলাচার যে মনু-ষ্যের মনঃ-কল্পিত ও অশেষপ্রকার অনিষ্ট কারক, ইহা তাহাদের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে, এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেই এক্ষণকার কুপ্রথা সমুদায় উচ্ছেদ করিয়া যুক্তি-সিদ্ধ সুনীতি সকল প্রচলিত করিতে যত্ন হইবে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা হ্রাস হইয়া সুশিক্ষিত লোকের সংখ্যা যত বৃদ্ধি হইবে, ততই সত্য স্বরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশের প্রতিবন্ধক সকল খণ্ডিত হইয়া সদাচারসংস্থাপনের সুবিধা হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অতি শুভদায়ক বলিয়া তখন বোধ হইবে, বোধ হইলেই তদনুযায়ী ব্যবহার করিতেও প্রবৃত্তি হইবে। তদনুযায়ী ব্যবহার দ্বারা বিদ্যা, ধর্ম্ম, সুখ ও সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইবে, এবং প্রধান প্রধান মনোবৃত্তি সকল তেজস্বিনী হইয়া

উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতএব, যে সকল নিয়ম পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও যথার্থ শুভদায়ক, তাহা অবশ্যই প্রচলিত হইয়া পরিণামে সত্যেরই জয় হইবে। কোন অভিনব তত্ত্ব প্রকাশিত হইলে, অজ্ঞ লোকে তাহা সহসা অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্ত হয় না; কিন্তু তাহা কালক্রমে বিচক্ষণ লোকদিগের গ্রাহ্য ও আদরণীয় হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত ও প্রচলিত হয় তাহার সন্দেহ নাই।

বালকদিগকে যেরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ গ্রন্থের আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করিলে, তাহা অনায়াসে বোধ হইতে পারে। যখন জগদীশ্বর আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, এবং বাহ্য বস্তু সমুদায়েরও এপ্রকার অপরিবর্ত্তনীয় স্বভাব করিয়া রাখিয়াছেন, যে কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা হইতে পারে না, এবং এই উভয়ের পরস্পর এপ্রকার আশ্চর্য্য সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, যে তদনুযায়ী ব্যবহার করিলেই সুখোৎপত্তি হয়, তখন এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা পরম হিতকারী, অতিশয় আবশ্যক ও নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সমুদায় বিষয়ের যত জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, এবং যেরূপ শিক্ষা দ্বারা এই সমস্ত বিষয় শিক্ষা করা যায়, তাহাই আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখোন্নতি বিষয়ে যথার্থ উপকারী। এতদ্দেশীয়

লোকের মধ্যে যাঁহাদের বিদ্যাভ্যাস গুরুমহাশয়দিগের পাঠশালায় সমাপ্ত হয়, তাঁহারা যাহা কিছু শিক্ষা করেন, তাহা বিদ্যা বলিয়া ধর্ত্তব্য নহে। যাহারা বর্ণ-বিন্যাস ও সামান্য-প্রকার ভূমিপরিমাণ ও তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ অঙ্ক শিক্ষা করিয়া আপনাদিগকে বিজ্ঞ ও কৃত-কর্ম্মা জ্ঞান করেন, তাঁহারা যথার্থ কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হাস্যাস্পদ হন। চতুষ্পাঠীতে যে সকল শাস্ত্র অধীত হইয়া থাকে, পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গ করা গিয়াছে। যাঁহারা প্রধান প্রধান ইংরেজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ইংরেজি ভাষায় সামান্যপ্রকার রচনা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে বিশিষ্টরূপ বিদ্যাবান্ বোধ করেন। যদিও উপদেশ প্রদান ও অন্যান্য বিষয়ক অভিপ্রায় প্রকাশার্থে রচনা শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কিন্তু আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ সাধনার্থে যে সকল বিষয় অভ্যাস করা উচিত, তন্মধ্যে গণিত করা যায় না। বাস্তবিক, রচনা-শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-প্রচারের উপায় শিক্ষা মাত্র। ফলতঃ, ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম শিক্ষার্থে যে সকল বিদ্যা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য, এ দেশের প্রধান প্রধান বিদ্যালয়েও তাহার অধিকাংশ অধীত হয় না। অপর সাধারণ সকলেরই যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, তাহা ভারতবর্ষের কোন স্থানে অদ্যাপি আরব্ধ হয় নাই।

পরিশিষ্ট।

সুরাপান।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের ৪৩ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, অনেকে সুরা পান করা গর্হিত বলিয়া স্বীকার করেন না। অতএব, পরিশিষ্টে এ বিষয়ের বিচার করা যাইবেক। তদনুসারে, এক্ষণে সুরাপানের দোষ-গুণ-বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। পাঠকবর্গ সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া যথাবিহিত বিবেচনা করিবেন।

প্রথমতঃ-সুরাপান-পরায়ণ হইলে যে, বুদ্ধিবৃত্তি বিকল ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকল প্রবল হয়, ইহা অপর সাধারণ সকলেরই বিদিত আছে। যাহারা অহরহ মদিরা পান করিয়া মত্ত হয়, তাহারা ক্রমে ক্রমে হতজ্ঞান ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। যাহাদিগকে অন্য সময়ে শিষ্ট ও শান্ত দেখা যায়, তাহারাও মদিরা-মত্ত হইলে অত্যন্ত অশ্লীল বচন ব্যবহার করে, এবং পরস্পর বিবাদ ও কলহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা দিবা-ভাগে সভ্য ভব্য হইয়া জনসমাজে শিষ্টাচরণ দ্বারা যথেষ্ট সমাদর লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কত কত ব্যক্তিকে

রাত্রিকালে মদ-মত্ত হইয়া ক্ষিপ্তবৎ ব্যবহার করিতে দৃষ্টি করা যায়। এতদ্দেশীয় কত কত সুশীল শান্ত-স্বভাব ভদ্রসন্তান সুরারূপ বিষম বিষ পান দ্বারা পশুর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত অব্যবস্থিত-চিত্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কহেন, মদ্যপান করিলে যেমন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়, সেইরূপ ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তাঁহাদের এ কথা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ। যদি মদিরা পান করিলে, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইত, তাহা হইলে ভূমণ্ডল অত্যল্প কালে অক্লেশে ধর্ম্মরূপ সুধা-রসে অভিষিক্ত হইতে পারিত। প্রত্যুত, তদ্দ্বারা কাম জিঘাংসাদি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া পৃথিবীতে পাপ তাপ প্রবল করিতেছে। সুশীল ব্যক্তিরা সুরাপান দ্বারা দুঃশীল হইয়া উঠে, ইহা সচরাচর সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু কে কোথায় দেখিয়াছে, দুঃশীল ব্যক্তিরা মদ্য পান করিয়া সুশীল হইয়াছে? ইয়ুরোপীয় ইতর লোকেরা যে এতদ্দেশীয় ইতর লোকদিগের অপেক্ষায় দুর্দ্দান্ত ও দুর্ব্বিনীত, প্রতিমাসেই যে ইয়ুরোপ হইতে নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর দুষ্কর্ম্মের সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সর্ব্বত্রই যে কামরিপুর আতিশয্য-ঘটিত লাম্পট্যদোষের বাহুল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে মদ্যপান ও অন্যান্য মাদকসেবন তাহার এক প্রধান কারণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে।

বহুদর্শী বিখ্যাত সেনাপতি ডিউক্ আব্ ওয়েলিংটন্ পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন, দুরাচার ব্রিটিশ সেনারা যত

দুষ্কর্ম্ম করে, মদমত্ততাই প্রায় সমুদায়ের কারণ *। সেরিফ্ এলিসন্ সাহেব গ্লাস্‌গো নগরের বিষয়ে এই-প্রকার লিখিয়াছেন যে, তথায় প্রতিবৎসর গড়ে ২৫০০০ ব্যক্তি মদমত্ত হইয়া অত্যাচার করাতে কারারুদ্ধ ও দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া থাকে †। ভারতবর্ষস্থ ব্রিটিশ সেনা-পতি গত ২৩ এ ফিব্রুয়ারিতে সৈন্যদিগের পান-দোষ বিষয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়া লেখেন, তাহা-দের যাবতীয় অত্যাচারের বৃত্তান্ত সেনাপতির কর্ণগোচর হয়, তাহার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ মদমত্ত ব্যক্তিদিগের কৃত ‡। কর্ণেল্ সাইক্স এ বিষয়ের যে অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বারংবার ধন্যবাদ করিতে হয়। তিনি অপরিমিতপায়ী, পরিমিত-পায়ী, অমদ্যপায়ী এই ত্রিবিধ সৈন্যদিগের অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া স্পষ্ট রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাহারা লোকের উপর উপদ্রব করাতে বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়া যত দণ্ড পায়, তন্মধ্যে অপরিমিতপায়ীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পরিমিতপায়ীরা তাহার তিন ভাগের এক ভাগ, এবং অমদ্যপায়ীরা আট ভাগের এক ভাগ মাত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে ¶। ইহা প্রসিদ্ধই আছে,

---

* The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 104.

† The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 71.

‡ The Bombay Temperance Repository, No. 3. p. 135.

¶ The Calcutta Christian Advocate of the 22nd November, 1851.

দস্যুগণ যখন কোন গৃহস্থের গৃহ আক্রমণ করিতে যায়, তখন আপনাদের কোন কোন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিবার নিমিত্ত মদ্যপান করিয়া থাকে। গণনা দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, যে স্থলে এক জনও অমদ্যপায়ী সৈন্য শাস্তি পায় না, সে স্থলে গড়ে ২৮ জন মদিরাসক্ত সৈন্য দণ্ড ভোগ করিয়া থাকে *। সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফলোৎপত্তি বিষয়ে ইহার অপেক্ষায় অধিক প্রমাণ আর কি হইতে পারে? এই সমস্ত ভয়ঙ্কর ব্যাপার পাঠ করিতে করিতে কাহার না অশ্রুপাত হয়?

অতএব, মদিরা-পানে প্রবৃত্ত থাকিলে যে অনেকানেক অনিষ্টকারী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে পরাভব করিতে থাকে এ বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। সুরাপান সংসারের পাপ-প্রবাহ প্রবল ও দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিয়া রাখিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি। তাহারা সংসার-সাগরের কর্ণধার স্বরূপ এবং তাহাদের অমৃতময় উপদেশ পরাৎপর পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ। অতএব, যে কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগকে দুর্ব্বল ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদায়কে প্রবল করা হয়, তাহা কদাপি ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ও পাপ-নিবর্ত্তক পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। অতএব তাহা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।

---

* The Bombay Temperance Repository, No. 3. p. 103.

দ্বিতীয়তঃ।—অনেকে কহেন, সুরাপান করিলে শরীর সুস্থ ও সচ্ছন্দ থাকে, অতএব তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের এই অনর্থক অভিপ্রায় নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক ও অত্যন্ত অশ্রদ্ধেয় বোধ হইবে। মদিরা পান করিলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হয়, নাড়ী বলবতী হয়, এবং শারীরিক শক্তি সমুদায় উত্তেজিত হয় বটে, কিন্তু ইহা শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন পক্ষে হিতকারী হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত অহিতকারী হইয়া উঠে। যদিও কোন কোন প্রকার মদ্য ব্যবহার দ্বারা শরীর হৃষ্ট পুষ্ট থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু সুরারূপ বিষম বিষে জর্জ্জরীভূত হইয়া শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্ষীণ হইয়া পড়ে। এই হেতু, প্রথমে যে পরিমাণে মদিরা পান করিলে, শরীর সতেজ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত বোধ হয়, পরে তদপেক্ষায় অধিক পান না করিলে আর সেরূপ বোধ হয় না। এই রূপে, ক্রমে ক্রমে পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়া যায়, অবশেষে মদিরার বশীভূত হইয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ও নানা রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। তখন পরিপাক-শক্তি ও অন্যান্য শারীরিক শক্তি এত ক্ষীণ হয় যে, সুরাপান না করিলে আর ভোজনে রুচি হয় না, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয় না, এবং অন্যান্য আবশ্যক কর্ম্ম ও আমোদ প্রমোদাদি কিছুই করা যায় না। যে সমস্ত শারীরিক শক্তি দ্বারা শারীরিক ব্যাপার সকল সম্পন্ন হইয়া শরীর সজীব ও সতেজ

থাকে, তাহার হ্রাস হইলে যে নানাপ্রকার পীড়া উপস্থিত হইতে পারে, ইহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিলেও সঙ্গত বোধ হয়। ডাক্তার পেরেরা এক জন প্রধান চিকিৎসক ও অতি প্রামাণিক গ্রন্থকার। তিনি লিখিয়াছেন, সুরাপান ব্যতিরেকে যে শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ থাকিতে পারে, এবং সচরাচর মদ্য ব্যবহার করিয়া যে অনেকের অনিষ্টোৎপত্তি হয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তদ্দ্বারা অশ্মরী, পাদশোথ, উদরী, যকৃৎ, এবং মস্তিষ্কের ও পাকস্থলীর পীড়া উৎপন্ন ও প্রবল হইয়া থাকে *। শারীরবিধানবিদ্যা-বিশারদ অতিপ্রধান চিকিৎসক কুম্ সাহেবও এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঔষধ স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন স্থলে সুরাপান করা বিধেয় নহে †। আর ডাক্তার কার্পেন্টর এ বিষয়ে এক স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিয়া প্রগাঢ় যুক্তি, প্রচুর প্রমাণ ও অপর্য্যাপ্ত উদাহরণ প্রদর্শন পূর্ব্বক সুরাপান রূপ মহাপাতকের প্রতিষেধ পক্ষে যেপ্রকার মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, মদ্যপ্রিয় মহাশয়দিগকে নিরুত্তর হইতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। তিনি ভূরি ভূরি বিখ্যাত

---

* Treatise on Food and Diet by Jonathan Pereira. London. 1843, pp. 425-427.

† Physiology of Digestion by Andrew Combe, 1845, pp. 142 and 143.

চিকিৎসকের অভিপ্রায় সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, মদিরাসক্ত হইলে অপস্মার, পক্ষাঘাত, অগ্নিমান্দ্য, বাত, যকৃৎ, মূত্র-রোগ, চর্ম্মের রোগ, মুখের ব্রণ ও ক্ষত এবং হস্ত পাদাদির কম্প প্রভৃতি অনেকপ্রকার পীড়া উৎপন্ন হয়, এবং কারণান্তর দ্বারা উৎপৎস্যমান অনেকানেক রোগের পূর্ব্বাবস্থায় সুরাপান করিলে, তাহা অবিলম্বে প্রকুপিত হইয়া দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে *।

অনেকে কোন কোন সুরাপায়ীকে স্থূলকায় হইতে দেখিয়া বিবেচনা করেন, মদ্য পান দ্বারা বল ও বীর্য্য বৃদ্ধি হয়। কিন্তু তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। কোন কোন মদিরা পান করিলে শরীরে মেদ-সঞ্চয় হইতে পারে বটে, কিন্তু মেদ কদাপি বলোৎপাদক নহে; প্রত্যুত, সমধিক মেদ সঞ্চয় হইলে শরীরের শক্তি ও কাঠিন্য হ্রাস হইয়া নানাপ্রকার রোগের সঞ্চার হইতে থাকে। এ কারণ, সুপণ্ডিত চিকিৎসকেরা সমধিক মেধ সঞ্চয়কে এক স্বতন্ত্র রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুরাপায়ীদিগের শরীর অধিক রোগার্হ হইয়া অত্যল্প কারণেই রোগাক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, আহত ও পীড়িত হইলে অমদ্যপায়ী ব্যক্তিরা যেরূপ আশু প্রতীকার প্রাপ্ত হয়, মদিরাসক্ত ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, Chap. I. Sect. III.

হয় না। তাহাদের রোগ অবিলম্বে কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে *। ফলতঃ, যখন উৎকট উৎকট মদিরা পান করাতে, কত কত ব্যক্তির জীবিত দেহ কাষ্ঠাদি দাহ্য বস্তু সংযোগ ব্যতিরেকে আপনা হইতে দগ্ধ হইয়া একেবারে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে †, তখন সুরা যে সুরাপায়ী ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি বিষবৎ গুণ প্রকাশ করে, ইহাতে সন্দেহ কি?

মদ্যপান উন্মাদ-রোগের এক প্রধান কারণ। কয়েক বৎসর হইল, ইংলণ্ডস্থ উন্মাদ-গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের উন্মাদ রোগের কারণানুসন্ধান করণার্থ, কতিপয় আমিন নিযুক্ত হইয়া, ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশীয় ৯৮ টা ক্ষিপ্ত-নিবাসের তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১২০০৭ জন উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া লেখেন, ঐ ১২০০৭ জনের মধ্যে ১৭৯৯ জন সুরাপান করিয়া ক্ষিপ্ত হয়, অবশিষ্ট সকলে ইন্দ্রিয়-দোষ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, পিতা মাতার উন্মাদ-রোগ প্রভৃতি অন্যান্য কারণে উন্মত্ত হয়। কিন্তু এই শেষোক্ত কয়েক কারণেও সুরাপানের সাহচর্য্য

---

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, Chap. I. Sect. III. pp. 74. and 75.

† জুলিয়া ডে ফন্‌টেনেল নামে এক ব্যক্তি এইপ্রকার ১৫ টা ভয়ঙ্কর ব্যাপারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন।

Maunder's Scientific and Literary Treasury. Article 'Spontaneous.'

ছিল তাহার সন্দেহ নাই। গ্লাসগো-নগরস্থ ক্ষিপ্ত-নিবাসের সাত বৎসরের বিবরণ পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সুরাপান যে কি সর্ব্বনাশের হেতু তাহা অনায়াসেই প্রতীত হইবে।

খৃষ্টাব্দ	ক্ষিপ্ত লোকের সংখ্যা	যত লোক পিতা মাতার উন্মাদ রোগ প্রাপ্ত হয়।	যত লোকের ক্ষিপ্ত হইবার কারণ নিরূপিত হয় নাই।	অপরিমিত মদিরা পান করাতে যত লোক ক্ষিপ্ত হইয়াছিল।
১৮৪০	১৪৯	৩	৩৪	২০
১৮৪১	১৭৭	২০	৪৪	৩০
১৮৪২	১৯৯	৫৪	২০	৪৬
১৮৪৩	৩২৭	১১৬	৩৮	৩১
১৮৪৪	৩৯০	৭৭	৪১	৫৩
১৮৪৫	৩৬৪	৪৭	৩৮	৯০
১৮৪৬	৪১৪	৪৯	৬২	১০৫
সমুদায়ে	২০০০	৩৩৬	২৭৭	৩৭৫

স্কট্‌লণ্ডের অন্তঃপাতী এবর্ডিন ও ডণ্ডী, এবং আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডব্‌লিন্ প্রভৃতি নানা স্থানের ক্ষিপ্ত-নিবাসের যে সমস্ত বিবরণ মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতেও সুরাপান অনেকানেক ব্যক্তির উন্মাদ-রোগের কারণ বলিয়া লিখিত আছে। ডাক্তর ম্যাকৃনিশ্ ডবলিন-নগরস্থ এক চিকিৎসালয়ের বিষয়ে লিখিয়াছেন, এক্ষণে তথায় ২৮৬ জন ক্ষিপ্ত অবস্থিতি করিতেছে, তাহার অর্দ্ধেক লোক মদিরা পান করিয়া ক্ষিপ্ত হইয়াছে *।

সুরাপান রূপ মহাপাপের বিষময় ফল কেবল পানকর্ত্তার প্রতিফল প্রাপ্তি মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না, তদ্দারা তাঁহার সন্তানদিগেরও অশেষপ্রকার অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। পিতা মাতার গুণাগুণ যে সন্তানে বর্ত্তে তাহা এই গ্রন্থের প্রথম ভাগে স্পষ্ট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। মদ্যপায়ীর সন্তানদিগের মানসিক দৌর্ব্বল্য, বীর্য্য-হানি, পানাসক্তি, উন্মাদ-রোগ ও জাড্যদোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে, প্রাচীন ও নব্য অনেকানেক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া মদিরাপান নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। প্লুটার্কনামক সুবিখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত কহিয়াছেন, "এক মদোন্মত্ত অন্য মদোন্মত্তকে উৎপাদন করে।" এবং ভুবন-বিখ্যাত এরিষ্টটল

* Use and Abuse of Alcoholic Liquors, by W. B, Carpenter, 1850, pp. 30-43.

লিখিয়াছেন, “সুরাসক্ত স্ত্রীগণ আত্মসদৃশ সন্তান সকল প্রসব করে।” ডাক্তর ব্রোন, হবিসন, হো প্রভৃতি বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা এ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। হো সাহেব লেখেন ৩০০ জড়ের জনকজননীদিগের চরিত্রের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৪৫ অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকে প্রসিদ্ধ মদিরাসক্ত ছিল *। এক বার কোন পরিবারে পান-দোষ প্রবিষ্ট হইলে, পুরুষানুক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। ডাক্তর ডাকইন্ কহেন, যে সমস্ত রোগ পান-দোষ দ্বারা উৎপন্ন হয়, তাহা তিন পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতে পারে এবং যদি সুরাপায়ীর পুত্রপৌত্রাদি মদ্যপানে বিরত না হয়, তবে যে পর্য্যন্ত তাহার বংশলোপ না হয়, সে পর্য্যন্ত ঐ সমস্ত রোগ তাহার পরিবারকে অধিকার করিয়া থাকে †। অতএব, যাঁহারা স্বীয় সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী, মদিরাপানে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের পক্ষে কোন মতেই উচিত নহে।

যখন সুরাপানে আসক্ত হইলে অশেষপ্রকার উৎকট উৎকট রোগ উৎপন্ন হয়, তখন তদ্দ্বারা আয়ুঃ-ক্ষয়েরও সম্ভাবনা। মনুষ্যের পরমায়ুর উপর বিমা করা যাঁহা-দের ব্যবসায় ‡, তাঁহারা অপরিমিত-মদ্যপায়ীদিগের

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 44.

† Saturday Magazine, vol. 2. No. 43.

‡ তাঁহারা যাহার জীবনের উপর বিমা করেন, তাহার নিকট

উপর বিমা করিতে স্বীকার করেন না। যদি কাহারও মরণান্তে জানিতে পারেন, অমুক মদ্যপানে অনুরক্ত ছিল, তবে তাহার বিমা অগ্রাহ্য করেন। ইংলণ্ড দেশে ৪০ বৎসরবয়স্ক ১০০০ ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ১৩ জন করিয়া বৎসর বৎসর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, কিন্তু যাহাদের উপর পূর্ব্বোক্তপ্রকার বিমা করা হয়, তন্মধ্যে সহস্রে ১১ জন করিয়া প্রতিবর্ষে কাল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তত্রস্থ টেম্পোরেন্স প্রাবিডেণ্ট ইনিষ্টিটিউসন নামক সমাজভুক্ত ব্যক্তিরা সুরাপান একে বারেই পরিত্যাগ করে, এই নিমিত্ত দীর্ঘায়ু হয়। ইংলণ্ড-দেশস্থ যে সমস্ত লোকের বয়ঃক্রম ১৫ বর্ষের ন্যূন এবং ৭০ বর্ষের অধিক নহে, তাহাদের মধ্যে বৎসর বৎসর গড়ে সহস্রে ২০ জন করিয়া মৃত্যু-গ্রাসে প্রবেশ করে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত-সমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ষে বর্ষে সহস্রে ৬ জন করিয়া মৃত হইয়া থাকে, তাহাদের এরূপ দীর্ঘ-পরমায়ু-প্রাপ্তির অন্যান্য কারণও থাকিতে পারে, কিন্তু মদ্যপান-পরিত্যাগ যে এক প্রধান কারণ তাহার সন্দেহ নাই *।

যখন শীতল প্রদেশেও মদিরাপান শারীরিক স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত অহিতকারী, তখন

হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু মুদ্রা গ্রহণ করিয়া এরূপ অঙ্গীকার করেন, যে তোমার মৃত্যুর পর তোমার উত্তরাধিকারীদিগকে এত মুদ্রা প্রদান করিব। সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হইলে তাঁহাদের লাভ হয়, নতুবা ক্ষতি হয়।

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 85-87.

আমাদের দেশের ন্যায় উষ্ণ দেশে তদ্দ্বারা অধিক অনিষ্টোৎপত্তিরই সম্ভাবনা। ডাক্তর র, জ্যাক্‌সন্ সাহেব লিখিয়াছেন উষ্ণ-প্রদেশ-স্থিত যে সমস্ত ব্যক্তি তাদৃশ মদ্য মাংস ব্যবহার না করিয়া শস্যাদি উদ্ভিদ বস্তু ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহারাই সুস্থ, বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী *। ডাক্তর জন্‌সন্ স্বপ্রণীত উষ্ণপ্রদেশ-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, মদ-মত্ততা রূপ মহাপাপ যেমন সকল পাপের প্রবর্ত্তক, সেইরূপ, তদ্দ্বারা সকল রোগ প্রবল ও দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠে †।

সুবিখ্যাত সেনাপতি সর্ চার্লস্ নেপিয়র্ সাহেব কলিকাতা-নগরীস্থ ৯৬ শ্রেণী-ভুক্ত সৈন্যদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, "তোমরা যে দেশে আগমন করিয়াছ, এখানে মদ্যপান করিলে অবিলম্বে মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে। যদি সুরাপান-পরায়ণ না হইয়া স্থির ভাবে থাক, উত্তম থাকিবে; সুরাপান করিলেই নষ্ট হইবে। হয়, অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকিবে, নয়, কাল-গ্রাসে প্রবিষ্ট হইবে। আমি এতদ্দেশস্থ দুই দল ইয়ুরোপীয় সৈন্যের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়াছি; এক দল মদিরাপানে প্রবৃত্ত ছিল, অন্য দল তাহাতে নিরস্ত ছিল। তন্মধ্যে যাহারা মদ্যপানে নিবৃত্ত, তাহারা অত্যুত্তম সৈন্য। তাহারা কোন দেশের কোন সৈন্য

---

* Calcutta Review, No XXXI. p. 54.

† The Influence of Tropical chimates on European constitutions, by James Johnson, 1813. p. 450.

অপেক্ষা অপকৃষ্ট নহে। আর যাহারা তাহাতে রত, তাহারা কগ্ন ও ভগ্ন-শরীর হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়াছে*।”

কর্ণেল সাইকুস সাহেব ভারতবর্ষে বহু কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক অত্রস্থ সৈন্যদিগের আহার ব্যবহারাদি সবিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, স্বদেশ অপেক্ষায় ভারতবর্ষে যে ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের অধিক রোগ জন্মে ও আয়ু হ্রাস হয়, তাহাদের পান ভোজনাদির দোষই ইহার প্রধান কারণ। তিনি বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এই তিন প্রদেশস্থ ভারত-বর্ষীয় ও ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের যেরূপ মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

২০ বৎসরে প্রতিবর্ষে গড়ে প্রতিশতে যত জনের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সংগ্রহ।

	বাঙ্গালা	বোম্বাই	মান্দ্রাজ
ভারতবর্ষীয় সৈন্য	১ $\frac{৭৯}{১০০}$†	১ $\frac{২৯১}{১০০০}$	২ $\frac{৯৫}{১০০০}$
ইয়ুরোপীয় সৈন্য	৭ $\frac{৩৮}{১০০}$	৫ $\frac{৭৮}{১০০০}$	৩ $\frac{৮৪৬}{১০০০}$‡

* Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 102.

† $\frac{৭৯}{১০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১০০ ভাগের ৭৯ ভাগ; $\frac{২৯১}{১০০০}$ এ অঙ্কের অর্থ ১০০০ ভাগের ২৯১ ভাগ ইত্যাদি।

‡ Calcutta Review, No. XXXI. p. 34.

এই সংগ্রহ দর্শনে প্রতীত হইতেছে, ভারতবর্ষীয় সৈন্য অপেক্ষায় ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা হইয়া আসিয়াছে। কর্ণেল সাইকস সাহেব কহেন, ইয়ুরোপীয়দিগের মদ্য মাংস ব্যবহারই ইহার প্রধান কারণ প্রতীয়মান হইতেছে *।

পূর্ব্বোক্ত সংগ্রহে দৃষ্ট হইতেছে, অন্যান্য-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় মান্দ্রাজ-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক মৃত্যু-ঘটনা হয়, অথচ তত্রস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অন্যান্য-প্রদেশস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের অপেক্ষায় অল্প মৃত্যু ঘটিয়াছে, ইহার কারণ কি? পূর্ব্বোক্ত সাইকস সাহেব এ বিষয়ের যেরূপ সুন্দর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে, সকলেই সঙ্গত বোধ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই। বোম্বাই-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের আট ভাগের ছয় ভাগ হিন্দু. বিশেষতঃ সমুদায়ের অর্দ্ধেক অপেক্ষাও অধিক লোক হিন্দুস্থানী। ইহারা মদ্য মাংস ব্যবহার করে না, গোধূমাদি শস্য ভোজন করিয়া থাকে। বাঙ্গালা-প্রদেশস্থ ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশ যে সুরাপান ও আমিষভক্ষণ

* Now, animal food, with the assistance of such an auxiliary (drinking), and combined with mental vacuity, go far to account for the excess of mortality, amongst Europeans.—The Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 64.

করে না, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব, এই উভয়-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের মধ্যে বৎসর বৎসর অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তি মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যের বিষয় সম্পূর্ণ বিপরীত। তথাকার অশ্বারূঢ় সৈন্যদিগের সাত ভাগের প্রায় ছয় ভাগ মোসলমান এবং এক ভাগ মাত্র হিন্দু, আর পদাতিকদিগেরও প্রায় অর্দ্ধেক অথবা ২॥ ভাগের এক ভাগ মোসলমান। বিশেষতঃ, ঐ সমস্ত হিন্দু সৈন্যের মধ্যেও অনেক ইতর লোক আছে, তাহারা ভদ্র লোকদিগের ন্যায় খাদ্যাখাদ্য বিচার না করিয়া মদ্য মাংস ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব, মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় ভারতবর্ষীয় সৈন্যদিগের অধিকাংশে ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের ন্যায় মদ্য পান ও আমিষ ভক্ষণ করে এবং এই নিমিত্তই তাহাদের মধ্যে অধিক মৃত্যু ঘটনা হইয়া থাকে। আর তত্রস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহারও এইরূপ হেতু নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বাঙ্গালা-প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্যেরা যে রমনামক মদিরা পান করিয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত উগ্র ও সমধিক অনিষ্টকারী, কিন্তু মান্দ্রাজ-প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্যেরা পোর্ট ও এরাক নামে যে মদ্য ব্যবহার করে, তাহা তদনুরূপ অপকারী নহে। এই নিমিত্ত মান্দ্রাজ অপেক্ষায় বাঙ্গালা-প্রদেশস্থ ইয়ুরোপীয় সৈন্যদিগের মধ্যে অধিক ব্যক্তি বৎসর বৎসর কালগ্রাসে পতিত হয়। আর বোম্বাই-

প্রদেশীয় ইয়ুরোপীয় সৈন্যেরা যে মদিরা পান করে, তাহা রম অপেক্ষা ভাল, কিন্তু এরাক অপেক্ষায় অনিষ্টকারী; তদনুসারে বোম্বাই প্রদেশে বাঙ্গালা অপেক্ষায় অল্প ও মান্দ্রাজ অপেক্ষায় অধিক সৈন্য বর্ষে বর্ষে মৃত্যু-মুখে প্রবেশ করে। তদ্ভিন্ন, মান্দ্রাজ-প্রদেশস্থ ৮৪ শ্রেণী-ভুক্ত পদাতিক সৈন্যদল সুরাপান বিষয়ে অন্যান্য সকল সৈন্য অপেক্ষায় সাবধান, এ কারণ তথাকার অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় সুস্থ, দীর্ঘজীবী, ও শান্ত-স্বভাব। এই সুন্দর মীমাংসা কাহার না মনোগত হইবে এবং কোন্ ব্যক্তি না স্বীকার করিয়া লইবেন * ?

শীতপ্রধান জর্ম্মনি দেশের সৈন্যদিগের বিষয়েও এইপ্রকার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সুরাপান শারীরিক-স্বাস্থ্য-সাধন-পক্ষে হিতকারী কি অহিতকারী ইহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত, তথাকার রাজ-পুরুষেরা কতিপয় সৈন্যদলকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া কতক দিন পরে দেখিলেন, অন্যান্য সৈন্যদিগের অপেক্ষায় তাহাদের মধ্যে রোগ ও মৃত্যুর বিস্তর হ্রাস হইয়াছে। সুরাত্যাগীদিগের মধ্যে গড়ে যত ব্যক্তির প্রাণ-ত্যাগ হয়, সুরা-পায়ীদিগের মধ্যে তাহার দ্বিগুণ লোক কাল-গ্রাসে প্রবেশ করিতে লাগিল †।

---

* Calcutta Review, No. XXXI. pp. 48-53.

† The Bombay Temperance Repository, No. 3, p. 135.

তৃতীয়তঃ। কেহ কেহ কহেন, অপরিমিত মদিরা-পান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অল্প পরিমাণে পান করিলে শরীর ও মন সুস্থ থাকে। কিন্তু তাঁহাদের এ অভিপ্রায়ও যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, বিষ পান করিলে তাহার ফল অবশ্যই ফলে; তবে শীঘ্র আর বিলম্বে এই মাত্র বিশেষ। মদ্য-পান আরম্ভ করিলে যে শরীরের জীবনী শক্তি সমুদায় ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া মদিরার বশীভূত হইতে হয়, পূর্ব্বে ইহা লিখিত হইয়াছে, এবং পরিমিত-মদ্যপায়ী-রাও যে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বৃত্ত ও পাপাসক্ত হয়, তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। অনধিক মদ্যপান করিলেও পাক-স্থলী, যকৃৎ, মূত্রাশয় প্রভৃতির শক্তি অতিমাত্র উত্তে-জিত হয়। কিন্তু যে সকল শারীরিক শক্তি অহরহ সমধিক উত্তেজিত হইতে থাকে, তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ ও রোগ-গ্রস্ত হইয়া আইসে। তখন পাকস্থলী সুরাভিষিক্ত না হইলে আর অন্ন পরিপাক করিতে পারে না, এবং যকৃৎ, মূত্রাশয় ও অন্যান্য অঙ্গ আব-শ্যক মত স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয় না। এই রূপে, তৎসমুদায় ক্রমে ক্রমে বিশৃঙ্খল ও সর্ব্ব শরীর রুগ্ন হইয়া পরমায়ু হ্রাস করিয়া ফেলে। অতএব, অন-ধিক মদিরাপান অভ্যাস করিলে যদিও তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিফল উপস্থিত না হয়, কিন্তু কাল বিলম্বে একে বারে সমুদায় শাস্তি প্রাপ্ত হইতে হয়। যৌবন-

কালের পাপের ফল বৃদ্ধকালে ভোগ করিতে হয়। কর্ণেল্ সাইক্স সাহেব পরিমিত সুরাপানেরও প্রতিপক্ষে যেপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সম্যক্ আদরণীয়। তিনি পরিমিতপায়ী, অপরিমিতপায়ী, অমদ্যপায়ী এই ত্রিবিধ সৈন্যের মৃত্যু-বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে তাহাদের মধ্যে প্রতিবৎসর গড়ে যত অমদ্যপায়ী ব্যক্তির মৃত্যু-ঘটনা হয়, তাহার প্রায় দ্বিগুণ পরিমিতপায়ী ও চতুর্গুণ অপরিমিতপায়ী ব্যক্তি বৎসর বৎসর কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে *। আর চিকিৎসকেরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যে সমস্ত ব্যক্তি সুরাপানে বিরত, তাহারা আহত ও পীড়িত হইলে যেমন শীঘ্র আরোগ্য লাভ করিতে পারে, মদ্যপায়ী ব্যক্তিরা সেরূপ কখনই পারে না। ভূমণ্ডল-প্রদক্ষিণকারী কুক সাহেব এবং তাঁহার সমভিব্যাহারিগণ যৎকালে নব-জীলণ্ড দ্বীপে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তত্রস্থ লোকেরা অত্যন্ত সুস্থ ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। তাহাদের কোন অঙ্গ দৈবাৎ আহত হইলে, বিনা ঔষধ-প্রয়োগেই তাহার প্রতীকার হইত। "তৎকাল পর্য্যন্তও সুরারূপ বিষম বিষ পানে তাহাদের আমোদ উপস্থিত হয় নাই।" ফলতঃ এ বিষয়ের দুই এক প্রমাণ কি, সহস্র সহস্র ইয়ুরোপীয়

---

* The Calcutta Christian Advocate of the 22d November 1851.

চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধপক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে স্বতন্ত্র প্রকাশ করা যাইবে।

চতুর্থতঃ। কেহ কেহ কহেন, সুরাপান করিলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হইয়া অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায়; অতএব, প্রতিদিন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সুরাপান কর্ত্তব্য। শারীরবিধানবেত্তা ও রসায়ন-বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যে যে পদার্থ দ্বারা শরীরে বলাধান হয়, সুরার সার * ভাগে তাহার কিছুই নাই। তবে কোন কোন সুরার সহিত অল্প পরিমাণে মিশ্রিত থাকে বটে, কিন্তু তাহা সুরা রূপ সাংঘাতিক গরলের সহিত ভক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? গোধূম মসুরিকাদি প্রসিদ্ধ পুষ্টিকর দ্রব্যে তাহা যথেষ্ট আছে, তৎসমুদায় ভোজন করিলেই বলিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ হওয়া যায়। যদিও অল্প পরিমাণে মদিরা পান করিলে শরীরস্থ রক্ত-প্রবাহ প্রবল হইয়া বল-সাধ্য কার্য্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়, কিন্তু রক্তের সে তেজ অবিলম্বে হ্রাস হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা

---

* সকলপ্রকার সুরাতে সুরাসার নামে এক সামগ্রী আছে, তাহাতেই সুরাপায়ীদিগকে মত্ত করে। রম, ব্রাণ্ডি, জিন প্রভৃতি যে সকল মদ্যে তাহা অধিক আছে, তাহাই অধিক অনিষ্টকারী, আর সেরি, বিয়র প্রভৃতি যে সমস্ত মদ্যে তাহা অল্প আছে, তাহা তত অনিষ্টকারী নহে। কিন্তু সকলপ্রকার মদ্যই অহিতকারী তাহার সন্দেহ নাই।

দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। একারণ, মদ্য-পায়ীরা অমদ্যপায়ীদিগের ন্যায় ক্রমাগত অধিক কাল ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ নহে। যাহারা মদ্য-পানে নিবৃত্ত, তাহারা গড়ে যত পরিশ্রম করিতে পারে, সুরাপায়ীরা তত কখনই পারে না। ডাক্তর কার্পেন্টর, ভুবন-বিখ্যাত বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ও ডাক্তর ফার্বেস প্রভৃতি কতিপয় সদ্বিদ্যাশালী বহু-পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া লিখিয়াছেন, তাঁহারা মদ্যপান করিতেন না, অথচ আপনাদের সুরাপায়ী সহযোগী-দিগের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে পারিতেন। কান্সটান্টিনোপল্-নামক প্রসিদ্ধ নগরের শ্রমোপজীবী লোকেরা সুরাপান করে না, অথচ তাহাদের বল ও পরিশ্রম দেখিয়া লোকে বিস্ময়াপন্ন হয়। তথাকার ভারবাহকেরা ইংলণ্ডদেশীয় মদ্যপায়ী ভারবাহকদিগের অপেক্ষায় গুরুতর ভার বহন করিতে পারে। এক্ষণে আমেরিকা-প্রদেশীয় অনেকানেক বণিক্‌পোতের অধ্য-ক্ষেরা মাল্লাদিগের মদিরাপান নিবারণ করাতে, তাহারা ইংলণ্ডীয় মদিরাসক্ত মাল্লাদিগের অপেক্ষায় উত্তম রূপে আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। লীডস্-নামক স্থানের ২৪ জন বহু-পরিশ্রমী শ্রমোপ-জীবী লোক একত্র হইয়া ডাক্তর কার্পেন্টরকে এইরূপ পত্র লিখিয়াছিল যে "আমরা পূর্ব্বে পরিমিত রূপ মদিরা পান করিতাম, পরে তাহা হইতে একেবারে নিবৃত্তই হইয়াছি। ইহাতে, আমরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছন্দে

ও প্রসন্ন মনে আপন আপন কর্ম্ম করিতে পারি, এবং বোধ করি, আমাদের প্রভুরাও আমাদের কর্ম্ম দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিতোষ প্রাপ্ত হন। আর আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বৈষয়িক অবস্থারও অনেক উন্নতি হইয়াছে।” কার্পেণ্টর সাহেব শ্রম-সামর্থ্য-বিষয়ে সুরাপানের ফলাফল বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছেন, যে যে স্থলে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাহাতে অমদ্যপায়ী ব্যক্তিরা যে মদ্যপায়ীদিগের অপেক্ষায় অধিক কাল ব্যাপিয়া অধিক পরিশ্রম করিতে পারে ইহাই সপ্রমাণ হইয়াছে। অতএব, সুরাপান, শ্রম-সামর্থ্য ও বলোৎপত্তির প্রতিকূল বিনা কদাপি অনুকূল নহে। পুষ্টিকর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে যে বল উৎপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ বল, তাহাই স্থায়ী, তদ্দ্বারাই ক্রমাগত অধিক ক্ষণ ব্যাপিয়া পরিশ্রম করিতে সমর্থ হওয়া যায় *।

শরীরের সহিত মনের যেরূপ অতি নৈকট্য সম্বন্ধ, তাহাতে যে বিষয় শারীরিক পরিশ্রমের পক্ষে অপকারী, তাহা মানসিক পরিশ্রমের পক্ষেও অপকারী হইবে সন্দেহ কি? মদিরা ব্যবহার করিবার কিছু কাল পরেই যে অত্যন্ত অবসাদ উপস্থিত হয়, ইহা অনেকেরই বিদিত আছে। যদিও পান করিবামাত্র কোন কোন মনোবৃত্তি অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া কবিদিগের রসনা হইতে দুই

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 103-124.

এক অত্যুত্তম রস-গর্ভ সুমধুর কবিতা উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু অহরহ মদ্য ব্যবহার করিলে মনের তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। বিশেষতঃ, মানব-জাতির প্রধান গুণ যে বিচারশক্তি, মদ্য-পান দ্বারা তাহার হ্রাস ব্যতিরেকে কখনই বৃদ্ধি হয় না। আর সুরাপান না করিয়া যে প্রগাঢ়রূপ মানসিক পরিশ্রম করা যায়, বিদ্যা-বিষয়ে বিখ্যাত প্রধান প্রধান ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। অসামান্য-ধীশক্তি-সম্পন্ন ভুবন-বিখ্যাত নিউটন সাহেব তাম্রকূট ভিন্ন অন্য কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। বিদ্যা-বিষয়ে বিপুল-যশস্বী বল্টেয়র্, ফন্টেনেল্, ডিমস্থিনিস, হেলর ও হব্স নামক পণ্ডিতেরা মদ্যপানে রত ছিলেন না। বিবিধ-বিদ্যা-বিশারদ ডাক্তর জান্সন্ জীবনের শেষ ভাগে চা অপেক্ষায় উগ্রতর কোন বস্তু ভক্ষণ করিতেন না। মনোবিজ্ঞান-বিশারদ লাক্ সাহেব যেপ্রকার প্রগাঢ় মানসিক পরিশ্রমে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। তিনি সচরাচর বারি ব্যতিরেকে অন্য কোন পেয় দ্রব্য পান করিতেন না, এবং স্বয়ং এইরূপ বিবেচনা করিতেন, আমি মদিরা-পানে বিরত থাকাতেই দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। ডাক্তর কার্পেন্টর স্বপ্রণীত সুরাপান-বিষয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “পূর্ব্বে আমি মধ্যে মধ্যে অল্প পরিমাণে মদ্যপান করিতাম, পরে ইহা অনিষ্টকর বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। তদবধি আমি যত মানসিক পরিশ্রম করিয়া আসিতেছি, জন্মাবচ্ছিন্নে এত

আর কখনই পারি নাই। বিশেষতঃ এখন পরিশ্রম করিতে পূর্ব্বের মত ক্লেশ বোধ হয় না, এবং পূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে যেপ্রকার অবসাদ উপস্থিত হইত তাহারও বিস্তর লাঘব হইয়াছে *।”

অতএব সুরাপান শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের অনুকূল হওয়া দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ প্রতিকূল।

পঞ্চমতঃ। কেহ কেহ কহিয়া থাকেন, সুরাপান দ্বারা শরীরের শীত নিবারণ ও উষ্ণতা সাধন হয়, অতএব শীতকালে ও শীতল দেশে সুরাপান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু রসায়ন ও শারীরবিধান বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতেরা নিরূপণ করিয়াছেন, ঘৃত, তৈলাদি যে সমস্ত বস্তুতে কার্বন্ ও হয়ড্রজন নামক পদার্থ আছে, তৎসমুদায় দ্বারা শরীরের উষ্ণতা-সাধন হইয়া থাকে। মদিরাতেও তাহা যথেষ্ট আছে, সুতরাং তদ্দ্বারা দেহের উত্তাপ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন অন্যান্য দ্রব্য আহার করিলে সেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, তখন সুরাপান করিয়া আয়ুঃক্ষয় এবং জ্ঞান ও ধর্ম্ম নাশ করিবার প্রয়োজন কি? বিশেষতঃ, রসায়নবিদ্যায় ব্যুৎপন্ন-কেশরী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত প্রৌট্ ও বীরোর্ট সাহেবেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, যতক্ষণ শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের সহিত মদিরা মিশ্রিত

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 124-132.

থাকে, ততক্ষণ শরীরস্থ অন্যান্য দাহ্য পদার্থ রীতিমত দগ্ধ হয় না, এবং রক্তও পরিষ্কৃত হয় না। অতএব, যৎকালে অন্যান্য দাহ্য পদার্থ দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে, তখন সুরাপান উষ্ণতা-সাধন-বিষয়ে কোন ক্রমেই উপকারী নহে, প্রত্যুত সর্ব্বতোভাবেই অপকারী *।

শীতকালে হিন্দুস্থানে এতদ্দেশ অপেক্ষায় অধিক শীত হইয়া থাকে, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত-নিবারণার্থ সুরাপান করিতে হয় না। শীত-প্রধান ইংলণ্ড দেশস্থ বাইবেল খ্রিষ্টান নামক খ্রিষ্টান-সম্প্রদায়ী লোকেরা সুরাপান না করিয়া সুস্থ শরীরে কাল যাপন করিতেছে। ভূমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত হিমাবৃত জনপদ সর্ব্বাপেক্ষা শীতল, তথাকার লোকে মদ্য পান না করিয়া অক্লেশে শীত নিবারণ করে। কেনেড়া ও গ্রীনলণ্ড অত্যন্ত শীত প্রধান দেশ, কিন্তু তত্রত্য লোকদিগকে শীত নিবারণার্থ সুরাপান অবলম্বন করিতে হয় না, অথচ তাহাদের শীত-সহিষ্ণুতা শক্তি স্মরণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। কাপ্তেন পেরি তৎপ্রদেশে গিয়া দেখিয়াছিলেন, যত শীত হইলে জল জমিতে আরম্ভ হয়, তদপেক্ষায় ৭২ তাপাংশ ন্যূন † প্রমাণ শীতের সময়ে এস্কুইমাক্স জাতীয় এক

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, p. 142.

† তেজ দ্বারা বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হয় ইহা জ্ঞাত হইয়া পণ্ডিতেরা বায়ু ও আর আর পদার্থের উষ্ণতা পরিমাণার্থে

স্ত্রী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র উদ্ঘাটন করিয়া স্বীয় শিশুকে স্তন্যপান করাইতেছিল। ডাক্তর কিঙ্গ ও সর্, জ, রিচার্ডসন্ সাহেব সুমেরু প্রদেশে, এবং ডাক্তর হূকর্ সাহেব, সর, জ, রস্ সাহেবের সমভিব্যাহারে কুমেরু প্রদেশে গমন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সকল শীত-প্রধান জনপদে সুরাপান করিলে, শীত-সহিষ্ণুতা-শক্তির হ্রাস ব্যতিরেকে কদাপি বৃদ্ধি হয় না। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে ৬০ জন লোক এক খান ডেনিশ্ জাহাজ আরোহণ করিয়া হড্সন্ বে নামক প্রসিদ্ধ শীত-প্রধান

তাপমান নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। নানা দেশে নানাপ্রকার তাপমান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ইংলণ্ড দেশে যেপ্রকার তাপমান সচরাচর চলিত, তাহার আকৃতি এইরূপ। এই তাপমান কেবল একটি কাচের নল মাত্র। তাহার অধোভাগ কুণ্ডাকৃতি; সেই কুণ্ডে পারা থাকে। যখন যত গ্রীষ্ম হয়, তখন ঐ পারা বিস্তৃত হইয়া তত ঊর্দ্ধে উঠে। কখন্ কত দূর উত্থিত হয় তাহা নিশ্চিত জানিবার নিমিত্ত নলের পার্শ্বে একাবধি ২১২ পর্য্যন্ত অঙ্ক সমুদায় যথাক্রমে অঙ্কিত থাকে। জল যত উত্তপ্ত হইলে ফুটিয়া উঠে, তত উত্তপ্ত হইলে ঐ নলের পারা ২১২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উত্থিত হয়, এবং যত শীতল হইলে জমিতে আরম্ভ হয়, তত শীতে ঐ পারা ৩২ অঙ্ক পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। জীবিতবান্ মনুষ্যের রক্ত যত উষ্ণ, তত উষ্ণ হইলে ঐ পারা ৯৮ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সকল বিষয় রীতিমত বলিতে হইলে এইরূপ বলিতে হয়, যে জীবিত মনুষ্যের রক্তের তাপাংশ ৯৮ ইত্যাদি।

২১২ ২০০ ১৯০ ১৮০ ১৭০ ১৬০ ১৫০ ১৪০ ১৩০ ১২০ ১১০ ১০০ ৯০ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০ ৪০ ৩২ ৩০ ২০ ১০ ০

স্থানে শীত ঋতু ক্ষেপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারা সকলেই উৎকট উৎকট মদ্য ব্যবহার করিত. ইহাতে, বসন্ত ঋতু আগমন না হইতে হইতেই ৫৮ জন ক্রমে ক্রমে মৃত্যু-মুখে পতিত হইল। সেই স্থানে ২২ জন মাল্লা আর এক খান জাহাজ আরোহণ করিয়াছিল. তাহারা সেরূপ সুরাপান করিত না, এ কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল দুই জন মাত্রের প্রাণ-নাশ হয়*। অতএব, শীতল প্রদেশে শীত-নিবারণার্থ সুরাপান করা কর্ত্তব্য এই অশ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় কোন মতেই প্রামাণিক নয়। কি শীত কি উষ্ণ কোন দেশের কোন লোকের মদ্যপান অভ্যাস করা বিধেয় নহে।

ষষ্ঠতঃ। মদিরাপান মনুষ্যের অর্থনাশ ও দারিদ্র্য-দশা-প্রাপ্তির এক প্রধান কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মদ্য-পায়ীদিগের মধ্যে ধনশালী ব্যক্তিরা উত্তমোত্তম বহু-মূল্য মদিরা ক্রয় করিয়া দিন দিন নির্দ্ধন হইতে থাকেন. এবং অপরাপর লোকে সুরা রূপ প্রখর বিষ ক্রয়ার্থে উপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট করিয়া আপনার ও আপন পরি-বারের অত্যন্ত ধন-কষ্ট ও দারুণ দুর্দ্দশা উৎপাদন করে। এক জন গ্রন্থকর্ত্তা গণনা করিয়া লিখিয়াছেন, ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড নিবাসীদিগের মদিরা ক্রয়ার্থে বর্ষে বর্ষে ৬৫০০০০০০০ পঁয়ষট্টি কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

---

* Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, 1850, pp. 147-150.

তথাকার সমুদায় রাজস্ব অপেক্ষায়, অর্থাৎ সৈন্য, রণ-তরি, শান্তিরক্ষা, বিচার-সাধন, রাজকীয় ঋণের বৃদ্ধি-প্রদান, প্রজাদিগের বিদ্যা-শিক্ষা প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপার সম্পাদনার্থ যত ধন ব্যয় হয় তদপেক্ষায় অধিক অর্থ মদিরা রূপ প্রখর গরল গলাধঃকরণ করণার্থ নষ্ট হইয়া থাকে *। ভারতবর্ষেও মদ্যাদি মাদক দ্রব্য আহরণার্থে যে বিপুল অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে, তাহা কাহার অবিদিত আছে? এতদ্দেশীয় লোকেরা সহজেই নির্দ্ধন, তাহাতে আবার নানাপ্রকার অনর্থক বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিয়া দিন দিন আপনাদের দৈন্য-দশা বৃদ্ধি করিতেছেন। সেই প্রভূত ধন-রাশি লোকের সুখ সচ্ছন্দতা বৃদ্ধি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রচার, এবং স্বদেশের শুভোন্নতি সম্পাদনার্থে ব্যয় হইলে, পৃথিবীর কতই শ্রীবৃদ্ধি হয়? প্রত্যুত, যে অশেষ-অনিষ্টকর বিষয়ে তাহা নষ্ট হইয়া থাকে, নীরোগ শরীরে রোগাশ্রয়, সধবা স্ত্রীর বৈধব্য-দশা, অপোগণ্ড বালকের পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ, সুশীল ব্যক্তির দুঃশীলতা-প্রাপ্তি, অর্থনাশ ও মনস্তাপ এই সমুদায় তাহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল।

সপ্তমতঃ। জল, দুগ্ধ প্রভৃতি পানীয় বস্তুর ন্যায় সুরাপান অভ্যাস করা যে কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল। তবে যেমন অন্যান্য বিষ কখন কখন ঔষধ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে,

---

* Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 84.

সেইরূপ স্থল-বিশেষে ও রোগ-বিশেষে সুরা রূপ মহা-বিষও ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু কোন বিচক্ষণ চিকিৎসকের ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহা ব্যবহার করা কোন মতেই উচিত নহে।

অতএব, সুরাপান অশেষ-দোষাকর বিষম বিগর্হিত কর্ম্ম *। পাপ, তাপ, রোগ, দারিদ্র্য ও অকাল-মৃত্যু ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল। এই মহাপাপের অনুষ্ঠান করা পাপ, তৎসংক্রান্ত ব্যবসায় অবলম্বন করা পাপ, ও তাহাতে উৎসাহ দেওয়াও পাপ। এই প্রবল পাপ এতদ্দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎ-পত্তি করিতেছে। এক্ষণে যে সকল কারণে এ দেশের ভয়ঙ্কর দুঃখ-প্রবাহ ক্রমাগত বলবৎ রহিয়াছে, মাদক-সেবন তাহার এক প্রধান কারণ। এতদ্দেশস্থ পূর্ব্বতন ব্যক্তি সকল মাদক-ব্যবহারে বিরত থাকিয়া সুস্থ শরীরে দীর্ঘ কাল জীবিত থাকিতেন, কিন্তু অত্রত্য অধুনাতন মনুষ্যেরা চরস, গাঁজা, মদ্য, অহিফেণ প্রভৃতি বহু-প্রকার মাদক ব্যবহার করত শরীর ও মনোবৃত্তি সমস্ত নিস্তেজ করিয়া রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া দিন দিন স্বদেশের দারুণ দুরবস্থা উৎপাদন করিতেছেন। মহিমার্ণব রাজপুরুষেরা, এই দুর্নীতি দমন করা দূরে থাকুক, অর্থ-

* এ প্রস্তাবে কেবল সুরাপানের বিষয় লিখিত হইল কিন্তু পাঠকবর্গ জানিবেন, চরস, গাঁজা, অহিফেণ প্রভৃতি সমুদায় মাদক দ্রব্যই অনিষ্টকারী।

লোভের বশীভূত হইয়া তদ্বিষয়ে অবিরত উৎসাহই প্রদান করিতেছেন। তাঁহাদিগের গরলময় আবগারি-তন্ত্র আমাদিগের সর্ব্বনাশের হেতু হইয়া উঠিয়াছে। নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে মদিরালয়ের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি হইয়া তদীয় কর সংগ্রহ দ্বারা রাজকোষ পরিপূরিত হইতে থাকে, ইহাই তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়। এ নিমিত্ত তৎসংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা তাঁহাদিগের প্রিয়পাত্র হইবার অভিলাষে স্ব স্ব অধিকারের মধ্যে মদিরাপানে প্রবৃত্তি ও মদিরালয় সংস্থাপনে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ পাপানলে দগ্ধ হউক, দারিদ্র্য*রূপ দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া উচ্ছিন্ন যাউক, অকর্ম্মণ্য ও বিচলিত চিত্ত হইয়া প্রজা-কুল নির্ম্মূল হউক, কিছুতেই তাঁহারা ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করেন না। প্রজাবর্গের সুখ সৌভাগ্যে জলাঞ্জলি দিয়াও কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করেন। এ বিষয়ে আমেরিকাখণ্ডের সাধারণ-তন্ত্র-নিবাসী মহাশয় ব্যক্তিদিগের বারংবার সাধুবাদ করা কর্ত্তব্য। তত্রস্থ বিদ্যা-ব্যবসায়ী, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ও অন্যান্য স্বদেশহিতৈষী মহাত্মারা এই সর্ব্ব-পাপ-প্রবর্ত্তক সর্ব্ব-সুখ-সংহারক মহাপাপকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, এবং রাজ্য হইতে দূরীভূত করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া কৃত-কার্য্য হইয়াছেন। তথাকার ভূরি ভূরি ব্যক্তি সুরাপানকে অতি নিষিদ্ধ যুক্তিবিরুদ্ধ

কর্ম্ম জানিয়া তাহাতে নিবৃত্ত হইয়াছেন, সহস্র সহস্র সুরাব্যবসায়ী বণিক্ স্বীয় ব্যবসায় জনসমাজের অধর্ম্ম-প্রয়োজক ও দুঃখ-প্রবর্দ্ধক বুঝিয়া স্বকীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়াও অক্ষুব্ধ ও অসঙ্কুচিত চিত্তে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এবং যাহারা স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় নাই, ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজপুরুষেরা প্রবল রাজশাসন দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়াছেন *। পূর্ব্বে তথায় যে সমস্ত মহোৎসব উপলক্ষে মণ পরিমাণে মদিরাব্যয় হইত, এক্ষণে বিন্দুমাত্র মদ্য-ব্যয় না হইয়া তাহা সুচারু রূপে ও বিশুদ্ধ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে। কি শুভ দৃষ্টান্ত! কেমন মহৎ কর্ম্ম! তথাকার প্রধান প্রধান নগরের, শত শত প্রদেশের ও সহস্র সহস্র গ্রামের এক ব্যক্তিও যে মদিরার ব্যবসায়ে অধিকারী নহে ইহা অপেক্ষার সুখের বিষয় আর কি আছে †।

ভারতবর্ষীয় রাজপুরুষদিগের অনেকানেক নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল, এ নিমিত্ত তাঁহাদের এরূপ শুভানুষ্ঠানে অনুরাগ জন্মে নাই। তাঁহারা অর্থকেই

---

* মেইন-নামক রাজ্য-খণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত হইলে পর, সুরা ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে অনেকেই স্ব স্ব ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেক। আর যাহারা অবিলম্বে তাহাতে নিবৃত্ত না হইল, শান্তিরক্ষক স্বয়ং তাহাদিগের মদিরা সমুদায় গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিলেন, কতক বা সাগর সলিলে বিসর্জ্জন দিলেন।

† Bombay Temperance Repository, No. 2, p. 77.

সর্ব্ব-সেবনীয় পরম-পূজনীয় পদার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু যখন আমেরিকা-খণ্ডের অন্তঃপাতী সাধারণ-তন্ত্রের রাজপুরুষেরা এপ্রকার পরম-কল্যাণকর ধর্ম্ম-পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুবর্ত্তী হইয়া সে পথ অবলম্বন না করিলে, অতি অধমের মধ্যে গণ্য হইতে হয়।

রাজপুরুষেরা আবগারি-সংক্রান্ত পাপ-পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন এবং আমরাও তাহা অবলম্বন করিয়া আপনাদের উচ্ছেদ-দশা সাধন করিতেছি। বিশেষতঃ এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশের দুর্ভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। এই মহাপাতক নিবারণার্থ ভারতবর্ষের দক্ষিণ খণ্ডে ভূরি ভূরি সভা সংস্থাপিত এবং অনেকানেক পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। বোম্বাই, নীলগিরি, কোইম্বেটূর, সাগর, পুনা, বেলগাম, করাচি, করঞ্জ প্রভৃতি বহুতর স্থানে এইপ্রকার সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল, যে সিংহল দ্বীপে এরূপ একাদশ সমাজ এবং পশ্চিম প্রদেশেও এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত আছে। আমরা এমন অধম ও অনুৎসাহী, যে এই সর্ব্বসুখ-সংহারক সর্ব্ব-পাপ-প্রবর্ত্তক মহাপাপ বিমোচনার্থে তদনুরূপ কিছুমাত্র চেষ্টা করি না*। এতদ্দেশীয়

* পূর্ব্বে কতিপয় ইংরেজ ঐক্য হইয়া এখানে সুরাপানের আতিশয্য-নিবারণার্থে এক সভা সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সে সভা কালক্রমে কালের হস্তে পতিত হইয়াছে। কিন্তু

কৃতবিদ্য মদ্য-প্রিয় যুবক-সম্প্রদায়কে ধিক্কার দিতে হয়। তাঁহারা এই জঘন্য গরল গলাধঃকরণ পূর্ব্বক পাপ-পঙ্কে লুণ্ঠিত হইয়া অনপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছেন, এবং তদ্দ্বারা স্বদেশের পাপ-প্রবাহ প্রবল করিয়া দুঃখ-পারাবার স্ফীত করিতেছেন। যে সমস্ত সভ্য জাতির দৃষ্টান্তানুগত হইয়া তাঁহারা এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও প্রধান প্রধান জ্ঞান-সম্পন্ন ধর্ম্ম-পরায়ণ বিচক্ষণ ব্যক্তিরা সুরাপান রূপ পাপ-পিশাচকে স্ব স্ব দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। আমেরিকার বিষয় পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। সুইডেন্ রাজ্যের বর্ত্তমান রাজা ও তাঁহার পিতা এবং তত্রস্থ অন্য অন্য মান্য ব্যক্তিরা সুরাপানের প্রতিপক্ষে বিশিষ্ট রূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী অপরাপর অনেক স্থানে, বিশেষতঃ স্কটলণ্ডের প্রায় প্রত্যেক গ্রামে, তদর্থে সমাজ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে এই সমুদায় সমাদরণীয় শুভ দৃষ্টান্তের অনুগামী হওয়া কি এতদ্দেশীয় সদ্বিদ্যাশালী মহাশয়দিগের অত্যন্ত উচিত নহে? তাঁহারা চির কালই কি পানদোষ

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, খ্রীষ্টান মিশনরিরা ও ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা কোম্পানির চার্টর পরিবর্ত্তন উপলক্ষে ইংলণ্ডে যে আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোম্পানির মাদকব্যবসায়ে উৎসাহ-প্রদান-নিরাকরণার্থে প্রার্থনা করিয়া সদ্বিবেচনা-সিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন।

রূপ কুৎসিত রীতির দাসানুদাস হইয়া মদ্যের স্রোতে স্বদেশ প্লাবিত করিতে থাকিবেন? তাঁহাদের মধ্যে অনেকে যে এই প্রবল পাপের বশীভূত হইয়া লাম্পট্য-দোষে লিপ্ত রহিয়াছেন, ইহা কাহার অবিদিত আছে? এই বিষ-পূর্ণ বিস্বাদ ফল ফলিত হইবার নিমিত্ত কি তাঁহাদের বিদ্যাবৃক্ষ প্রগাঢ় যত্ন সহকারে রোপিত হইয়াছিল? পরম পূজনীয় জনক জননীরা কি এই নিমিত্তে স্নেহাভিষিক্ত চিত্তে সর্ব্ব প্রযত্নে বিপুল অর্থ-ব্যয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁহারা তথা হইতে এক মহাপাতক অভ্যাস করিয়া আপনাকে ও আপন বংশকে অধর্ম্ম-কূপে নিক্ষিপ্ত করিবেন এবং গতানুগতিক অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের আদর্শ স্বরূপ হইয়া স্বকীয় দৃষ্টান্ত বলে তাহাদিগকে বিপথগামী করিবেন? তাঁহারা বিদ্যালোক লাভ করিয়া সদসদ্ বিবেচনায় সমর্থ হইয়াছেন। পানদোষে দোষী হইয়া আয়ুঃ-শেষ ও ধর্ম্ম-নাশ করা তাঁহাদের পক্ষে লজ্জাকর ও ঘৃণাকর। এখনও যদি তাঁহাদের চৈতন্য হইয়া পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শুভকর আজ্ঞা-পরিপালনে যত্ন ও শ্রদ্ধা হয়, তথাপি মঙ্গল। তথাপি তিনি ক্ষমা করিয়া রক্ষা করেন।

সুরাপান বিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সহস্র সহস্র ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক সুরাপানের প্রতিষেধপক্ষে যে পরম শ্রদ্ধেয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশ করা যাইবে। তদনুসারে এই স্থলে তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকটিত হইতেছে। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড স্থিত দুইসহস্রাপেক্ষা অধিক ইয়ুরোপীয় চিকিৎসক পশ্চাল্লিখিত ব্যবস্থায় স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন *।

---

* "He (Dr. W. B. Carpenter) has the satisfaction of finding himself supported by the recorded opinion of a large body of his Professional brethren ; upwards of two thousand of whom in all grades and degrees,—from the court physicians and leading metropolitan surgeons who are conversand with the wants of the upper ranks of society, to the humble country practitioner, who is familiar with the requirements of the artizan in his workshop, and the labourer in the field,—have signed the following certificate. "—Use and Abuse of Alcoholic liquors, by W. B. Carpenter, Preface, p. XVIII.

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

"We, the undersigned, are of opinion

"1. That a very large proportion of human misery, including poverty, disease, and crime, is induced by the use of Alcoholic or fermented liquors as beverages.

"2. That the most perfect health is compatible with total Abstinence from all such intoxicating beverages, whether in the from of ardent spirits, or as wine, beer, ale, porter, cider, &c. &c.

"3. That persons accustomed to such drinks may with perfect safety, discontinue them entirely, either at once, or gradually after a short time.

"4. That total and universal Abstinence from Alcoholic beverages of all sorts would greatly contribute to the health, the prosperity, the morality, and the happiness of the human race *".

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

১—'মদ্যপান অভ্যাস করাতে, মনুষ্যের রোগ, দারিদ্র্য, দুষ্কর্ম্ম প্রভৃতি বিস্তর অনিষ্ট উৎপন্ন হয়।

২—" কোনপ্রকার মদিরা পান না করিয়া শরীর সম্পূর্ণরূপ সুস্থ রাখা যায় তাহার সন্দেহ নাই।

৩—' যাঁহাদের মদিরাপান অভ্যাস আছে, তাঁহারা একেবারে অথবা ক্রমে ক্রমে, উহা পরিত্যাগ করিলে কোন বিঘ্ন ঘটে না।

৪—" যাবতীয় মনুষ্য সর্ব্বপ্রকার সুরাপানে বিরত

ভারতবর্ষস্থ ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকেরাও অনেকে এই ব্যবস্থায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম পশ্চাৎ প্রকটিত হইতেছে।

J. Glen, Physician General, Bombay.

R. Wight, Inspector General of Hospitals.

J. Kinnis, Deputy Inspector General, H. M.'s Hospitals, Bombay.

W. R. Barrington, L. L. D., Surgeon, 9th Regiment, N. I.

P. W. Hockin, Surgeon, 23rd Regiment, N. I.

G. Merrill, Surgeon.

T. Harrison. Staff Surgeon.

C. Morehead, M. D., Principal of the Grant Medical College.

J. C. G. Price, M. D., Surgeon, H. M.'s 8th King's Regiment.

A. Montgomery, Surgeon, 1st Battalion Artillery.

Alex. Thom. Surgeon, H. M.'s 89th Regt.

J. P. Malcolmson, Surgeon, Civil Staff Surgeon, Shikarpore.

D. Davis, Residency Surgeon.

H. Pitman, Assistant Surgeon, 10th Regt. N. I.

C. G. Wiehe, Assistant Surgeon.

D. P. Barry, Assistant Surgeon, H. M.'s 22nd Regiment.

হইলে, মানববর্গের স্বাস্থ্য, সৌভাগ্য, ধর্ম্ম ও সুখের সমধিক উন্নতি হইবে।"

H. Giraud, M. D., Professor of Chemistry and Materia Mediea. in the Grant Medical College, Bombay.

J. C. Batho, 6th Regiment, N. I.

T. F. Young, Assistant Surgeon, N. G. Hospital, Hydrabad.

T. M. Grath, Assistant Surgeon, H. M.'s 22nd Regiment.

J. Bean, Assistant Surgeon.

A. Ramsay, M. D.

A. Larkworthy, Surgeon.

The following signatures to the preceding were added in Bombay, January 1852.

E. W. Edwards, Superintending Surgeon, P. D.

W. Chambell, M. D. Superintendent Lunatic Asylum.

John Grant Nicolson, M. D. Assistant Surgeon, 2nd Scinde Horse.

John M. Lennan, Physician General, Bombay.

Robert Haines, Acting Professor of Chemistry, Grant Medical College.

A. H. Leith, M. D. Garrison Surgeon.

Henry J. Carter, Assistant Civil Surgeon.

Rich. D. Peele, Oculist.

John Peet, Professor of Anatomy, Grant Medical College.

M. Stovell, Surgeon European General Hospital.

P. Gray, Surgeon, 2nd Battalion Artillery.

J. Yuill, M. D.

The following signatures to the preceding statement of opinions were obtained at Madras.

R. Sladen, Physician General, Madras.

D. Currie, Surgeon General, Madras.

G. Pearse, M. D. Surgeon, and Secretary Medical Board, Madras.

D. Boyd, Inspector General of Hospitals, Madras.

R. Cole, Surgeon, S. E. District of Madras.

J. Richmond, Surgeon, N. W. District of Madras.

G. Harding, Surgeon, Madras General Hospital, Superintendent Medical School, and Professor of the Theory and practice of Medicine.

W. G. Davidson, Surgeon, Black Town. District Madras.

W. B. Thomson. Superintendent Eye Infirmary, Madras.

J. Sanderson, Port and Marine Surgeon, Madras

T. L. Bell, Assistant Surgeon, Madras.

T. Stack. M. D. Assistant Surgeon H. M. 8th Regiment, Madras.

F. W. Innes, M. D. Assistant Surg. H. M.'s Regt. Madras.

D. S. Young, F. R. C. S., Superintending Surgeon, Pres. Division, Madras.

J. Hichens, Assistant Surgeon, Chunar, 17th Regiment N. I., Madras.

W. Tweddell, Garrision Surgeon, Chunar.

A. Duncan, M. D., 5th Battalion Artillery.

W. Watson, Superintending Surgeon, Benaras Division.

J. M. Brande, M. D. Surgeon, 21st Regiment N. I.

D. Brotten, M. D. Civil Surgeon, Benaras.

M. F. Anderson, Assistant Surgeon, Madura.

J. Doig, Staff Surgeon, Belgaum.

J. Morrice, M. D. Surgeon, 2nd Bengal European Regiment, Loodiana.

F. Anderson, M. D. Assistant Surgeon, Horse Artillery, Loodiana.

A. Colquhoun, Surgeon, 3rd Cavalry.

G. E. Brown, M. D. Surgeon Artillery.

—— The Bombay Temperance Repository, N. I and Use and Abuse of Alcoholic Liquors by W. B. Carpenter, Preface.

"বোম্বে টেম্পেরেন্স রিপজিটরি" নামক পুস্তকের প্রথম সংখ্যায় এইরূপ আর এক ব্যবস্থা প্রকটিত হইয়াছে, তাহাও এই স্থলে প্রকাশ করা যাইতেছে।

সুরাপানবিষয়ে চিকিৎসকদিগের ব্যবস্থা।

"An opinion handed down from rude and ignorant times and imbibed by Englishmen from their youth, has become very general, that the habitual use of some portion of Alcoholic drink, as of wine, bear or spirit, is beneficial to health, and even necessary for those subjected to habitual labour.

"Anatomy, Physiology, and the experience of

all ages and countries, when properly examined, must satisfy every mind well informed in Medical science, that the above opinion is altogether erroneous. Man, in ordinary health, like other animals, requires not any such stimulants, and cannot be benifitted by the *habitual* employment of any quantity of them, large or small; nor will their use during his life-time increase the aggregate amount of his labour. In whatever quantity they are employed, they will rather tend to diminish it.

"When he is in a state of temporary debility from illness or other causes, a temporary use of them, as of other stimulant medicines, may be desirable; but as soon as he is raised to his natural standard of health, a continuance of their use can do no good to him, even in the most moderate quantities, while larger quantities, (yet such as by many persons are thought moderate,) do sooner or later prove injurious to the human constitution, without any exception.

"It is my opinion that the above statement is substantially correct.*"

---

* পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার তাৎপর্য্যার্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতেছে।

যৎকালে লোক অসভ্য ও অশিক্ষিত ছিল, তৎকালাবধি এই পরম্পরাগত মত চলিয়া আসিয়াছে, যে মদ্যপান অভ্যাস করা শরীরের পক্ষে উপকারী, বিশেষতঃ যাহাদিগকে অহরহ পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক।

Batty, Edward, M. R. C. S. Lecturer on Nidwifery at the Medical Royal Institution, Liverpool.

Baylis, C O., Surgeon to the South Dispensary, Liverpool.

এই মত এক্ষণে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে, এবং ইংরেজেরা তরুণ বয়সেই ইহা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

"চিকিৎসাশাস্ত্রে যাঁহাদের উত্তমরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহারা শারীরস্থান, শারীরবিধান, ও সকল কালে সকল দেশে এ বিষয়ের যেরূপ ফলাফল প্রত্যক্ষ হইয়াছে এই সমুদায় রীতিমত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত মত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক বলিয়া নিশ্চয় করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মনুষ্যেরও সহজ শরীরে এরূপ কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার আবশ্যক করে না, এবং অল্প পরিমাণেই হউক, আর অধিক পরিমাণেই হউক, তাহা ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিলে তাঁহার কিছুমাত্র উপকারও দর্শিবে না। আর তিনি মদ্যপানে বিরত থাকিলে জীবনাবধি মোটে যত কর্ম্ম করিতে পারিবেন, তাহাতে রত থাকিলে, তদপেক্ষা অধিক পারিবেন না, বরং অল্পই হইবে।

"রোগ অথবা অন্য কোন কারণে শরীর দুর্ব্বল হইলে, অন্যান্য ঔষধ সেবনের ন্যায় কিছু দিন মদ্যপানও বিহিত হইলে হইতে পারে। কিন্তু শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে পর যদি অত্যল্প মাত্রায়ও পান করা যায়, তথাপি কিছু মাত্র উপকার দর্শে না। আর অধিক মাত্রায় পান করিলে, সকলেরই শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যতিক্রম ঘটে। অনেকে যাহা অল্প মাত্রা জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা বাস্তবিক অল্প নহে। তত মাত্রায় পান করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে শারীরিক স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।"

Beaumont, Thomas, M. R. C. S., Bradford.

Berry, Samuel, M. R. C. S. Surgeon, to the town Infirmary, Birminghum.

Birbeck, George, M. D.

Blundell, James, M. D.

Brodie, Sir Benjamin C., Bart. F. R S., Serjeant—Surgeon to the Queen, Surgeon to St. George's Hospital, &c.

Brookes, Benjamin, M. R. C. S. Surgeon to the Brit. Lying-in Hospital.

Burrows, John, Esqr., Liverpool.

Chambers, W. F., M. D., F. R. S., Physician to the Queen, and the Queen Dowager, and to St. George's Hospital.

Chavasse, Thomas, M. R. C. S. St. George's Hospital, Birmingham.

Chowne, W. D., M. D. Lecturer on Midwifery and Physician to Charing Cross Hospital,

Churton, Joseph, M. R. C. S. Liverpool.

Clark, Sir James, Bart. M. D., F.R. S., Physician to the Queen and the Queen's Household, &c.

Clutterbuck, J. B., Esqr.

Conquest, J. T., M. D., Physician to the city of London Lying-in Hospital.

Cooper, Bransby, M. R. C. S., F. R. S., Lecturer on Anatomy and Surgeon to Guy's Hospital.

Cooper, George L. M. R. C. S.

Dalrymple, J., M. R. C. S. Lecturer on surgery t Sydenham College.

Davies, Thomas, M. D., Lecturer on Medicine, and Physician to the London Hospital.

Davies, John Birt. M. D. Liverpool.

Davies, David D., M. D., Physician to the Duchess of Kent, and Professor of Obstetric Medicine in university College.

Davis, J. Esqr.

Eyre, Sir James, M. D.

Ferguson, Robert, M. D., Physician to the Westminister Lying-in Hospital.

Fowke, Frederick, M. R. C. S.

Frampton, Algernon, M. D. Physician to the London Hospital.

Gill, William, M. R. C. S., Surgeon, to the Northern Hospital, Liverpool.

Goldfry, J. J., M. R. C. S. Liverpool.

Grant, Klein, M. D., Professor of Therapeutics at the North London School of Medicine.

Granville, A. B, M. D., F. R. S., Physician Accoucheur to the Westminister General Dispensary.

Green, Thomas, M. R. C. S., Surgeon to Town Infirmary, Birmingham.

Charles, Butler, Esqr., Liverpool.

Hall, Marshall, M. D., F. R. S. L. and E. Lecturer on Medicine at Sydenham College, and consulting Physician to the Westminster General Dispensary.

Hay, Alexander, Surgeon to the south Dispensary, Liverpool.

Hope, I., M. D., F. R. S., Lecturer on Medicine

at Aldersgate Street School, and Assistant Physician to St George's Hospital.

Howship, John, M. R. C. S. Surgeon to Charing Cross Hospital.

Hughes, John, M. D., Liverpool.

Jeffreys, Julius, Esqr. M. R. C. S.

Julius, G. C., M. D.

Julius, G. C. Jun. M. D.

Key, C. Aston, M. R. C. S., Lecturer on Surgery and Surgeon to Guy's Hospital.

Knight, Arnold James, M. D., Sheffield.

Ledsman, J. J., M. R. C. S., Surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Lee, Robert, M. D., F. R. S., Lecturer on Midwifery at Kinnertion Street Medical School, and Physician to the British Lying-in Hospital.

Lewis, William, Esqr., Manchester.

Long, David M., Surgeon to the South Dispensary Liverpool.

Lymm, W. B. Esq., Surgeon to the Westminster Hospital.

Macilwain, George, M. R. C. S. Surgeon to the Finsbury Dispensary.

Mackenzie, J. D., M. D., Physician to the Liverpool Infirmary, Lock Hospital.

Macrorie, D., M. D. Physician to the Fever Hospital, Liverpool.

Manifold, J., M. R. C. S., Liverpool.

Matterson, William, M., R. C. S. York.

Matterson, William, Jun., M. R. C. S. York.

Mayo, Herbert, M. R. C. S., F. R. S., Surgeon to the Middlesex, Hospital.

Nelson John Barritt, A. B., M. B. F. C. P. S. &c. Birmingham.

Marriman, Samual, M. D., Physician Accoucheur, to the Westminster General Dispensary.

Middlemore, Richard, M, R. C. S. Surgeon to the Eye Infirmary, Birmingham.

Morgan, John, M. R. C. S., Lecturer on Surgery &c. and Surgeon to Guy's Hospital.

Morley, George, M. R. C. S., Lecturer to he Leeds School of Medicine.

Nightingle, Robert, S., M. R. C. S., Surgeon to the Eastern Dispensary, Liverpool.

Parkin, John, M. R. C. S,

Partridge, Richard, M. R. C. S., F. R. S., Professor of Anatomy at Kings' College, and Surgeon to Charing Cross Hospital.

Pinching, R. L., M. R. C. S., D.

Quain, Richard, M. R. C. S., Professor of Anatomy at the London University, and Surgeon to the North London Hospital.

Reid, James, M. D.

Roots, H. S., M. D., Physician to St. Thomas's Hospital.

Roupell, G. L. M. D., Lecturer on Materia Medica, and Physician to St. Bartholomew's Hospital.

Scott, John. M. D.

Stanley, Edward, Esq, M. R. C., S. F. R. S., Professor of Anatomy, and Surgeon to St. Bartholomew's Hospital.

Teale, T. P., M. R. C. S., F. R. C. S. F. S. S., Surgeon to the Leeds General Infirmary.

Teale, Joseph, M. R. C. S. Leeds.

Thompson, Anthony Dodd, M. D., F. L. S. Lecturer on Materia Medica and Physician to the London University.

Thompson, Henry, U., M. D.

Toulmin, Frederick, Surgeon, Clapton.

Travers, Benjamin, M. R. C. S., F. R. S., Surgeon Extraord. to the Queen, and Surgeon and Lecturer on Surgery to St. Thomas's Hospital.

Ure Andrew, M. D., Lecturer on Chemistry at the North London School of Medicine.

Vaux George, M. D., Birmingham.

Walker, W., M. D.

The following testimony to the truth of the preceding declaration was in 1845, given in Bombay:—

"It is my opinion that the above statement is substantially correct."

H. Franklin, Deputy Inspector General of Her Majesty's Hospitals.

J. Robertson, Surgeon.

M. J. Kays, M. D.

Thomas Robson, Surgeon 2 Batt. Artillery.

John M. Lemnan, Civil Surgeon.

A. Graham, Surgeon, European General Hospital.

M. Stovell, Surgeon.

C. Morehead, M. D., Surgeon, Native General Hospital.

A. H. Leith, Surgeon.

The following testimony was given to the truth of the above declaration by medical gentlemen at Maulmain :—

"It is my opinion that the above statement is substantially correct."

James G. Coleman, M. D., Staff Surgeon, T. P.

D. Richardson, Civil Surgeon.

T. L. Mathews, Surgeon 52nd N. I.

Henry Carnegie, Assistant Surgeon, in Medical Charge, Artillery.

Robert Hicks, Assistant Surgeon, 17th Regt.

J. Tait, Assistant Surgeon, Local Corps.

C. N. English, M. D., Assistant Surgeon, 84th Regiment.

Mathew Kane M. B., Assistant Surgeon.

James Reid, Assistant Surgeon, Madras Army.

Similar testimonies have been subscribed by thousands of the first medical authorities of Europe and America.

সম্পূর্ণ।

সঙ্কলিত শব্দ সমুদায়ের ইঙ্গরেজী অর্থ।

অধিবেদন ... ... Polygamy.
ক্ষিপ্তনিবাস ... ... Lunatic Asylum.
জাড্য .. .. Idiotism.
পদার্থবিদ্যা .. .. Natural Philosophy.
পরিমিতি ... ... Faculty of size, or power of taking cognizance of size, length, breadth, height &c.
পান্থশালা ... ... Hotel.
মনোবিজ্ঞান ... ... Mental Philosophy.
রূঢ় পদার্থ ... ... Elements.
লোকযাত্রাবিধান ... ... Political Economy.
বংশমর্য্যাদা ... ... Hereditary distinction of rank.
বাণিজ্যবিষয়ক স্বতন্ত্রতা Freedom of trade.
বাষ্পীয় রথ .. .. Steam-carriage.
শিল্পযন্ত্র ... ... Machine.
সাধারণতন্ত্র ... ... Republic.
সামাজিক নিয়ম ... ... Social laws.
স্থতত্ত্ববিবেক ... ... Phrenology.